মনোযাত্রা।

নামক নাটক।

শ্রীযুত বাবু পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়

রায় বাহাদুর

প্রণীত

শ্রীরামপুর।

চন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত

হইল।

শকাব্দাঃ ১৭৮৩।

এই গ্রন্থ যাঁহার প্রয়োজন হইবেক তিনি জীলা হুগলীর
ইস্মাল কাজ কোর্টের নাজীর অথবা কলিকাতার
শ্রীযুত বাবু প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ইনকম-
টেক্স আপীশের হেড এসিষ্টেন্ট বাবুর
নিকট সংবাদ পাঠাইলে
পাইবেন।

মূল্য ১ টাকা।

ভূমিকা।

ভবিস্বরূপ শান্তিরস কথা জানিয়া এইগ্রন্থের চতুর্থ ও পঞ্চম অঙ্ক রচনা করা হয়, জগদীশ্বরের কৃপায় এই উপায় অবলম্বনে স্ত্রী পুত্র বিয়োগ জনিত গুরুতরশোক অনেক সম্বরণ ও মনঃ স্থির করণে সক্ষম হইয়াছি; এক্ষণে বিচক্ষণ বন্ধুগণে এ গ্রন্থ প্রকটনে সাধারণের চিত্ত বিনোদ ও উপকার হইবার সম্ভাবনা বিবেচনা করায় মুদ্রাঙ্কণে অনুমতি দিলাম এ গ্রন্থে যে বিষয়ের চর্চা করা হইয়াছে তাহা [illegible]য়া, ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে এতাদৃশ সুকঠিন যে বিশেষ মনোনিবেশ ব্যতীত উহার মাধুর্য্য রসের তাৎপর্য্যানুভব হইতে পারে না। সর্ব্ব সাধারণের বোধগম্য হইবার কারণ যে পর্য্যন্ত সুলভ ও সহজ হইতে পারে এমত চেষ্টা করা হইয়াছে, ও পদ সকল কোমল ললিত শব্দে রচনা করা গিয়াছে; বালকদিগের দ্বারা গীত হইবার কারণ রাগ ও তাল প্রায় কঠিন প্রয়োগ করা [illegible] নাই. তন্নিমিত্তক যদিচ রচনার পারিপাট্য হইতে পারে নাই, তথাপি বঙ্গভাষাতে প্রস্তাবিত বিষয়ের এরূপ নাটক পূর্ব্বে কেহ যে রচনা করিয়াছেন ইহা দৃষ্ট না হ[illegible] যায় এবং সর্ব্ব সাধারণের বুঝিবার সুলভ হইলে সাদরে সকলে গ্রহণ ও পাঠ করিয়া তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিয়া সুখী হইতে পারিবেন এই প্রত্যাশায়, বিজ্ঞ, গুণজ্ঞ, রসজ্ঞ, ব্যক্তি বর্গের নিকট বিনয় পুরঃসর এই প্রার্থনা করিতেছি যে অনুগ্রহপূর্ব্বক অজ্ঞের রচনার দোষালোচনা বিনির্মুখে অবকাশ কালে পাঠ করিয়া যে নিগূঢ় রস ইহাতে আছে তাহার আস্বাদনে আনন্দ অনুভব

শ্রীপঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়।

ত্যাগ, মহারাজ মহামোহকে তস্য মন্ত্রি অধর্ম্মের সান্ত্বনা করা ও মন্ত্রণা দেওয়া, ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ, দুষ্ক্রিয়াকে আহ্বান ও ক্রোধকে সেনাপতিত্বে বরণ

ক্রোধ ও হিংসার সহিত ক্ষমার যুদ্ধ, ক্ষমা কর্ত্তৃক ক্রোধ ও হিংসার নাশ, শমের হস্তে দ্বেষের ও দুষ্ক্রিয়ার বিনাশ ; লোভকে সেনাপতিত্বে বরণ, লোভ ও তস্য পত্নী বিষয় তৃষ্ণার সাহস প্রদান, শান্তির বিনাশার্থে বিভ্রমাবর্ত্তী দাসী দ্বারা মিথ্যা দৃষ্টি নাম্নী বেশ্যাকে আহ্বান, তাহার সহিত মহামোহের কথোপকথন, বিবেকের সেনাপতি সন্তোষের সহিত লোভের যুদ্ধ, সন্তোষ হস্তে লোভ নিধন ; পতি শোকে বিষয় তৃষ্ণার মরণ

অবশিষ্ট সত্যাদি লক্ষ প্রয়ং মহামোহের যুদ্ধ যাত্রা, সকল সর্ব্ব সৈন্য লক্ষ যুদ্ধস্থলে স্বয়ং বিবেকের আগমন, উভয়ের বাক্য যুদ্ধ এবং অস্ত্র যুদ্ধ, মহামোহের সর্ব্ব সৈন্য ক্ষয়, ও বিবেক কর্ত্তৃক মহামোহ নাশ, পতি শোকে বাসনাদি স্ত্রী সকলের সহমরণ পুত্ত্রাদি বিনাশে শোকাচ্ছন্ন হইয়া প্রবৃত্তি দেবীর মরণ, স্ত্রী পুত্ত্র শোকে মনের অবসন্নতা, বৈয়াসিকী সরস্বতী কর্ত্তৃক মনকে জ্ঞান উপদেশ প্রদান, তদ্দ্বারা মনের পঞ্চ ক্লেশ রহিত ও শান্তি রসের উদয়।

মনোযাত্রা

প্রথম অঙ্ক।

শ্রীগণেশ বন্দনা।

রাগিণী ছায়ানট, তাল তীয়ট

ওহে হেরম্ব হের এ দীনে।
ময়ি অকিঞ্চনে, নিস্তার দুস্তার ভবে নিজ গুণে
প্রপঞ্চ জগৎ মাঝে, পঞ্চ রূপে তোমায় পূজে,
অজ্ঞানেতে নাহি বুঝে, দ্বৈত বাখানে ॥ ১ ॥
বিশ্বেশ্বর বিঘ্ন হর, এ যাত্রায় কৃপা কর,
তুমি দেব পরাৎপর, কর পঞ্চাননে ॥ ২

ভগবতী বন্দনা।

রাগিণী আড়েনা বাহার, তাল তীয়ট।

ভীত ভবভয়ে হে, ভব ভাবিনি
জননি দেহি পদ তরণি ॥
অহং মম ইতি জ্ঞানে, কুমতি লয়ে সনে,
বিষয় বিষ পানে ব্যাকুল মন,

তাহে হয়েছে সংসর্গ, দুরাশয় রিপুবর্গ,
না মানে তারা বর্গ, তারিণি ॥ ২ ॥
দেখি আশ্চর্য্য মনের গতি,
যে করে সদা ক্ষতি, তাহার সঙ্গে প্রীতি,
কি রীতি হায়! হয়ে রিপুবশ অবশ মন
করে রস অন্বেষণ, না বুঝে কে আপন জননি।
কত যাত্রা বিফল হলো, তবু এ যাত্রায় অনুকূল,
নিকট হইল কাল, হে কালবারিণি,
দেখে যে করাল বিষম কাল,
না মানে কালাকাল, এ প্রাণ এক কাল
হরিবে ভবানি ॥ ৩ ॥
পঞ্চানন পদ বলে, পড়িয়ে পদতলে
বলে কি ভয় কালে, একালে আর,
জয় কালী কালবারিণী, কলুষনাশিনী,
জয় সনাতনী নারায়ণী ॥ ৪ ॥

নির্গুণ ভজনা।

রাগিণী কেদারা, তাল ঢিমা তেতালা।

ওরে মন আমার, স্মর পরমেশ্বর,
পরম ব্রহ্ম পরাৎপর।
শুন মন সার তত্ত্ব, সর্ব্ব এব অনিত্য,
সেই ব্রহ্ম সত্য নিত্য, বেদাদির অগোচর
অনান্ত বেদান্ত যাঁর, অন্ত নাহি পায়,

তর্ক তর্কিতে নারে, বিতর্ক দ্বারায়,
পাতঞ্জল পুটাঞ্জলি পূরে, পরিহার স্বীকার করে,
সাঙ্খ্য সঙ্কুচিত হয়ে, সদা শঙ্কাতুর ॥ ২ ॥
মীমাংসা হতাশা হয়ে, নানা দশা পাইয়ে,
হলো মতান্তর, বিষয় গোচর জ্ঞানে,
বৈশেষিক কিবা জানে পঞ্চ মুখে পঞ্চাননে,
বর্ণনে কাতর ॥ ৩ ॥

পয়ার ভূমিকা

অনাদি অনন্ত এক পুরুষ প্রধান।
অনাসক্ত অবিভক্ত অদ্বৈত আখ্যান ॥
সর্ব্ব সাক্ষি স্বরূপ তিনি সর্ব্ব শক্তিমান
জ্ঞানি সবে বলে যাঁরে সুনির্ম্মল জ্ঞান।
তত্ত্ব মসি বলো কেহ করেন ব্যাখ্যান।
অন্য জনে বলে তাঁরে পুরুষ প্রধান ॥
বৈষ্ণবেরা বিষ্ণু কয় শৈবে কয় শিব।
দিনেশ গণেশ বলে কোন কোন জীব ॥
যোগি সবে যোগেশ্বর বলো তাঁরে ধ্যায়
যাজ্ঞিক সকলে বলে যজ্ঞেশ্বর তাঁয় ॥
রামাৎ সকলে তাঁরে বলে রামচন্দ্র।
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনাথ কেহ বলে শ্রীগোবিন্দ ॥
এইরূপ সংজ্ঞা ভেদ মতের প্রভেদে।
এক ব্রহ্ম দ্বৈত হীন কহে তাঁরে বেদে ॥

রতি বিহীনে ছিলেন বিরত ভাবেতে।
রতি সুখ ইচ্ছা তাঁর হইল কালেতে॥
সংসার কারণ যবে হইল উল্লাস।
স্বীয় শক্তি সুকৌশলে করিলেন প্রকাশ॥
অজা নিত্যা ত্রিগুণাত্মিকা জ্ঞান বিরোধিনী।
স্বভাবত জড়া তিনি স্বভাব রূপিণী॥
সেইত পরমা শক্তি প্রকৃতি আখ্যান।
প্রকৃতি প্রভাবে জগৎ হইল নির্ম্মাণ॥
প্রকৃতির সঙ্গ সুখে করেন বিহার।
স্বীয় লালে ঊর্ণনাভি বদ্ধ যে প্রকার॥
প্রকৃতির গর্ব্ভে জন্মে মন নামে পুত্র।
ত্রিজগতে দিলেন আজ্ঞা তায় রাজ ছত্র॥
সেই মন মহারাজার আজ হবে বার।
সকলে সতর্ক হও কহে জমাদার॥

তখন জমাদার আসিয়া বলিতেছে

রাগিণী গার ভৈরবী তাল পোস্তা।

সুই সও হোঁসিয়ার রহ মৎ কর গোল সোর সার।
যো বেয়াদবী হোগা আবি মন মহারাজকি বার॥
যো কুচ আরজ করণে চাহ কলম বন্দ করকে ল্যাও
হুজুর মে হাজির রহ, ফুকারতা হোয় জামাদার॥ ১।
হুজুর কা জ্যাসা হুকুম, সব কিসিকো হোয়তো মালুম,
দুনিয়াকি আক্কেল গুড়ুম, হোতা হোয় দেখকে দরবার।

মনোমায়া নাটক।

জমাদার রাজার ও তাঁহার পরিবারের পরিচয় দিতেছে।

রাগিণী খম্বাজ ঝিঁঝিট, তাল খেমটা।

মহারাজার হবে বার, ফুকারে জমাদার।
ত্রিজগৎ ব্যাপ্ত যাঁর, রাজ্য অধিকার॥
দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ তাঁর, মহিমা অপার।
যশঃ শুভ্র কীর্ত্তি তাঁর, সর্ব্বত্র প্রচার॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি দুই, মহিষী রাজার।
প্রবৃত্তি লাবণ্যবতী, প্রেয়সী তাঁহার॥
ঐ গর্ভে জন্মাইল, একটি কুমার।
মহামোহ নাম তাঁর গুণের নাহিক পার॥
কামনা মহিষী তাঁর, বিনাশ সংস্কার
কামনার গর্ভে হয়, ছয়টি কুমার॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ, মদ মাৎসর্য্য কল আর
ব্রহ্ম অংশে জন্মে কাম, বিষ্ণু অবতার॥
রুদ্র অংশে জন্মে ক্রোধ, বিকট আকার।
যক্ষ অংশে জন্মে লোভ, বদন বিস্তার।
দানব অংশে জন্মে মোহ মায়ার আগার।
পবন অংশে জন্মে মদ, মত্ততার আধার॥
অগ্নি অংশে মাৎসর্য্য জলন্ত অঙ্গার।
কামের হইল নারী, রতি সহকার॥
ক্রোধ সহ হিংসা দেবীর, পতিত্ব ব্যাপার।

রাজ সভাতে নারদ এবং বিশ্বামিত্র ঋষির আগমন।

নারদ এবং বিশ্বামিত্র

উক্তি পদ।

—⊃।○●।⊂—

রাগিণী পরজ বহার, তাল আড়খেমটা।

ভ্রমে মজে্য মিছে কালে কাল ভুলনা।
যে দিন যায় সে দিন আর হবে না। ॥
যখন ছিলে রে কিশোর,
ধূলায় ধূসর বিষয় গোচর তোর ছিল না,
তখন বৃথা ক্রীড়ায় মন, সদা সর্ব্বক্ষণ,
করিলে যাপন, ভেবে দেখনা। ১ ॥
পাইয়ে যৌবন, মত্ত সর্ব্বক্ষণ,
প্রয়োজন কেবল প্রিয়জন।
ক্রমে হলো পরিবার, ভাবনা অপার,
কেমনে সবার হবে তোষণা। ২ ॥
হবে উপার্জ্জন, কি রূপেতে ধন,
এই প্রতিক্ষণ তোর ভাবনা;
ওরে লয়ে বহু ক্লেশ, ভ্রম দেশ বিদেশ,
নানা জনার কর উপাসনা। ৩ ॥

অমূল্য রতন, পরমার্থ ধন,
তাহে অযতন ছার বাসনা;
ওরে করিয়ে দাসত্ব, করহ কৃতিত্ব,
হায় মত্ত নাই বিবেচনা। ৪ ॥
জরাতে বিপুল, দুঃখ সমাকুল,
হইবে ব্যাকুল, কুল পাবে না;
তখন সদা রোগ, ভোগ, স্বজন বিয়োগ,
দুঃখ শোক কেবল শোচনা। ৫ ॥
আসিবে শমন, ভীষণ দশন,
এসবে তখন কি কায বলনা,
বলি কাযের কথা শুন, ভজ নিরঞ্জন,
কহে পঞ্চানন, যাবে যন্ত্রণা ॥ ৬ ॥

রাগ তাল ঐ।

মন রহিলি ঘুমের ঘোরে, মনোহর নব দ্বার পুরে ॥
বিষয় পর্য্যঙ্কোপরে, ও মন, জ্ঞান হত দেখে তোরে,
ছয় বেটা চোর ঢুকে ঘরে, নিলে তোর সর্ব্বস্ব হরে ॥ ১
কত ঘুমাও বৈস জেগে, রাখ পরম ধন রে যোগে যাগে,
বিবেক শক্তি অনুরাগে, শাসন কর ছয় জন চোরে ॥ ২।
পঞ্চানন বাক্য শুন, ও মন এখনও হও সচেতন,
মিছে কত দেখ স্বপ্ন, অবিদ্যার গলা ধরে ॥ ৩ ॥

রাগ তাল ঐ।

পরম ব্রহ্ম বল্যে ডাকি।
তিলেক দাঁড়া রে ও শমন, গুরু ব্রহ্ম বল্যে ডাকি॥
ব্রহ্ম বল্যে ডাকি শমন, তোরে দিই রে ফাঁকি॥
দাঁড়া রে শমন, স্থির কর্য্যে মন, কিছু ক্ষণ এখন থাকি;
ছ টারে ছেদে, ছ টারে ভেদে দুটরে একত্রে রাখি॥ ১।
কিসের ছার কায়া, দারা পুত্র মায়া, ছায়া বাজির ন্যায় দেখি,
সব হবে শব, কিছু দিন রব, এরবে রবে বা কি?॥ ২॥
কহে পঞ্চানন, শুন রে শমন, আমার মরণ ভয়ে ভয় কি?
হলে দুটায় যোগ, যাবে কর্ম্ম ভোগ, মম প্রাণ হবে সুখী॥

রাগিণী ভৈরবী, তাল আড়খেমটা।

ঢেউ দেখে না, ডুবিও না রে ওরে আমার মন ন্যায়ে।
যুক্তি হালি স্থির করো ধর, এ তুফান যাবে কাটিয়ে॥
শ্রদ্ধা পালি দেও তুলে, চালাও তরি সুকৌশলে,
কি ভয় ভবাব্ধি জলে, জ্ঞান বলে যাবি তরিয়ে॥
এ সব মায়া রচনা, ভোজ বাজিতে মন মজো না;
আপনার কায আপনি কর না, স্থির হয়ে বৈস নায়ে॥
পঞ্চানন বাক্য শুন, বৃথা চিন্তা কর কেন,
ভজ সত্য সনাতন, ভাবনা যাবে ঘুচিয়ে॥

রাগ তাল ঐ।

কায কি রে মন পরের কথায়, ঘরের ভাবনা মনে ভাব না।
ঘরের ঢেঁকি কুমির হলো, দেখেও কি তা দেখ না॥
আত্ম ভেবে দশ জনে, স্থান দিলে সুযতনে,
সকল সন্ধান তারা জেনে, মজাইলে তা বুঝনা॥ ১।
ছ বেটা বাটি পাড়ে, পিলে পুষে রাখিলে ঘরে,
তারা তোর সর্ব্বস্ব হরে জেনেও তুমি তা জাননা॥ ২॥
পঞ্চানন বাক্য শুন, আপনায় আপনি জান,
ভজ নিত্য নিরঞ্জন, ঘুচিবে ভব ভাবনা॥

রাগিণী জঙ্গলা, তাল আড়খেমটা।

ভবের বাজারে দেখ মন রে, কি ঘটিল বিষম জ্বালা।
করে দৃঢ় পণ এলি ও রে মন,
কিনিবে বলো পরম রতন,
পড়্যে শঠের হাতে, ঠকিলি বিধিমতে, ভুলে গেলি,
দেখে লোভের ডালা।
দেখ্যে রঙ্গ বা রঙ্গ, নির্ম্মিত সুঢঙ্গ,
সং যারে লোকে বলে,
ভাবিলি তাহা সার, কি ভ্রান্তি তোমার
মণি ফেলি নিলি, কাঁচের মালা।

সভা মধ্যে ঋষিদ্বয়ের পদার্পণ হইবামাত্র মহারাজ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া পাদ্য অর্ঘ্য প্রদান ও যথোচিত সম্মান করিলেন, এবং স্বীয় সৌভাগ্য জানাইয়া অদ্য মে সফলং জন্ম অদ্য মে সফলা ক্রিয়া ইত্যাদি বলিলেন।

তখন ঋষিদ্বয় মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

ঋষিদ্বয়ের উক্তি। মহারাজ! সুখেতো আছেন?

রাজার প্রত্যুক্তি। প্রভো! আপনাদিগের আশীর্ব্বাদে স্বজন বন্ধুগণ সহিত সর্ব্ব সুখে কাল যাপন করিতেছি।

ঋষিদ্বয় পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিতেছেন। মহারাজ! সভাস্থ সকলকেই দৃষ্টি করিতেছি, আপনকার কনিষ্ঠ পুত্র, বিবেককে যে দেখিতেছি না? তিনি কোথায় কেমন আছেন?

রাজার প্রত্যুক্তি। প্রভো! তার কথা কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন না, যেমন গর্ব্বে জন্ম তদ্রূপ তার স্বভাবের ধর্ম্ম হইয়াছে।

ঋষিদ্বয় জিজ্ঞাসা করিলেন। কেমন, কেমন, নিবৃত্তি তাঁহার গর্ব্ভধারিণী? তৎ সদৃশী রমণী তো অবনিমণ্ডলে নাই এবং বিবেক অতি সজ্জ্ঞানী সুধীর ও সর্ব্বোপ-কারী; তৎপ্রতি মহারাজের অশ্রদ্ধা

ইহা শ্রবণে অতিশয় দুঃখিত হই লাম, কারণ কি?

রাজার প্রত্যুক্তি। প্রভো! খেদের কথা কি বলিব, এই রাজ্যসুখ ঐশ্বর্য্য আমারি হতভাগিনী নিবৃত্তির সকলেতেই নিবৃত্তি, কিছুতেই সে রতা হয় না, সতত এ সব অনিত্য ভাবিয়া চিন্তাকুল থাকে, সন্তানটাকেও ঐরূপ বলিয়া নষ্ট করিয়াছে; তাহারো এ সুখ ঐশ্বর্য্যে মন নাই, পরোক্ষে আমার ও তস্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহামোহের বিরাগ করে।

ঋষিদ্বয় হাস্য করিয়া কহিলেন। মহারাজ! কি আশ্চর্য্য যে আপনি প্রবৃত্তির বশতাপন্ন হইয়া এতাদৃশ ভ্রমাকুল হইয়াছেন যে শুক্তিতে রজত ও রজ্জুতে সর্প ও অনিত্যতে নিত্য ও অসত্যেতে সত্য জ্ঞান করিতেছেন। মোহান্ধকার নিরাকরণ ও সংকল্পবিকল্পরূপ নিদ্রা ভঞ্জন করিয়া দৃষ্টি করুন।

শ্লোক।

অন্তঃ শীতকরান্তরীক্ষ নগর স্বপ্নেন্দ্রজালাদিবৎ কার্য্যং সমসত্যমেতদুদয়ধ্বংসাদিযুক্তং জগৎ। শুক্তৌরূপ্যমিব জীব ভুজগঃ স্বাত্মাববোধোদয়াবজ্ঞাতে প্রত্যত্যথ্যক্তে তত্ত্বাববোধোদয়াৎ॥

অস্যার্থঃ

ঘটপটাদি অসত্য, তাহার উৎপত্তি বিনাশ দেখিতেছি
এক ঈশ্বর সত্য হয়েন, তদ্ভিন্ন জগৎ অলীক। তবে ঘট
টাদি কার্য্যস্বরূপে যে, জ্ঞান হইতেছে সে কেবল ইন্দ্রজা
প্রায়, যেমন জলে চন্দ্রাদির, গগণমণ্ডলে নগরাদির
স্বপ্নে অশ্বারোহ্যাদির জ্ঞান হয়।

মহারাজ! ব্রহ্মৈব সত্যং জগদনিত্যং। অত্র প্রমা
"ইদং সর্ব্বময়মাত্মা সং চাসং চাপরং ইতি শ্রুতেঃ।
এই বলিয়া ঋষিদ্বয় বলিতেছেন।

রাগিণী পরজ বহার, তাল আড়খেমটা।

মনে ভেবে দেখ রে মন সকল অসার
তুমি কার কেবা রে তোমার॥
তোমার কোথা রবে জায়া, পুত্র মিত্র মায়া
নিজ কায় দেখ নহে আপনার;
যখন দেহ ত্যজে প্রাণ, করিবে প্রয়াণ
সব অবসান, হবে শবাকার॥ ১ ॥
তোমার কোথা রবে পদ, ঐশ্বর্য্য সম্পদ,
পরম আপদ চরমে আবার
হবে হস্তপদ হারা, সার হবে পরা,
দারা পুত্র তারা, করিবে হাহাকার॥ ২ ॥
করাল সে কাল, না মানে কালাকাল,
কত কাল বেঁচে রবে বল আর,
তাই কহে পঞ্চানন, ওরে অবোধ মন,
নিত্য নিরঞ্জন পদ কর সার॥ ৩ ॥

মহারাজ! আপনি প্রবৃত্তির ইন্দ্রজালে এবং মহামোহের াঁপাশে বদ্ধ হইয়া সাধ্বী সতী গুণবতী নিবৃত্তিকে কটবর্ত্তিনী হইতে দেন না, নিবৃত্তির সদৃশ স্ত্রীরত্নে মহা ক্ষের অনন্ত এবং কুলাঙ্গার মহামোহ যে আপনাকে ভূত করিয়া পরমার্থ তত্ত্ব ভুলাইয়া আপন কর্ত্তৃত্ব রিতেছে. তাহার প্রতি আপনার প্রীতি এবং বিবেকে শ্রদ্ধা; হায়! কি পরিতাপের বিষয়! আপনি আত্মতত্ত্বকে রল ও বিষকে সুধা জ্ঞান করিতেছেন;

এই বলিয়া কহিতেছেন

রাগ তাল ঐ।

হরি বলো কাল কাটাও মন, এসে গেলো।
যাবে যেতে হবে এ সব ফেলে॥
তোমার বেশ ভূষণ ঘটা, কোথা রবে কোটা,
রবির বেটা যখন ধরবে চুলে, তখন কই বন্ধু সুত,
যত আত্মীয়গণ চাঁদ মুখে দিবে আগুন জ্বেলে॥ ১॥
চাঁদ মুখে দিবে নুড়ো জ্বেলে, তোমার কোথা রবে দেহ,
দারা পুত্র স্নেহ, কেহ না কি কবে আপন বলে।
তখন বিদায় করো মড়া, দিবে গোময় ছড়া,
বলিবে ছোঁও মড়া, অন্তকালে॥ ২॥
তোমার কোথা রবে ধন, এ রূপ যৌবন,
প্রাণ প্রিয়জন মরণ কালে, তাই কহে পঞ্চানন,
ওরে আমার মন, কেন আছ আপন তত্ত্ব ভুলে॥ ৩॥

ঋষিদ্বয় পুনশ্চ বলিতেছেন। মহারাজ! ব্রহ্মা শত কল্প জীবী হইয়া নষ্ট হইবেন, ইন্দ্রের সহিত দেবগণ ও অসুরগণ এবং ব্যাসাদি মুনিগণ পৃথিবী সমুদ্র ও কোটি কোটি অন্য জন্য বস্তুও নষ্ট হইবেক, চিন্তা করুন আপনিই বা কতকাল জীবিত থাকিবেন।

রাগিণী খাম্বাজ ঝিঁঝিট, তাল আড়খেমটা।

কত কাল বেঁচে আর রবে। কালে কালের কবলিত হবে॥
নিত্য কর্য্যে আজ কাল, কাটালি আজন্ম কাল,
আসিতেছে করাল কাল, কালের বশে কি কাল হারাবে। ১
দুরাশা ধনাশা বশে, মগ্ন আছ রঙ্গ রসে,
কি হইবে অবশেষে, ও অবোধ মন দেখ ভেবে॥ ২॥
অনিত্য জীবন ধন, অনিত্য রূপ যৌবন,
সকলি নিশি স্বপন, কি আপন সঙ্গে যাবে॥ ৩॥
পঞ্চানন বাক্য শুন, ত্যজ দম্ভ অভিমান,
ভজ নিত্য নিরঞ্জন, এ বন্ধন ঘুচে যাবে॥ ৪॥

এত বলি ঋষিদ্বয় করিলেন গমন।
শুনিয়া মনের হৈল নিবৃত্তিতে মন॥
বিবেকের প্রতি রাজার হৈল স্নেহোদয়।
প্রবৃত্তি দেবীর প্রতি প্রীতিহীন হয়॥
মহামোহের প্রতি মনের স্নেহ শূন্য হৈল।
অসৎ পরিবার তার মনেতে জানিল॥
মিত্র ভাবাভাব হৈল শক্র সবে জানে।
বিবেকে দিবেন রাজ্য স্থির করেন মনে॥

সভা ভাঙ্গি রাজা তখন করেন গাত্রোত্থান।
এই বলো অন্তঃপুরে করিলেন প্রয়াণ॥

মনের উক্তি গান।
রাগিণী খাম্বাজ, তাল আড়খেমটা।

আমায় দশ বেটায় মজালো।
স্বজন হয়ো সঙ্গে রয়ো, কি রঙ্গ ঘটালো॥
নানা দেশ বেড়াইলাম, ধন সম্পত্তি কতই পেলাম,
ভূতের বেগার খেটে মলাম, সব লুটে পাঁচ ভূতে খেলে॥ ১॥
পুরি পেলাম চমৎকার, এক ঘরে তার নব দ্বার.
ভাবিলাম তাহা সুখের আগার, জীর্ণ হলো অল্প কালে॥ ২
ছ বেটা বাটপাড়, সঙ্গে ফিরে অনিবার,
এলো ঘর পেয়ে আমার. ঘর ঢুকে সব লুটে নিলে॥ ৩॥
অচৈতন্য দেখে মোরে, সিঁধ কেটে কাল চোরে,
যা ছিল গুপ্ত ভাণ্ডারে, হরো নিল সুকৌশলে॥ ৪॥
মিছে হলো ভবে আসা, না পুরিল মনো আশা,
ছার সংসারের এই দশা, হায় পঞ্চানন কি করিলে॥ ৫॥

পয়ার।

অন্তঃপুরে গিয়ে রাজা নির্জ্জনে বসিল।
নিবৃত্তি নিবৃত্তি বলো ডাকিতে লাগিল॥
শুনে মাত্র নিবৃত্তি দেবী ত্বরান্বিতা হয়ো।
পতির নিকটে সতী আইল অভয়ে॥
গলে বস্ত্র দিয়া সতী প্রণাম করিল।
বলে নাথ কি হেতু আজ স্মরণ হইল॥

মন বলেন প্রাণ প্রিয়ে ভ্রমেতে মজিয়ে।
তোমা হেন গুণবতী ছিলেম ত্যজিয়ে॥
তোমার যতেক গুণ জানিয়াছি আমি।
অপরাধ ক্ষম মম প্রাণ প্রিয়া তুমি॥
ডাকহ বিবেক পুত্রে করি পুরস্কার।
আজ হতে দিলাম আমি তারে রাজ্য ভার॥
শুনিয়া নিবৃত্তি সতীর সজল নয়ন।
বলে নাথ স্বপ্নবৎ তোমার কথন॥
অভাগীর গর্ভে জন্ম বিবেক সুদীন।
তার ভাগ্যে হইবে কি এমন সুদিন॥
হাস্য করি মন বলেন ঔদাস্য ত্যজহ।
প্রাণেশ্বরী হয়ে প্রিয়ে মম হৃদে রহ॥
নিশ্চয় মনের ভাব কহিলাম প্রাণ।
অন্যথা হবে না কভু দেহে সত্ত্বে প্রাণ॥
এ কথা শুনিয়া রামার বিশ্বাস জন্মিল।
বিবেকে ডাকিয়া মনের নিকটে আনিল॥
হেনকালে কুচেষ্টা প্রবৃত্তির দাসী।
মনের প্রতিজ্ঞা শুনি মনে মনে হাসি॥
সত্বর প্রবৃত্তির কাছে দাসী তখন আসি।
কহিতেছে কি বলিব ও রাজমহিষি॥

রাগিণী খাম্বাজ. তাল আড়খেমটা

কি বলিব রাজমহিষি
হল্যো নিবৃত্তি রাজার প্রেয়সী॥

আমাদের গ্রহ সমূহ রাজ্যচ্যুত মহামোহ,
মহারাজের মায়া মোহ, শূন্য হলো ও রূপসি ॥ ১ ॥
বিবেকের সুখ সম্পদ, হলো এখন নিরাপদ,
তুচ্ছ করে ব্রহ্ম পদ, ব্রহ্মানন্দ রসে ভাসি ॥ ২ ॥
দেখে দুঃখে মরে যাই, মতির সে মতি নাই,
হিংসা আদির মুখে ছাই, দিয়ে আছে সুখে বসি ॥ ৩
বিবেকের দুট ছেলে, শম দম ছার কপালে,
কামাদিরে তাড়িয়ে দিলে, আপন বলে দেখ আসি ॥ ৪
মতির অনুগতা সখী, মীমাংসার ঐশ্বর্য্য দেখি,
মনে মনে মহা দুঃখী, বিধুমুখি তব দাসী ॥ ৫ ॥

পয়ার

প্রবৃত্তি কহিছেন দাসি হাসি পায় শুনে।
নিবৃত্তিতে রত রাজা হইলেন কেমনে ॥
কুচেষ্টা নাম ধর, কুচেষ্টা সতত :
অসম্ভব কথা কও পাগলিনী মত ॥

রাগ তাল ঐ

কি বলি প্রিয় দাসি। তোর কথা শুনে পায় যে হাসি।
বিকৃতি আকৃতি যায়, অস্থি চর্ম্ম মজ্জ সার,
সে নিবৃত্তি মহারাজার, হলো কিসে প্রাণ প্রেয়সী। ১
যে বিবেকের নাম শ্রবণ, করিলে জ্বলিতেন রাজন,
সে হইল কিসে এখন, প্রিয় এমন, বল প্রকাশি ॥ ২
যে মতির দুর্গতি ছিল, তার কিসে সৌভাগ্য হলো,
হিংসা আদি কোথা গেল, সত্য বল, দুঃখ নাশি ॥ ৩

পয়ার।

দাসী বলে মহাদেবি করি নিবেদন।
মিথ্যা কথা বলি নাই তোমার সদন॥
স্বচক্ষে দেখিলাম কর্ণে করিলাম শ্রবণ।
নিবৃত্তি সহিত কেলি করিছেন রাজন॥
বলিতেছেন তব মুখ পুনঃ না হেরিবেন
রাজ্য ভার বিবেকেরে অর্পণ করিবেন।
দাসী যখন বিবরণ সকল কহিল।
অন্তঃপুর মধ্যে মহা গোল যোগ হৈল॥
রতি শুনে পতির তত্ত্ব করিতে লাগিল।
এ সময় প্রাণ কান্ত কোথায় রহিল॥

রতি রঙ্গভূমিতে পতির তত্ত্বে
আসিতেছেন।

রাগিণী ভৈরবী বহার, তাল তীয়ট।

রতি পতি বিনে কিসে প্রাণে বাঁচে।
সতীর পতি বই গতি বল কি আছে॥
কেহ দেখেছ রতি পতি কোথায় গেছে।
বিনা সে অনঙ্গ সঙ্গ, অনঙ্গে দহিছে অঙ্গ,
কারে কব এ প্রসঙ্গ, যে রঙ্গ আজ ঘটেছে॥ ১॥
হরের কোপে একবার নিধন, হয়েছিল সে প্রাণধন,
কত করে বাঁচাই জীবন, এখন জীবন দহিছে॥ ২

রাগিণী পরজ বহার, তাল টিমা তেতালা।

বাঁচিনে বাঁচিনে প্রাণে বাঁচিনে, তার অদর্শনে।
আমায় বলে আমার, এমন কে আছে আর,
কেবল আমি তার সে আমার, অভেদ আত্মা দুজনে।
নাহি ভেদাভেদ, দেহ মাত্র প্রভেদ,
হায় হায় তার সহ এ বিচ্ছেদ, এ খেদ কি সহে প্রাণে

রাগ তাল ঐ।

জ্বল্যে জ্বলো জ্বল্যে জ্বলো উঠে প্রাণ কিসে হয় নির্ব্বাণ
না হলে ময়, জ্বালা যাবার নয়, বিধি হলে সদয়
তবেই তো হয়, এ সমুদয় সমাধান। ১।
তার অভাবে, আছি যে ভাবে, ভাবের ভাবী বিনে,
অন্য জনের মনে কি হয় অনুমান। ২ ॥

রতি ইতস্ততো ভ্রমণ করিয়া সকলকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ওগো! তোমরা রতি কান্তকে কেহ দেখিয়াছ?

উত্তর, হাঁ গো, তাঁহাকে বিরহিণী পাড়ায় দেখে আইলাম। তখন মদন রতির বিলাপ শুনে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া রঙ্গভূমিতে আগমন করিতেছেন আর বলিতেছেন,

---

রাগিণী ভৈরবী বহার, তাল তীয়ট।

কেন প্রেয়সি মনাগুণে দহিছ।
আজ অন্তরে অন্তর কেন ভাবিছ ॥
হয়ে তব প্রেমাধীন, আছি প্রিয়ে নিশি দিন,
জালে বাধা যথা মীন, তদ্রূপ আমায় করেছ ॥

মদন কহিলেন হে প্রিয়ে! কিঞ্চিৎ কাল মাত্র অদর্শন হইয়াছি ইহাতেই এতাদৃশ ব্যাকুলা হইয়াছ?

রতি বলিলেন, নাথ পলক বিচ্ছেদে আমার প্রলয় জ্ঞান হয় বিশেষ সর্ব্বদাই ভয় কার কোপে কখন পড়িয়া কি প্রাণ হারাইবে; তুমিত সকলেই জ্বালাতন করিয়া থাকহ, অনেকেই তোমার শত্রু. একবার হর কোপে প্রাণ হারাইয়াছিলে

মদন হাস্য করিয়া বলিলেন প্রিয়ে সে কাল গত হইয়াছে এক্ষণে অস্মদাদির বিপক্ষ কেহই নাই; যত দেখ ব্রহ্মচারী ইহারা কেবল বেশধারী, সকলেই কামাচারী, যত দেখ যোগী, সকলেই ভোগী; যত দেখ সন্ন্যাসী সকলেরি আছে সেবা দাসী; যত দেখ বান প্রস্থ ইহারা আমার ভয়ে ব্যতিব্যস্ত, এক্ষণে প্রিয়ে সকলেই শিশ্নোদরপরায়ণ, মুখে অনেকেই আপনাকে জ্ঞানী বলেন, কিন্তু কার্য্যে নয়, সকলেই দেহাভিমানী এবং কামিনীর পদানত, তুমি প্রিয়ে সুখে থাক তাহা হইলেই আমি ত্রিলোক জয়ী

রতি বলিলেন, হে নাথ! যাহা বলিতেছেন তাহা মিথ্যা নয় কিন্তু সম্প্রতি অস্মদাদির সমূহ উৎপাত উপস্থিত।

মদন বলিলেন কেমন কেমন সে কি সে কি?

রতি কহিতেছেন হে কান্ত মহাঋষি নারদ এবং বিশ্বামিত্র মন মহারাজার সভাতে অদ্য প্রাতে শুভাগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারদিগের কর্ত্তৃক কর্ত্তাটি উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া মহাদেবী প্রবৃত্তি পরিবারের প্রতি এককালীন মনের আশঙ্কা জন্মিয়াছে; প্রবৃত্তি দেবীর মুখাবলোকন করিবেন

না, শ্বশুর ঠাকুরকে ত্যজ্য করিবেন, বিবেক মহাশয়কে রাজ্য দিবেন। এই বলো রতি বিলাপ করিয়া কহিতেছেন

রাগিণী মঙ্গল বিভাস, তাল আড়খেমটা।

হায়ঃ কি শুনি হে গুণমণি লোক মুখেতে।
বিবেকের রাজ্য নাকি হলো এত দিনেতে॥
ও পক্ষের বেড়েছে দল, শম দম সুপ্রবল,
হরো নিল নাকি সকল বিদ্যা বলেতে;
বৈরাগ্যের বেড়েছে রাগ, সবাই করে অনুরাগ,
তোমাদের শুনি বিরাগ এ ত্রিজগতে॥ ১॥
রতি রঙ্গে কিবা রস, শুনে অঙ্গ হলো অবশ,
এ পরিবার সবে বিরস, সময় ক্রমেতে;
দম্ভ দর্প অভিমান, সবাই আছে ম্রিয়মাণ,
হলো তাদের অপমান বিপক্ষ হাতে॥ ২॥
শ্রদ্ধার বেড়েছে স্পর্দ্ধা, সবাই তারে করে শ্রদ্ধা,
লজ্জায় আছে অবিদ্যা, অধোমুখেতে;
কর্ত্তাটির সে ভাব নাই, নিবৃত্তিতে রত সদাই,
দেখে শুনে ভয় পাই মরি দুঃখেতে॥ ৩॥

মদন ইহা শুনিয়া হাস্য করিয়া বলিলেন, প্রিয়ে! তুমি কি ইহা বিশ্বাস করিয়াছ?

শ্লোক।

প্রভবতি মনসি বিবেকো বিদুষামপি শাস্ত্রসম্ভবস্তাবৎ। নিপতন্তি দৃষ্টি বিশিখা যাবন্নেন্দীবরাক্ষীণাং॥

অপি যদি বিশিখাঃ শরাশনং বা কুসুমময়ং সসুরা-সুরস্তথাপি মম জগদখিলং বরোরু সংজ্ঞামিদ মতিলজ্জ্য ধৃতিং মুহূর্ত্তমেতি। ১২॥

অহল্যায়া জারঃ সুরপতিরভূদাত্মতনয়াং প্রজানাথো যাসী দভজত্তি গুরো বিন্দুরবলাং। ইতি প্রায়ঃ কোবাণ পদম পদে কামাত মযা শ্রমো মদ্বলানাং কইব ভুবানাম্মাথ নির্ধিয়। ১৩॥

হে প্রিয়ে! যে কাল পর্য্যন্ত ইন্দীবর নয়না ললনাদিগের মদন বাণ বিদ্ধ না হয়, সেই কাল পর্য্যন্ত পণ্ডিতদিগের বিবেক এই বলিয়া কহিতেছেন।

রাগিণী মঙ্গল বিভাস, তাল আড়খেমটা।

ওরে প্রাণ ধন কি কারণ ভয় কর বিবেকে।
রতি রতিপতি সত্বে বিবেক বা কে॥
যদি স্মর একেশ্বর, হানে ধনি এক শর,
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, কে কোথায় থাকে;
পুরাণে আছে প্রমাণ, হরের হল্যো ভঙ্গধ্যান,
অব্যর্থ আমার বাণ, জানে ত্রিলোকে॥ ১॥
ব্যাকুল হয়্যে মম শরে, ব্রহ্মা স্বীয় কন্যা হরে,
কা কথা অন্য, পরে, এ মর্ত্ত্য লোকে,
ইন্দ্র চন্দ্র জ্ঞান হত, দোঁহে গুরুপত্নী রত,
আমার মহত্ত্ব যত, জানেনা বা কে॥ ২॥
পঞ্চানন কেবল অরি, তার সহ বিবাদ ভারি,
আর সকলে তুচ্ছ করি, ডরি বা কাকে,

কিন্তু মম নারীশ্বর, ভয় করে যোগেশ্বর,
তাই অঙ্গে মাহেশ্বর গৌরীরে রাখে ॥ ৩ ॥

রতি পতির কথা শ্রবণ করিয়া বলেন, কান্ত যাহা বলিতেছেন ইহা মিথ্যা নয়. কিন্তু যে প্রকার বিপক্ষ পক্ষের দল প্রবল, ইহাতে অমঙ্গল আশঙ্কা অতিশয়। এই বলিয়া কহিতেছেন।

রাজার প্রত্যুক্তি।

রাগিণী মঙ্গল বিভাস. তাল আড়খেমটা।

যা বল প্রাণ তা সকলি প্রমাণ।
কিন্তু যম নিয়মাদি ও পক্ষে বলবান ॥
অহিংসা ব্রহ্মচর্য্য, অধিক রাথে শৌর্য্য বীর্য্য,
ধৈর্য্য তায় করে সাহায্য কার্য্য অনুষ্ঠান।
বস্তু বিচারণ বাণ, সবে করে সুসন্ধান,
এবার একুলের আর, নাহি দেখি ত্রাণ ॥
শান্তি শ্রদ্ধা শুদ্ধামতি, তিতিক্ষা আর উপরতি.
সহ সন্তান সন্ততি ধরিয়াছে বাণ;
মহা দেবী বিষ্ণু ভক্তি, তাদের প্রদান করেন শক্তি.
করস্থ তাহাদের মুক্তি দেখি বিদ্যমান ॥
চতুর্মুখ পঞ্চানন, সদা করেন রক্ষণ,
একুলের কুলক্ষণ, সকল বর্ত্তমান,
নিবৃত্তির সুখ সম্পত্তি. কর্ত্তার এখন প্রিয় পাত্রী.
আমাদের বিষয় প্রবৃত্তির, দেখি হতমান ॥

মদন হাস্য করিয়া বলিলেন।

শ্লোক।

অহিংসা কৈব কোপস্য ব্রহ্মচর্য্যদয়োমম, লোভস্য পুরুতঃ ক্রমী সত্যাস্তেয়াপরিগ্রহাঃ। যতঃসন্তু বিলোকন ভাষণ বিলাস পরিহাস কেলি পরীরম্ভাঃ। স্মরণমপি কামিনী নামলমিহ মনসোবিকারায়॥

রাগ মঙ্গল বিভাস, তাল আড়খেমটা।

মিছে ভয় প্রাণ করোনা মনে।
স্মরের শক্তে নারী শর কে সমর জিনে॥
বিলোকন সম্ভাষণ, হাস্য পরিহাস্য রমণ,
এ সকল অপ্রয়োজন, শত্রু শাসনে;
কামিনী স্মরণ মাত্র, যোগ ভঙ্গে হয় সামর্থ্য,
নির্ব্বিকার বল চিত্ত হবে কেমনে॥ ১॥
মম অগ্রে ব্রহ্মচর্য্য, রাখিতে কি পারে ধৈর্য্য
অহিংসা কি থাকে স্থৈর্য্য ক্রোধের রণে;
দম্ভ দর্প অভিমান, যখন ধরে ধনুর্ব্বাণ,
ত্রিজগৎ হয় কম্পমান টঙ্কার শুনে॥ ২॥
লোভ যখন বৃদ্ধি পায়, বৈরাগ্য কোথা পলায়,
বিষ্ণু ভক্তি শক্তি হারায়, তৃষ্ণার বদনে;
ভ্রষ্টাচার ভ্রষ্টাচার দেখে লুকায় প্রত্যাহার,
যম নিয়মাদি আর, হাহাকার গণে॥ ৩॥

রতি কামদেবের এ কথা শুনে হর্ষ মনে
পতিকে বলিতেছেন।

রাগিণী পরজ বহার, তাল জলদ্ তেতালা।

তবে ওহে পতি, দোঁহে মাতি,
রতি রঙ্গ রসে, মনের মানসে।
ওহে অনঙ্গ, অঙ্গে দেহ অঙ্গ,
তব সঙ্গ গুণে এ আতঙ্ক, যাবে অনায়াসে॥ ১॥
আলম্বন উদ্দীপণ, স্তম্ভন, সম্মোহন,
ডাক অমাত্যগণ করুক হে রণ সকলে এসে॥ ২॥
ওহে ফুলবাণ, ধর ফুলবাণ,
পাপ রিপু হবে কম্পবান, মরিবে ত্রাসে॥ ৩॥

গদ্য।

প্রেয়ার প্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া মদন রতিকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, সুন্দরি! ভয় কি ভাবনার বিষয় কি অহমাদি সত্ত্বে বিবেকের উন্নতির সম্ভাবনা কি! সে পা বিবেক হইতেই বা কি হইতে পারে? বিদ্যা বলের প্র তাহার মূল নির্ভর, অবিদ্যা প্রভাব সদ্ভাবে সে পাপিয় রাক্ষসীর সাধ্যই বা কি? এমত কালে বিবেক স্বীয় কা অচিন্ত্যা মতি সহ রঙ্গভূমিতে আগমন করিতেছেন আ বলিতেছেন।

রাগিণী ঝিঁঝিট, তাল আড়খেমটা।

ওরে ধিক মদন তোর প্রাণে, তুই মজালি ত্রিজগতে,
তুই প্রমত্ত অনর্থেরি মূল,

আত্ম তত্ত্ব বিরোধি মূলে স্থূলে ভুল,
মনকে করিলি ব্যাকুল, নাশিলি দ্বকুল,
ওরে হারালি কুল অজ্ঞানে ॥ ১ ॥
তোর পাপে ত্রিজগৎ তাপিত,
করিলি ব্রহ্মা আদি দেবগণে আত্ম বিস্মৃত,
ভুলে পরম তত্ত্ব, সবে মত্ত,
হল্যো ওরে ধূর্ত্ত তোর গুণে ॥ ২ ॥
আমায় পাপী বলে দুরাচার,
সাধু জনে, জানে মনে মহত্ত্ব আমার ;
কর্য্যে বিবেকে সার, হয় ভবে পার,
পায় পরাৎ পর নিরঞ্জনে ॥ ৩ ॥
পঞ্চাননের হস্তে ঠেকেছো, কটাক্ষে
অতনু তনু হারায়েছো, তবু হল্যো না জ্ঞান
ওরে অজ্ঞান, সদা মত্ত দম্ভাভিমানে ॥ ৪ ॥

পিতৃব্য বিবেকের আগমনে কাম সঙ্কুচিত হইলেন ও রতি লজ্জান্বিতা এবং ভীতা হইয়া পতিকে কহিলেন, হে নাথ! অস্মদাদির একক্ষণে এস্থানে আর অবস্থান অনুচিত, মদন কহিলেন, প্রিয়ে শীঘ্র, তখন তাঁহারা উভয়ে প্রস্থান করিলেন। বিবেক স্বীয় সাধ্বী সতী অচিন্ত্যামতি সহ প্রবেশ পূর্ব্বক দশ দিগ নিরীক্ষণ এবং জগতের অবস্থা সন্দর্শন করিয়া পরিতাপের সহিত কহিতে লাগিলেন।

রাগ তাল ঐ।

জগৎ মজিলো অহং জ্ঞানে, আমি কে তা ভাবে না মনে
সবাই বলে আমি আর আমার, কে আমি,

কে আমার, আমি বা রে কার, ভাবে অসারে সার
কি চমৎকার, ছার মায়া পাশ বন্ধনে ॥ ১ ॥
পুত্র মিত্র বিত্ত কলত্র, অনর্থের মূল এরা
সকল মমতা পাত্র, এ সব অনিত্য,
ভ্রম মাত্র, যেমত রাজ্য প্রাপ্ত স্বপনে। ২ ॥
যখন শমন কেশে ধরিবে, ভাই বন্ধু দারা সুত
কে কোথায় রবে ; এ সব রবে, শব হবে,
করিবে হাহা রব বন্ধুগণে ॥ ৩ ॥

বিবেকের উক্তি শ্লোক।

জাতোঽহং জনকো মমৈষ জননী ক্ষেত্রং কলত্রং কুলং
পুত্রো মিত্র মরাতয়ো বসু বলং বিদ্যা সুহৃদ্বান্ধবাঃ॥
চিত্তাস্পন্দিত কল্পনা মনুপাতন্‌ বিদ্বান্‌ বিদ্যা মযীং নিদ্রা
মেতা বিঘূর্ণিতো বহু বিধান্‌ স্বপ্নানিমান্‌ পশ্যতি ।

হায় হায় অহঙ্কারের বশীভূত হইয়া মানসিক কল্পনা
অনুভব করত অবিদ্যাময়ী নিদ্রাতে অভিভূত থাকিয়া কি
অদ্ভুত স্বপ্ন জগতের লোক সকলে দর্শন না করিতেছেন

অহং জাতঃ,	আমি জন্মিয়াছি।
অয়ং মম জনকঃ,	ইনি আমার জন্মদাতা।
ইয়ং জননী,	ইনি আমার মাতা।
ইদং মম ক্ষেত্রং,	এই আমার ভূমি।
ইদং কলত্রং,	এই আমার পত্নী।

অয়ং পুত্রঃ ইদং মিত্রং, এই পুত্র এই মিত্র হয়েন আমার
এই ধন এই সৈন্য বন্ধু বান্ধবাদি আর ॥
কিন্তু মনে নাহি ভাবে কোথা এ সব রবে।
দেহ ত্যজে প্রাণ যবে প্রয়াণ করিবে।

স্বর তাল ঐ।

কোথা রহিবে এ সব পড়ে্য, যবে প্রাণ যাবে দেহ ছেড়ে। কোথা রবে ধন, এরূপ যৌবন, পুত্র মিত্র কলত্র সুহৃদ, বন্ধুগণ, এসব নিশির স্বপন, ও অবোধ জন, করাল কালে কাল লবে কেড়ে॥ ১॥ হয়ো আশাধীন, আছ চিরদিন, দিন দিন হতেছ ক্ষীণ, ওরে অর্ব্বাচীন, ভজ দীননাথে সুদীন ভাবে যত দিন প্রাণ আছে ধড়ে॥ ২॥

বিবেকের উক্তি।

হে ভ্রান্ত জনগণ, মায়ার আসক্তেতে মত্ত আছ কিন্তু বাল্যকালাবধি কি করিলে চিন্তা কর।

স্বর তাল ঐ।

কি করিলে ভবে এসে,
কেবল কাটালে কাল কালের বশে।
করিলে বাল্য কাল খেলাতে যাপন,
রসাবেশে রসোল্লাসে তুষিলে যৌবন,
ছার ধনের কারণ করো প্রাণ পণ,
ওরে ভ্রমণ করিলে দেশে দেশে॥ ১॥
যখন জীবন হইবে নিধন, কোথা রবে,
এ বিভব, এ অনিত্য ধন, ভুলে পরম রতন,
পরমার্থ ধন তার কাঁচে যতন, মিছে আশে॥ ২।
পুত্র মিত্র যত সব আত্ম, কালের অধীন
এরা সকল কালের অমাত্য, করিবে কালে গমন,
কালের ভবন, করাল কাল রয়েছে ধরো কেশে॥ ৩

পয়ার।

বিবেকে বিনয় করি, কহিছেন মতি।
কেমনে আত্মার হবে প্রবোধ উৎপত্তি॥
অবিদ্যাময়ী নিদ্রাতে চৈতন্য রহিত।
কামাদি রেখেছে তাঁরে করে জড়ীভূত॥

রাগ তাল ঐ।

ওহে কও গতি আমারে। করিবে কেমনে নাশ কামাদিরে। মহামোহের মহাপ্রভুত্ব, মহা দম্ভ ধর তার আত্ম অমাত্য, সবে মদে মত্ত, বিষম পাত্র, বল কার সামর্থ্য জয় করে॥ ১॥ মায়াযুদ্ধ করে যোদ্ধাগণ, মায়া পাশ নিদারুণ করিয়া ধারণ, করিবে কিসে ছেদন, সে দৃঢ় বন্ধন, ভাবি অনুক্ষণ তাই অন্তরে॥ ২॥ মহা প্রবল বিপক্ষ পক্ষ, ত্রিজগত, ও পক্ষে তাছে স্বপক্ষ, শুন মম বাক্য একুল রক্ষ, হও ক্ষান্ত কান্ত সমরে॥ ৩॥ নাম ধরে কামিনী রূপ বাণ, যে নাম স্মরণে জগৎ হয় কম্পবান, সে ফুলবাণের ফুলবাণে, সুরাসুরে অস্থির করে॥ ৪॥

মতির বাক্য শ্রবণ করিয়া বিবেক কহিতেছেন।

রাগিণী খম্বাজ ঝিঁঝিট, তাল খয়রা।

মতি হও যদি সদয়া, কি করিবে ছার মায়া।
তুমি যদি সপত্নী দ্বেষ, ত্যজহ সুহৃদয়া
উপনিষদ দেবীসহ, করি রতি ক্রিয়া।
সেই যোগে জন্মাইবে, বিদ্যা নাম্নী তনয়া।

বিদ্যাবলে অবিদ্যানাশ, পাবে প্রাণ প্রিয়া।
শম দম মহারথী, মতি জ্ঞান তুমি তাহা।
যম নিয়মাদি রথী, সংহতি লইয়া।
কামাদি করিব নাশ, বস্তু বিচারিয়া।
ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্ম অস্ত্র, স্বহস্তে ধরিয়া।
ঘোর মায়াপাশ প্রিয়া, ফেলিব ছেদিয়া।
করিব আত্ম উদ্ধার, প্রাপ্ত হব ব্রহ্মকায়া।
প্রবোধ চন্দ্রোদয় হবে, তম যাবে দূর হৈয়া॥

মতির উক্তি। পয়ার।

এ কথা শুনিয়া মতি কন পতি প্রতি।
অন্য রমণীর সম নহে মম মতি॥
ধর্ম্ম কর্ম্মে উদ্যত পতির প্রতিকূলাচার।
সতী নারী নাহি করে হে নাথ আমার॥

রাগিণী জঙ্গলা, তাল আড়খেমটা।

ইথে নই আমি বিবাদী,
আত্মার বন্ধন মোচন হয় যদি।
সত্য বটে কথা নয় মিছে,
সপত্নী দ্বেষ স্বভাবতঃ স্ত্রী জাতির আছে;
কিন্তু এ সংধর্ম্ম পরম ধর্ম্ম,
ইথে নিন্দা আদি অবিধি॥ ১॥
ওহে কান্ত হয়ো শঙ্কাহীন,
উপনিষৎ দেবী সঙ্গ কর চির দিন;
ইথে নই অতুষ্ট, বলি স্পষ্ট,
বরং হবে হৃষ্ট মম হৃদি॥ ২॥

পয়ার।

মতির শুনিয়া উক্তি বিবেক সন্তুষ্ট।
বলে প্রিয়ে হৈল দূর মম মন কষ্ট॥
বিষয় অনুরাগাদি কঠিন রজ্জুতে।
অদ্বিতীয় আত্মাকে বদ্ধ করেছে মায়াতে।
জনন মরণ রূপ যাতনা দিতেছে।
বার বার যাতায়াত ভবে করাইছে॥
সে ক্লেশ করিব শান্তি বিদ্যার বলেতে।
মহা মোহ আদির শাস্তি দিব বিধি মতে॥
আত্মার বন্ধন ছেদ করিব সুখেতে।
ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হব সংশয় নাই ইথে॥
প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়াদির বশী করণার্থ॥
শম দমাদিকে নিয়োগ করিব সর্ব্বত্র॥

বিবেক মতিকে এই কথা বলিয়া শম দমকে আহ্বান করিলেন। শম দম আহ্বান মাত্র আগমন করিতেছে ও তারা বলিতেছেন।

রাগিণী পরজ, তাল আড়খেমটা।

কুপ্রসঙ্গে রতি রঙ্গে কাল কাটালে, এলে কাল তার কি করিলে॥ হইয়ে উন্মত্ত, বিরক্ত হৃতত্ত্ব, গুরু দত্ত নিত্য তত্ত্ব ভুলে; ভ্রমে ভাব না রে ভ্রান্ত, কৃতান্ত দুরন্ত, করিবে প্রাণান্ত অন্তকালে॥ ১॥ কামাদির অধীন, হয়ে চিরদিন, অর্ব্বাচীন জ্ঞানহীন হইলে; করে বিষয় প্রত্যাশ, রাগ

দ্বেষ হিংসা, হইবে কি দশা পরকালে ॥ ২ ॥
দেখিয়ে যুবতী, হও ব্যগ্র অতি, রতি সুখে মতি
[illegible]; হায় ইন্দ্রিয় স্বার্থ, ভুলে পরমার্থ,
অনিত্যারে নিত্য ভাবিলে ॥ ৩ ॥

শম দমের উক্তি। শম দম আগমন করিয়া বিবেককে প্রণাম পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ! কি কারণ স্মরণ করিয়াছেন?

বিবেক কহিলেন। বিপক্ষ মহা মোহের মহা প্রাদুর্ভাব, অতএব তোমরা যম নিয়মাদি সহ, মিলিত হইয়া ইন্দ্রিয়গণের বশীভূত করণার্থে নিযুক্ত হও।

বিবেকের একথা শুনিয়া শম দম কহিতেছেন।

রাগিণী সাহেনা, তাল একতালা।

শুন হে রাজন, ভয় কি কারণ,
আমরা করিব দমন, বিপক্ষগণে।
তুমি কর মতি স্থির, ওহে মহাবীর,
শত্রু হইবে অস্থির, আমাদের রণে ॥ ১ ॥
তোমার অব্যর্থ যে বাণ, আছে ব্রহ্মজ্ঞান,
কর সুসন্ধান, কে সমর জিনে ॥ ২ ॥

শম দমের প্রতিজ্ঞাতে বিবেক সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়া মতিসহ যুদ্ধের উদ্যোগের নিমিত্ত গমন করিলেন, শম দম বিবেকের অনুমতি অনুসারে ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করণার্থে সর্ব্ব তীর্থে যাত্রা করিলেন।

ইতি প্রথম অঙ্ক সম্পূর্ণ।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

বিবেকের নিয়োজিত মতে শম দম সর্ব্ব তীর্থে ... জনগণ সমাজে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, আঃ! জগতের লোক সকল কি ভ্রান্ত! কার্য্যাকার্য্য, কর্ত্তব্যা কর্ত্তব্য, হিতাহিত বিবেচনা এবং পরিদেবনা শূন্য। প্রিয় বন্ধু ও বান্ধব যাহাদিগের সৌহৃদ্য ও সৌজন্য এবং প্রণয় রজ্জুতে বাল্যকালাবধি বদ্ধ হইয়া নানা সুখ সম্ভোগ করিয়া আসিতেছে, এমত বন্ধু বান্ধব যদ্যপি কৌতুকাভিলাষী হইয়া ব্যঙ্গোক্তি করে, তাহা অঙ্গে অগ্নিবৎ অসহ্য বোধ করিয়া প্রত্যুক্তি প্রদানপূর্ব্বক তাহাদিগকে খর্ব্ব করিবার চেষ্টিত হয়। ভ্রাতার সদৃশ বন্ধু সংসারে নাই “যথা ন ভ্রাতৃ সমো বন্ধু” এমত ভ্রাতা যদ্যপি এক দ্রব্যাভিলাষী হইয়া তাহা প্রাপ্তির কারণ প্রযত্ন করে, অমনি তাহাকে শত্রু জ্ঞান করিয়া তৎপ্রতি বিরুদ্ধাচরণ করিতে থাকে। কোন ব্যক্তির ধন সম্পত্তির প্রতি কেহ আক্রমণ করিলে সে যদ্যপি ন্যায় উপায়ে তাহা পাইবার উদ্যোগী হয় তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিপক্ষ বিবেচনা করিয়া তাহার পরাভবের চেষ্টা নানা মতে পায়; এমত কেহই নাই যে শত্রু গর্ব্ব খর্ব্ব কারণ সর্ব্বস্ব পণ না করে; কিন্তু কি পরিতাপের বিষয় যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য সদৃশ প্রবল রিপু মনুষ্যের আর নাই, যাহারা পরমার্থ তত্ত্ব ভুলাইয়া জীব সকলকে উন্মত্তের ন্যায় করিয়া রাখিয়াছে ও অনর্থ... অর্জ্জিত করাইয়াছে; ও যাহারা বিষয় অনুরাগাদি স্বরূপ বিষম কূপে আত্মাকে মগ্ন করাইয়া জনম মরণাদি যন্ত্রণা

দিতেছে ও তাহাদিগের দমন ও উপরমণ কারণ সর্ব্ব শাস্ত্রেই উপদেশ আছে এবং যুক্তিতে ও তাহা যুক্ত হইতেছে. তাহাদিগের শাসনেচ্ছা দূরে থাকুক প্রতি নিয়ত তাহাদিগের জন্য ব্যাকুল হইতেছে, এবং কিরূপে বৃদ্ধি হইবেক তাহারই যত্ন পর্য্যবেক্ষণ পাইতেছে। কন্দর্পের বশীভূত হইয়া জীব সকলে কি কি অসৎ কর্ম্ম না করিতেছে, অধম রক্ত মাংস ও ক্লেদাদিতে নির্ম্মিত ও পূর্ণিত যে কামিনী দেহ তাহাকে কমনীয় জ্ঞানে কামান্ধ হইয়া বস্তু বিচার শক্তি অভাবে কামিনীকে চন্দ্রবদনা ইন্দীবর নয়না, গুরু নিতম্ব ভার ভরে অলসা, উচ্চকুচ কমল যুগলে শোভিতা সুচারু চিকুরে ভূষিতা দর্শন করিয়া এ রমণী কি মনোহারিণী এই রূপ ভ্রান্তিতে মুগ্ধ হইতেছে. কামিনী কর্ত্তৃক প্রতারিত মানস হইয়া ধৈর্য্যাদি ত্যাগ করিয়া কদর্য্য কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মাইতেছে: কামিনীরা পুরুষের সদয় হৃদয়ে সহসা প্রবেশ করিয়া কি কি আচরণ না করিতেছে। যথা:

শ্লোক।

সম্মোহয়ন্তি মদয়ন্তি বিড়ম্বয়ন্তি রময়ন্তি নির্ভৎসয়ন্তি বিষাদয়ন্তি। এতঃ প্রবিশ্য হৃদয়ং সহসা নরাণাং কিন্নাম বাম নয়না নসমাচরন্তি।

অর্থাৎ।

কখন সম্মোহন কখন বা মত্ততা, কখন বা বিড়ম্বনা কখন বা ভৎসনা করে কখন বা রমণ করায় কখন বা বিষাদ জন্মাইতেছে, তথাপি পুরুষ বিরত না হইয়া সদা পদনত আছে। কামাসক্ত চিত্ত প্রযুক্ত অনিত্য সুখাকাঙ্ক্ষায় যাবজ্জীবন ক্ষেপণ করিতেছে, দারা পুত্র পালন ও অর্থ

উপার্জ্জনে চিরকাল ব্যতিব্যস্ত রহিয়াছে। ক্রোধাধীন হইয়া মিত্রকে শত্রু জ্ঞান করত বধকরণেও উদ্যত হইতেছে, হিংসা ঈর্ষা দ্বেষাক্রোশে সর্ব্বদাই ক্লেশ পাইতেছে, এবং অন্যের অনিষ্ট চেষ্টায় ফিরিতেছে, লোভাক্রান্ত হইয়া বিষয়-তৃষ্ণায় প্রত্যহ নূতন নূতন লাভের ধ্যানে ব্যাকুল হইতেছে, রাজ্য ঐশ্বর্য্য প্রচুর প্রাপ্তেও পরিতৃপ্ত নহে, দারা পুত্রাদির মোহপাশে ও মদ মাৎসর্য্য বশে প্রমত্ত হইয়া আত্মাকে বিমোহিত করিতেছে, ক্ষণমাত্র আত্মোদ্ধারে মন নাই, তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন দৃঢ় ভববন্ধন মুক্ত হইবার উপায় বিহীন না কর্ম্মে, না ধনে, না দানে, না সন্তানে, এমত মুক্তি প্রদানে সক্ষম হয়, কেবল আত্মতত্ত্ব জ্ঞান সাক্ষাৎ মুক্তির সাধন, তাহা লাভ করিবার কারণ ক্ষণকাল যত্ন করে না, বিষম বিষয় বাসনা হ্রদে নিমগ্ন হইয়া নিরন্তর যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, তথাপি চৈতন্য হয় না এই বলিয়া কহিতেছেন।

রাগিণী হাম্বির, তাল চিমাতেতালা।

বিষম বাসনা হ্রদে মগ্ন আছ সদা মনঃ।
দুরাশয় বিষয় কুম্ভীর করিতেছ আক্রমণ॥
ইন্দ্রিয় জলৌকাগণ, করিছে ক্ষত বিক্ষত,
কুকর্ম্ম কর্দ্দম লেপিত, হইতেছ পুনঃ পুনঃ॥ ১॥
শৈবালক সমতুল, আধি ব্যাধি সমাকুল;
কেমনে পাইবে কুল, না কর তার চিন্তন॥ ২॥
শুন পঞ্চানন বাক্য, বিবেকাদি কর পক্ষ,
তবেতো পাইবে মোক্ষ হইবে রে উদ্ধারণ॥

ওরে মূর্খ লোক, মৃত্যু নিকট হইতেছে, ধন, জন, যৌবন, প্রাণ প্রয়াণ-কালে সঙ্গে যাইবেক না, অনিত্য বিষয় ভাবনাতে কেন দিনপাত করিতেছ? ইন্দ্রিয়াদি দমন ও রিপু শাসন পূর্ব্বক ভব বন্ধন হইতে মোচন হইবার যত্ন কর। এই বলিয়া কহিতেছেন।

রাগিণী পরজ কালাংড়া, তাল ঐ।

কেন মর মিছে ভেবে ভেবে।
এক দিন সবাকার শবাকার হবে॥
রবে রবে দিন কত, ক্রমে তাও হবে গত,
হইয়ে আত্ম বিস্মৃত, কত আর ভ্রমিবে॥ ১॥
কোথা রবে এ বিভব, ঐশ্বর্য্য সম্পদ সব,
যখন হইবে শব, সবে ত্যজ্য কর্য্যে যাবে॥ ২॥
পঞ্চানন বাক্য শুন মিছে মায়ায় মজ কেন,
ভজ নিত্য নিরঞ্জন, এ যন্ত্রণা এড়াইবে॥ ৩॥

রাগিণী খম্বাজ ঝিঁঝিট, তাল ঐ।

শব হবে রবেও রবে না।
কায় প্রাণে নসম্বন্ধ কায় ভাব আপনা।
এই যে সুন্দর কায়, বল রহিবে কোথায়,
কেন কর হায় হায়, কাকস্য পরিবেদনা॥ ১॥
যার সঙ্গে বড় ভাব, তায় হইবে অভাব,
ওরে অবোধ বারেক ভাব, অসার সব কল্পনা॥ ২॥
পঞ্চানন উক্তি শুন, ত্যজ, ভ্রান্ত অহং জ্ঞান,
ভজ সত্য সনাতন, ঘুচিবে ভব যন্ত্রণা॥ ৩॥

পয়ার।

একরূপ প্রবোধে লোকের জন্মিল চৈতন্য।
সাধু বাদ দেয় সবে করে ধন্য ধন্য॥
পুণ্যক্ষেত্র তীর্থ স্থানে সাধুর প্রাদুর্ভাব।
ব্রহ্ম চিন্তা করি সবে করে জ্ঞান লাভ॥
পাপাচারে নিবৃত্ত লোক করে সৎকর্ম্ম
তপ জপ যাগযজ্ঞ নানা বিধ ধর্ম্ম॥
বিষ্ণু ভক্তি পরায়ণ হৈল সর্ব্বজন।
শুনিয়া মহা মোহের বিষাদিত মনঃ॥
ডাক দিয়া বলিলেন কে আছিস কোথায়।
অসৎ সঙ্গ দৌবারিক আইল ত্বরায়॥
অসৎ সঙ্গেরে দেখে কহে মহামোহ।
দম্ভ অভিমানে শীঘ্র ডাকিয়া আনহ
যে আজ্ঞা বলিয়া দূত করিল গমন।
উভয়েরে ডাক দিয়া আনে তৎক্ষণ॥

দম্ভাভিমান হস্ত পদ সঞ্চারণ পূর্ব্বক দম্ভাভিমান সহিত আগমন করিতেছে আর বলিতেছে।

রাগিণী খট, তাল জৎ।

কেনা করে আমাদের সম্মান, আমরা দম্ভঅভিমান
এই ত্রিজগৎ রাজ্য, সকলের আমরা পূজ্য,
আমাদের শৌর্য্য বীর্য্য, না জানে কোন মতিমান।
এক দিন সুকৌতুকে, গিয়াছিলাম ব্রহ্মলোকে,
আমি দম্ভ আমায় দেখে, ব্রহ্মা করে গাত্রোত্থান

ব্রহ্মা নিজ উরুপরে, গোময়ে ধৌত করো,
বসাইল সমাদরে, ব্রহ্মায় করি তুচ্ছজ্ঞান ॥ ৩ ॥

দম্ভাভিমান মহামোহকে প্রণাম পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতামহ! কি কারণ আমাদিগকে স্মরণ করিয়াছেন? মহামোহ বলিলেন হে কুলপ্রদীপ দম্ভাভিমান! সমূহ প্রমাদ উপস্থিত, কুলাঙ্গার বিবেক রাজবিদ্রোহী হইয়া পিতা মনকে রাজ্যভ্রষ্ট ও নষ্ট করিবার এবং আমারদিগকে কষ্ট দিবার নিমিত্ত অশেষ চেষ্টা পাইতেছে অতএব সে দুষ্টের দমনাবশ্যক, তোমরা শীঘ্র শত্রু শাসনে নিযুক্ত হও। এই বলিয়া কহিতেছেন।

রাগিণী খম্বাজ ঝিঞ্ঝুট, তাল আড়খেমটা।

যারে দম্ভ যা শত্রু শাসনে, বিবেকের মতিচ্ছন্ন সেজেছে রণে। বিবেকের অমাত্যগণ, তীর্থে তীর্থে করে ভ্রমণ, ভুলাইলে সাধুজন শান্তি বচনে ॥ ১ ॥ লয়ে অনুচর বর্গে, কামাদি গিয়াছে অগ্রে, রহ তাদের সমসর্গে তোমরা দুজনে ॥ ২ ॥ যত আছে তীর্থ স্থান, বারাণসী সবার প্রধান, যথায় জ্ঞান করেন দান দেব পঞ্চাননে ॥ ৩ ॥

মহামোহের এ কথা শ্রবণে দম্ভাভিমান হাস্য করিয়া বলিতেছেন।

রাগিণী পরজ বহার, তাল ঢিমা তেতাল।

কাহতো কি হতো পারে কে আছে এমন, ভয় কি হে রাজন্। দম্ভ অভিমান, থাকিতে বর্ত্তমান,

ছার বিবেকাদি অনুষ্ঠান, করে কোন জন ॥ ১ ॥ স্মরের অনুচর, সবে ধনুর্ধর, দেখ একেশ্বর পিকবর কুহু স্বরে মোহে মনঃ। ২। দেখ দেখ ভৃঙ্গ, একটা পতঙ্গ, তার কিবা রঙ্গ গুণ গুণ স্বরে অস্থির করে ত্রিভুবন। ৩। দেখ সুধাকর কি মুগ্ধকর, হয় রসার্দ্র জগতের অন্তর করে যখন কর প্রকাশন। ৪। মন্দ মন্দ পবন, মন্দ নহে রাজন, করে অধীর সুধীরের মনঃ বহে যখন তীর সমীরণ। ৫। কামিনী পয়োধর, দেখ কি ভয়ঙ্কর, যার দৃষ্টিমাত্র দেয় রাজকর কর জোড়ে সুরগণ। ৬। দেখ বন ফুল, করে মন আকুল, কালো অলিকুল তায় অনুকূল ব্যাকুল হন পঞ্চানন। ৭।

মহামোহ দম্ভাভিমানের বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় তুষ্ট হইয়া কহিতেছেন।

খম্বাজ ঝিঁঝুট, তাল আড়খেমটা।

চির জীবী হওরে অভিমান, স্ববলে বিপক্ষ দলের বিনাশ কর প্রাণ। কন্দর্পের হউক দর্প বৃদ্ধি, শত্রু হবে হতবুদ্ধি, সুখে থাকুক রতি সাধ্বী লয়ে ফুলবাণ। ১। স্বচ্ছন্দে রহুক কুচেষ্টা, হিংসা ক্রোধ লোভ তৃষ্ণা, মোহের মহতি যত্ন হউক ফল বান। ২। মদ হউক মহাপূজ্য, মাৎসর্য্যের বাড়ুক ঐশ্বর্য্য, আমি সুখে করি রাজ্য কার্য্য অনুষ্ঠান। ৩।

অভিমান বলিতেছেন। পিতামহ, আশীর্ব্বাদ করুন! মহারাজের আশীর্ব্বাদে অস্মদাদি ত্রিলোক জয় করণে ক্ষম বান।

মহামোহের প্রত্যুক্তি। হে ভ্রাতঃ দম্ভাভিমান তোমরা যাহা কহিতেছ তাহা প্রমাণ বটে; তথাপি সাবধান হওয়া উচিত; বিষবৃক্ষ যদ্যপি অঙ্কুর কালে উদ্ঘাটন না করা যায় তবে ক্রমে তাহার শাখা পল্লব বিস্তার হইয়া ফলবান হইলে সমূহ উপদ্রবের সম্ভাবনা; বিবেকের দুই সেনাপতি শম দম মহারথী এবং তিতিক্ষা, উপরতি, শ্রদ্ধা শান্তি প্রভৃতি রাক্ষসী স্বরূপা আমাদিগের কুল ক্ষয়ের প্রতি তাহাদিগের সতত চেষ্টা এই জন্য তোমারদিগকে সতর্ক করিতেছি—তোমরা অগ্রে ইহাদিগের বিনাশে যত্নশীল হও, ইহারা নাশ পাইলেই বিবেক হইতে ভয়ের বিষয় নাই।

দম্ভাভিমান কহিলেন, মহারাজ! পৌর্ণমাসীর শশি দর্শনে যেমন বানরের তাহা গ্রহণ ইচ্ছা হয়, এবং তাহারা ধরিবার নিমিত্ত হস্ত উত্তোলন ও লম্ফ ঝম্প করে, তদ্রূপ বিবেকাদির চেষ্টা কি কখন সফল হইবার সম্ভাবনা আছে—কখনই নাই। এই বলিয়া কহিতেছেন—

রাগিণী খাম্বাজ ঝিজ্‌ট, তাল আড়খেমটা।

ফুলবাণের থাকতে ফুলবাণ, কি সাধ্য বিবেকাদি
এ রাজ্যে পায় স্থান। মহারাজের সেনাপতি,
সুখে থাকুন রতিপতি, যার বাণে পশুপতি
হল্যেন কম্পবান। ১। শম দম কি করিবে, কটাক্ষে
পলায়ে যাবে, পতি সহ রতি যবে, হবেন
বর্ত্তমান। ২। শ্রদ্ধা শান্তির কিম্বা শক্তি, কি
করিবে বিষ্ণুভক্তি, তারা হারা হবে যুক্তি হিংসা
সন্নিধান। ৩।

মহামোহ ইহা শ্রবণে সহাস্য বদনে কহিলেন, দ
অভিমান, তোমরা যেমত বলবান তদ্রূপ বুদ্ধিমান য
তোমাদিগের দ্বারা যে শত্রু দমন এবং রাজ্য শাসন হইবে
তাহার সন্দেহ নাই, সম্প্রতি বিলম্ব অপ্রয়োজন, শী
বারাণসী গমনপূর্ব্বক দল বল সহিত বিপক্ষ বিবেকা
বিনাশ করহ।

দম্ভাভিমান যে আজ্ঞা বলিয়া বিদায় হইলেন।

তদনন্তর চার্ব্বাক শিষ্যের সহিত উপস্থিত হইয়া মহামে
হকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন।

সুবট মোল্লার, তাল আড়খেমটা।

চিন্তার নাই লেশ, কলি একাকার করেছেন দেশ
গুরুশিষ্য বৃত্তি হরে, শিষ্যগুরু নিন্দাকরে,
স্বেচ্ছাধীন দ্বিজবরে, এক ক্ষুরে মুড়ান কেশ॥ ১॥
ত্যজে পতি উপপতি, করিতেছে কুলবতী,

প্রায় কেহ নাই সতী, বেশ্যা সম করে বেশ ॥ ২ ॥
যতি ব্রহ্মচারী যোগী, সবাই রতি অনুরাগী,
সন্ন্যাসী বিষয় ভোগী, করে সদা হিংসাদেশ ॥ ৩ ॥

মহারাজের জয় হউক, মহারাজের জয়, হউক আমি চার্ব্বাক প্রণাম করি। মহামোহ কহিলেন, চার্ব্বাক! ভালতো আছহ, কোথা হইতে আসা হইল? সংবাদ কি?

চার্ব্বাক উত্তর করিলেন। প্রভুর অনুগ্রহে সমস্ত মঙ্গল, সম্প্রতি উৎকলদেশ হইতে আসিতেছি, মহারাজকে কলি অষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়াছেন, সে প্রদেশে কলি মহারাজের অভিপ্রায়ানুসারে সকল বিষয় সিদ্ধ করিয়া সুখী হইয়াছেন, সাধু লোকের নাম নাই, সে স্থানের লোক সকলে বেদত্রয় ত্যাগ করিয়াছে, স্বপ্নেও বিদ্যা ও প্রবোধ উদয়ের আশঙ্কা করিবেননা, কেবল বিপক্ষ পক্ষের বিষ্ণুভক্তি নামে মহা প্রভাবা এক যোগিনী আছে; যদ্যপি কলির প্রভাবে তাহার সর্ব্বত্র প্রচার নাই, তথাপি তাহার অনুগৃহীত লোক সকলকে আমরা অবলোকন করিতেও অশক্ত হই। এই বলিয়া কহিতেছেন।

খম্বাজ ঝিঁঝিট, তাল আড়খেমটা।

কি বলবো ওহে রাজন্, আছে সেই রাক্ষসী ভয়ের কারণ
বিষ্ণুভক্তির যেরূপ শক্তি, কি তার করিব উক্তি
আমাদের নাহিক শক্তি যুক্তি করো করি তারে নিবারণ
তার আশ্রয় যে জন লয়, কামাদি সে করে ক্ষয়
যদি হয় তার উদয়, তবেই তো জয় হবে না রণ। ২

পয়ার।

বিষ্ণুভক্তির নাম শুনে মহামোহ ভাবে।
কেমনে এ রাক্ষসী হস্তে পরিত্রাণ হবে॥
চিন্তায় চিন্তিত হয়্যে প্রবেশে মন্দিরে।
মন্ত্রিকে ডাকিয়া রাজা সুমন্ত্রণা করে॥
অধর্ম্ম কহিছে রাজা কেন কর ভয়।
কার সাধ্য কামাদিরে করে পরাজয়॥
তথাপি উচিত হয় হইতে সাবধান।
সাবধানে বিনাশ নাই শাস্ত্রেতে প্রমাণ॥
এই এক যুক্তি রাজা মম মনে লয়।
দিগম্বর সিদ্ধান্তকে ডাক মহাশয়॥
তাহারে নিয়োগ কর সর্ব্ব তীর্থ স্থানে।
বৌদ্ধ মত প্রকাশিবে আনন্দ বিধানে॥
ভিক্ষুক কাপালিক আদি যাউক পশ্চাতে।
তামসী রাজসী শ্রদ্ধা লইয়া সঙ্গেতে॥
সুখদ সুলভ মত ইহাদের শুনে।
কৃষ্ণ বিষ্ণু নাম কেহ না লবে বদনে॥

তা হইলেই বিষ্ণু ভক্তি বিনাশ পাইবে।
তামসী রাজসী শ্রদ্ধা অদ্ধ্যাপে নাশিবে॥

রাগিণী খম্বাজ ঝিঞ্জুট, তাল আড়খেমটা।

এত ভয় কি, ওহে রাজন্, করিব উপায়েতে কার্য্য
সাধন ডাকে দিগম্বর সিদ্ধান্তে, সহ সৈন্য সামন্তে,
পারিবে সমর জিন্তে, বৃথা চিন্তা কি কারণ॥ ১॥
দিগম্বর সিদ্ধান্তের মত্, তীক্ষ্ণ খড়্গ অস্ত্রবৎ।
তদাঘাতে বিষ্ণুভক্তি, শ্রদ্ধা আদি হবে ছেদন॥ ২॥

মহামোহ মন্ত্রির যুক্তি শুনিয়া তুষ্ট হইয়া অসৎ সঙ্গ দৌবারিক দ্বারা দিগম্বর সিদ্ধান্ত প্রভৃতিকে আহ্বান করিলেন। তাহারা রাজ আজ্ঞা প্রাপ্ত মাত্র আসিতেছে এবং দিগম্বর সিদ্ধান্ত পথি মধ্যে কতিপয় মহাত্ম মনুষ্যকে দর্শন করিয়া বলিতেছে! ওরে অবোধ মনুষ্য সকল ঐহিক দুঃখ জনক অশ্বমেধাদি যাগ যজ্ঞে কেন কষ্ট লইতেছ? দশ দণ্ড মধ্যে অভিলষিত দ্রব্য ভোজন এবং মুনিপত্নী গমন ইত্যাদি ঐহিক সুখজনক কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হও কিন্তু প্রাণি মাত্রের হিংসা করিবে না, অহিংসা পরম ধর্ম্ম জানিবা।

এই বলিয়া আপন প্রিয়তমা তামসী শ্রদ্ধাকে আহ্বান করিলেন।

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী, তাল আড়খেমটা।

এস প্রেয়সি তামসি শ্রদ্ধে রূপসি। মনঃ চকোর প্রাণ জুড়াও প্রাণ প্রকাশিয়া মুখশশী॥
তব দরশন বিনা, কিছু শোভে না শোভনা, ঘুচাও

তো মনের বেদনা, বিতরণে সুধা রাশি। সুধা
পানে প্রাণ জুড়াবে, রসে মনঃ সুখে ভাসিবে,
মোক্ষ পদ তুচ্ছ হবে, তব পদে ও ষোড়শি॥

তামসী শ্রদ্ধা দিগম্বর সিদ্ধান্তের আহ্বানে
সভে আসিতেছেন আর বলিতেছেন।

রাগিণী পরজ, তালখেমটা।

শ্রদ্ধা বলো শ্রদ্ধা করো কে ডাকিলে আমারে।
মনের সুখে ছিলাম আমি পাষণ্ড হৃদি মন্দিরে॥
পাষণ্ড ব্যলীকগণে, আমার মহত্ত্ব জানে,
মনো যোগায় প্রাণ পণে, রাত্র দিন সেবা করে॥ ১॥
নানা রসে আমায় তোষে, সদা রঙ্গরসে ভাসে,
অলসে বিলাসে কাল, অনায়াসে সম্বরে॥ ২॥

এই কালে বুদ্ধাগম নামা এক পুস্তক হস্তে ভিক্ষুক তথায় উপস্থিত হইয়া বৌদ্ধমত প্রকাশ করিতে লাগিলেন, ওরে আমি দিব্য চক্ষুতে লোকদিগের সুগতি ও দুর্গতি দেখিতেছি, সকল ভাব পদার্থ ক্ষণিক হয় এবং আত্মা ও স্থায়ী নহেন, সেই হেতু ভিক্ষুকেরা পরদারা গমন করিলে তোমরা ঈর্ষা করিবে না যেহেতু সকল ভাব পদার্থের ক্ষণে ক্ষণে উৎপত্তি ও বিনাশ হইতেছে অতএব যেই ক্ষণে যেই স্ত্রীতে যে পুরুষ গমন করে সেই স্ত্রী সেইক্ষণে পুরুষের স্বজাতীয় হয়।

এই বলিয়া কহিতেছেন।

রাগিণী পরজ, তাল খেমটা।

ওরে পরদারা বলো তোরা কেন করিস পাপের ভয়
প্রেম প্রসঙ্গে নানা রঙ্গে, কর রঙ্গ রসের উদয়॥
ইচ্ছামত দ্রব্য ভোজন, অপূর্ব্ব শয্যাতে শয়ন,
যুবতী রমণী রমণ কেবল জানবে সুখের বিষয়॥

তদনন্তর কাপালিক সোমসিদ্ধান্ত সুধাপানে চল চল হইয়া ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন।

রাগিণী ঝিঁঝিট, তাল আড়খেমটা।

এত নয় সামান্যা মেয়ে, যার রুধির পড়িছে
তুকশ বয়ে॥ ভীষণা শোণিতে মগনা, লোল
রসনা শ্যামা বিকট বদনা, বামা বিবসনা শবাসনা
ঐ দেখ নাচিছে সমর পেয়ে॥ ১॥ অসি মুণ্ড ধরা
বরা ভয় করা, ভালে শশী মুক্তকেশী, কি ভয়ঙ্করা
বামা হুহুঙ্কারে দৈত্য মারে, সুধা পানে পড়ছে
ঢলিয়ে॥ ২॥ দেখ দেখ এ আর কেমন, পড়ো
পদে, আঁখি মুদে, দেব পঞ্চানন. বামায় রেখে
হৃদে, মনের সাধে, ওরে রয়েছে মন মজাইয়ে॥৩

দিগম্বর সিদ্ধান্ত কাপালিককে দেখিয়া নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, ওরে কাপালিক! তোর সুখ ও মোক্ষ কি প্রকার বল দেখি। সোম সিদ্ধান্ত উত্তর করিলেন ওহে দিগম্বর! আমাদিগের মত শ্রবণ কর। ভৈরব দেব আমাদিগের অভীষ্ট হয়েন, আমরা নর তৈলাক্ত অন্ত্র মজ্জা ধাতুতে

সিক্ত যে মহামাংস তাহার দ্বারা অগ্নিতে হোম এবং নর কপালস্থ সুরার দ্বারা পারণা করি।

ভিক্ষুক কর দ্বয়ের দ্বারা কর্ণ দ্বয় আচ্ছাদিত করিয়া বুদ্ধ হে বুদ্ধ এই নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক কহিলেন যে কি আশ্চর্য্য ইহাদিগের ধর্ম্মাচরণ অতি ভয়ঙ্কর।

দিগম্বর সিদ্ধান্ত কহিলেন কোন পাপিষ্ট কর্ত্তৃক এই জঘন্য ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে।

সোম সিদ্ধান্ত এই কথা শ্রবণ করিয়া বিবেচনা করিলেন যে ইহাদিগের দুই জনের অন্তঃকরণ অশ্রদ্ধাতে আক্রান্ত করিয়াছে, আমি শ্রদ্ধাকে আহ্বান করি। তদনন্তর কাপালিকীর রূপধারিণী রাজসী শ্রদ্ধা নিকটে আসিয়া নিবেদন করিলেন, প্রভু এই আমি, আজ্ঞা করুন। সোম সিদ্ধান্ত কহিলেন, হে প্রিয়ে দুরহঙ্কৃত ভিক্ষুক ও দুর্দ্দর্পেতে দর্পিত দিগম্বর সিদ্ধান্তকে আপনার বশীভূত কর। রাজসী শ্রদ্ধা যে আজ্ঞা প্রভু বলিয়া মনোহর গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন উঁহারা রোমাঞ্চিত হইয়া রহিলেন।

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী, তাল আড়খেমটা।

পোড়া কপালী এ কাপালিনী কোথা হত্যে এলো।
পীনোন্নত পয়োধরা এ মনোহরা কোথা ছিল॥
কিবা ধনীর কোমল অঙ্গ, পরশে উদয় অনঙ্গ।
বারেক করো উঁহার সঙ্গ, কি রঙ্গ হায় ঘটিল॥ ১॥
কিবা ধনীর মুখ শশী, তাহে মৃদু মৃদু হাসি,
অ মরি কি মিষ্ট ভাষী, সুধা রাশি বরিষিল॥ ২॥

ধনী জানে কত গুণ, ধরে মদন অগুণ,
সন্ধানে তাহে নিপুণ, কটাক্ষে মন হরিল ॥৩॥

ভিক্ষুক এবং দিগম্বর সিদ্ধান্ত কহিলেন হে আচার্য্য সোম সিদ্ধান্ত আমরা তোমার দাস হইলাম, আমারদিগকে মহাভৈরবের মন্ত্র গ্রহণ করাও। সোম সিদ্ধান্ত কহিলেন তোমরা দুইজনে এই আসনেতে উপবিষ্ট হও। দিগম্বর সিদ্ধান্ত এবং ভিক্ষুক উভয়ে উপবিষ্ট হইলেন। সোম সিদ্ধান্ত সুরা পূর্ণ পান পাত্র উভয়কে সমর্পণ করিয়া বলিলেন যে এই সংসার স্বরূপ ব্যাধির ঔষধ এবং ভাব রূপ রস সৃজন ও পশু পাশ উচ্ছেদের কারণ ইহা মহাভৈরব কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে, অতএব এই অমৃত তোমরা পান কর। এ কথা শুনিয়া তাহারা বিমর্ষ হইয়া প্রথমতঃ দিগম্বর সিদ্ধান্ত কহিলেন যে আমারদিগের মতে সুরাপান অবিহিত হয়। পশ্চাৎ ভিক্ষুক বলিল সোম সিদ্ধান্তের উচ্ছিষ্ট সুধা কি রূপে পান করিব।

সোম সিদ্ধান্ত হাস্য করিয়া কাপালিনীকে বলিলেন প্রিয়ে এই দুই জনের পশুত্ব দূর হয় নাই, আমার বদন সংসর্গ দোষ প্রযুক্ত এই অমৃতকে অপবিত্র জ্ঞান করিতেছে, অতএব তুমি আপনার বদনের দ্বারা পবিত্র করিয়া ইহারদিগকে পান করাও যেহেতু তীর্থবাসিরা কহে যে স্ত্রীমুখ সর্ব্বদা শুচি হয়।

কাপালিনী যে আজ্ঞা বলিয়া আপনার পানাবশিষ্ট সুরা উভয়কে পান করাইলেন উভয়ে সেই সুরা মহা প্রসাদ জ্ঞান পূর্ব্বক পান করিতে করিতে কহিলেন।

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী, তাল আড় খেমটা।

এ মদিরা মধুরা এমন সুরা কভু পান করি নাই।
চাঁদ বদনি কাপালিনী তোর বালাই লয়ে মরে যাই।
সুধামুখীর বদন সুধা, সৌরভে সুস্বাদ সুধা,
পানে গেল মনের ক্ষুধা, মোক্ষ সাধন নাহি চাই। ১।
ধনি তোর বদনোচ্ছিষ্ট, অমৃত হইতে মিষ্ট,
আমরা অতি পাপিষ্ট, ছিলাম এ রসে বঞ্চিত তাই। ২

এই রূপ মদিরা পানে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে করিতে সকলে মহারাজ মহামোহের সভাতে উপস্থিত হইয়া মহারাজের জয় হউক জয় হউক বলিয়া জিজ্ঞাসা করিল কি নিমিত্ত আমারদিগকে স্মরণ করিয়াছেন ?

মহামোহ কহিলেন যে দুরাত্মা বিবেক মনোরাজ্যাধিকার করিবার কারণ নানা ষড়যন্ত্র করিতেছে; রাক্ষসী স্বরূপ বিষ্ণুভক্তি, শ্রদ্ধা, শান্তি, প্রভৃতি তাহার সহায় হইয়াছে, অতএব তোমরা ঐ সকল রণ্ডাকে কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক মৎ সন্নিধানে আনয়ন কর। এ আজ্ঞা প্রাপ্তে তাহারা যে আজ্ঞা বলিয়া প্রস্থান করিল।

পয়ার।

এ রূপে সকলে নিয়োগ করে মহামোহ।
পরামর্শ করে রাজা মন্ত্রিগণ সহ॥
অধর্ম্ম প্রধান মন্ত্রী কহিছে রাজারে।
সসৈন্য স্বয়ং বিবেক সেজেছে সমরে॥
হইবে তুমুল যুদ্ধ নাহিক সংশয়।
গৃহে বসে অস্মদাদির থাকা উচিত নয়॥

সেনাপতি রতিপতি যদিচ বিজয়ী।
তথাচ সতর্ক হওয়া উচিত হে কহি॥
আত্ম চক্ষে স্বর্ণ বর্ণে সাধারণে কয়।
অতএব মহারাজের স্বয়ং যাত্রা শ্রেয়॥
শুনি সভাসদ্‌গণে করে সাধু বাদ।
মহামোহের জন্মাইল পরম আহ্লাদ॥
সাজ সাজ বল্যে রাজা জয় ডঙ্কা দিল।
ত্রিজগত মধ্যে মহা কোলাহল হৈল॥
স্বসৈন্য স্বপরিবারে বেষ্টিত হইয়া।
উত্তরিল মহামোহ কাশীতে আসিয়া॥
পুণ্যক্ষেত্র বারানসী কাশীনাথের ধাম
যথা জীব হয় শিব লয়্যে রাম নাম॥
বিদ্যা প্রবোধের জন্মভূমি সেই হয়।
কামাদির প্রাদুর্ভাব রহিত তথায়॥
ব্রহ্মচারী বানপ্রস্থ তপস্বী সন্ন্যাসী।
ব্রহ্ম বিদ্যা চর্চ্চা করেন সবে দিবা নিশি॥
বিবেকের দল বল তথায় প্রবল।
ক্রোধে হৈল মহামোহ জ্বলন্ত অনল॥
শুভ দিনে শুভ ক্ষণে বিবেক তখন।
স্বসৈন্য সংগ্রাম স্থলে দিলেন দরশন॥
দুই দলে মিশা মিশি হৈল রণস্থলে।
সমুদ্র কল্লোল যেন প্রলয়ের কালে॥

ইতি দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

তৃতীয় অঙ্ক।

মহামোহ এবং বিবেকের প্রথম দিবসের যুদ্ধ

শমের হস্তে মদন নিগ্রহ।

রাগিণী খম্বাজ, তাল আড়া তেতালা।

মহা রণ বাজিল ছুদলে। ভূমণ্ডলে॥
মহামোহ মহা নাদ করে, মহাবলে॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ, মদ মাৎসর্য্য সহ,
দম্ভ দর্পে মহামোহ, মার মার বলে।
অভিমানে হয়্যে মত্ত, এড়িল পাশ মমত্ব,
আচ্ছাদিল স্বর্গ মর্ত্ত্য, ঘোর মায়া জালে॥
বাজে বাদ্য বিষাদ, কোটি কোটি বাদ বিবাদ,
ত্রৈলোক্য গণে প্রমাদ, শব্দ কল্লোলে॥
ভ্রমরা গুণ গুণ করে, বীণা রবে ঝঙ্কারে,
আনন্দে পঞ্চম স্বরে, গায় কোকিলে॥
মলয়া মারুত গায়, মধুর মৃদঙ্গ বাজায়,
ত্রিজগত মোহ যায়, বাদ্য কোলাহলে॥
হইয়া রণোন্মত্ত, সঙ্গে লয়্যে আত্ম অমাত্য,
রতিপতি করে নৃত্য, দুবাহু তুলে॥
পঞ্চবাণ লয়্যে হাতে, মনোরথ মনোরথে,
আরোহিয়া আনন্দেতে, যাত্রা করি চলে॥

অনঙ্গের সহকারী, ঋতুরাজ ছত্র ধারী,
বিক্রমে যেন কেশরী, শোভে নানা ফুলে ॥
মাধবী মধু মালতি, মল্লিকা আর জাতি যূতি,
গন্ধরাজ গোলাব সেউতি, গোলঞ্চ বকুলে ॥
নাগেশ্বর, কামশর, শোভে অতি মনোহর,
নৃত্য করে মধুকর, সৌগন্ধে ভুলে ॥
তরু সব নব পল্লবে, পতাকা সদৃশ শোভে,
পত পত পত রবে, উড়ে হেলে দুলে ॥
শর জাল করে স্মর, হৈল সবে জর জর,
কম্পান্বিত কলেবর, জয় ডঙ্কা রোলে ॥
বিবেকের দল বল, হৈল অতি ক্ষীণ বল,
নিদারুণ কামানল, বেড়িল সকলে ॥
ধৈর্য্যের কাটে সহ্য গুণ, ব্রহ্মচর্য্যার স্থৈর্য্য তুণ,
অহিংসায় হিংসা আগুণ, বেড়িল কৌশলে ॥
বাণে বিদ্ধ কলেবর, রণে হইল কাতর,
কাঁপিতেছে থর থর, ভাসে চক্ষু জলে ॥
বিবেক মহাবল, আশ্বাসিয়া নিজ দল,
প্রকাশিয়া শাস্ত্র বল, শত্রু দল দলে ॥
ন্যায় সাংখ্য পাতঞ্জল, মীমাংসা বেদান্ত বল,
বৈশেষিক অস্ত্রবল, হয়ে আসি মিলে ॥
বিবেক সন্ধানে নিপুণ, ধরিয়া বহুগুণ।
নিভাইল হিংসা আগুণ শান্তি সলিলে ॥
ছাড়ে নাদ হুহুঙ্কার, বাজে বাদ্য ওঁকার,
বিবেকের পরিবার, নাচে ব্রহ্ম তালে ॥
শব্দ হয় ওঁ ব্রহ্ম, ভেদ হয় শত্রু মর্ম্ম,

কর্ম্ম বন্ধন চর্ম্ম বর্ম্ম, পড়ে সবার খুলে ॥
বিবেকের সেনাপতি, শম দম মহারথী,
আসিয়া শীঘ্রগতি প্রবেশে রণ স্থলে ॥
করিয়া ধনুষ্টঙ্কার, হানে বাণ বস্তু বিচার,
শত্রু করে ছার খার, বিক্রম বিশালে ॥
তাহা দেখি ফুলবাণ, হানিল তার ফুলবাণ,
শমের প্রমতি সন্ধান সে বাণ কাটি ফেলে ॥
দেখিয়া সে বাণ ব্যর্থ, রাগে কাম উন্মত্ত,
নারীবাণ অব্যর্থ, যোড়ে ধনু হুলে ॥
কি কব সে বাণের শোভা, শশি সম তার আভা,
দেখে সভে তার প্রভা, দহে কামানলে ॥
এমতি কটাক্ষ লক্ষ, বিবেক সৈন্য লক্ষ লক্ষ,
তুচ্ছ করি পদ মোক্ষ, পড়ে পদতলে ॥
শম বীর রণে ধীর, দেখে বাণ অস্থির,
শান্তি সাধক তীক্ষ্ণ তীর, ছাড়ে অবহেলে ॥
বাণে বাণে যুদ্ধ হয়, উপস্থিত মহালয়,
নারীবাণ পরাজয়, পায় শেষ কালে ॥
মদন রাগে হুতাশন, হানে বাণ সম্মোহন,
শম করে নিবারণ, জ্ঞান শক্তি শেলে ॥
ধায় শেল মহা কোপে, দেখে মদন ভয়ে কাঁপে,
শেল আসি পড়ে চেপে, তার বক্ষ স্থলে ॥

মহামোহ এবং রতির বিলাপ।

পয়ার।

জ্ঞান শক্তি শেলাঘাতে মদন মরিল।
মহামোহ সৈন্য মধ্যে হাহাকার হৈল॥
ছিন্ন মূল বৃক্ষ যেমত লোটায় ধরণী।
হা পুত্র বলিয়া রাজা পড়িল তেমনি॥
অজ্ঞান হইয়া রাজা রহে দণ্ড চারি।
ভৃত্যবর্গ মুখে দেয় সুশীতল বারি॥
জ্ঞান পেয়ে পুনঃ রাজা করে হায় হায়।
হা পুত্র রহিলে কোথা ত্যজিয়ে আমায়॥
মুহু মুহু মূর্চ্ছা পন্ন হয় মহামোহ।
শান্তনা করিতে তারে নাহি পারে কেহ॥
মদনের যত গুণ করিয়া স্মরণ।
উচ্চৈস্বরে মহামহো করয়ে রোদন॥
অপর্ণা প্রধান মন্ত্রী রাজারে বুঝায়।
যুদ্ধকালে শোক করা শোভা নাহি পায়॥
বিপক্ষে হাসিবে মাত্র কোন ফল নাই।
শত্রু নিবারণ চেষ্টা করাইলে চাই॥
অতএব শোক ত্যজ ওহে মহাশয়
আপনার বীর্য্য বলে শত্রু কর ক্ষয়॥
মন্ত্রির বচনে রাজা প্রবোধ পাইল।
রণ ত্যজি সে দিবস শিবিরে আইল॥

বিবেকের সৈন্য মধ্যে বাজে জয়ডঙ্কা।
শ্রবণে বিপক্ষ দল মনে গণে শঙ্কা॥
রতি শুনি পতির মৃত্যু পড়ে মূর্চ্ছা হয়ে
সান্ত্বনা করয়ে তারে সকলে মিলিয়ে॥
চৈতন্য পাইয়া পুনঃ করে হায় হায়
শিরে করাঘাত হানে পাগলিনীর প্রায়॥

রতির বিলাপ।

রাগিণী জঙ্গলা, তাল আড় খেমটা।

কোথা রইলে প্রাণ পতি।
ত্যজে রতি ওহে রতিপতি॥
হর কোপে হইলে নিধন,
কত করো্যে বাঁচাইলাম ওহে প্রাণ ধন;
বলে দাসীর জীবন, শমন ভবন এখন গমন,
করিলে অগ্রগতি॥ ১॥
এ মনের খেদ কব কার কাছে,
আমারে আমার বলে এমন কে আছে,
দেখি জগত শূন্য পতি বিনে,
ওহে সতীর অনন্যগতি॥ ২॥

পয়ার।

এই রূপে রতি সতী করয়ে বিলাপ।
শোকাচ্ছন্ন হয়ে কত দেখিছে প্রলাপ॥
কেশ বেশ ছিন্ন করো্যে, জ্ঞান শূন্যা হৈল
হাহাকার করি সব সখীরা উঠিল॥

রাগিণী পরজ বহার, তাল ঢিমা তেতালা।

কি হলো কি হলো বুঝি রতি মলো। সখি পতি শোকে
নাহি বাহ্য জ্ঞান, কণ্ঠাগত প্রাণ, প্রায় অবসান,
দৃনয়ান মুদিল মনোদুখে ॥

সখী সকলে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সুশীতল সলিল রতির মুখ কমলে প্রদান পূর্ব্বক নানা কৌশলে রতির মূর্চ্ছা ভঙ্গ করাইয়া প্রবোধ বাক্যে সান্তনা করিতে যত্ন করিল। রতি চৈতন্য পাইয়া সখীদিগের শান্তনাতে যন্ত্রণা বোধ করিয়া বলিতে লাগিলেন।

রাগিণী পরজ, তাল ঢিমা তেতালা।

সহে না সহে না প্রাণে সহে না এ যন্ত্রণা।
যে জন প্রাণের প্রাণ, তার হত প্রাণ,
ধিক ধিক ২ প্রাণ কি বিধান মলোনা মলোনা।
পলক বিচ্ছেদে, মরিতাম খেদে,
এখন এ বিষাদে, কার প্রবোধে আছরে বলনা।
ওরে আমার প্রাণ, তুমি পাষাণ সমান,
দহে পঞ্চ বাণের মৃত্যুবাণ, পঞ্চত্ব পেলেনা।

রাগিণী মঙ্গল বিভাস, তাল আড়খেমটা।

আমার মনোবন হতেছে দাহন বিচ্ছেদ আগুণে।
প্রাণ পক্ষি পুড়ে মরে সময়ের গুণে॥
দাবানল সুপ্রবল, জুড়াইবার নাহি স্থল
হত হলো বুদ্ধি বল, কপাল বিগুণে;
পলাইতে নাহি পারে, সদা জ্বলে জ্বলে মরে
এ দুঃখ কহিব কারে রহিল মনে॥

এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে রতি, পতি শোকে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। মহামোহ একে মদন শোকে মুগ্ধ ছিলেন পুনশ্চ রতির মৃত্যু সংবাদে বিষাদার্ণবে মগ্ন হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। প্রধান মন্ত্রী অধর্ম্ম মহামোহকে বিবিধ প্রকারে সান্ত্বনা করিয়া বলিতে লাগিলেন, মহারাজ! বিপদ সময়ে পুরুষের ধৈর্য্যাবলম্বন করাই যুক্তিসিদ্ধ, শোক করণে কোন ফল নাই, যাহার শোক করা যায় তাহাকে পুনঃ প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই, অতএব শোক ত্যাগ করুন, মহারাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র কন্দর্প বীর দর্প করিয়া রণ শয্যায় শয়ন করিয়াছেন তাহাতে হতাশা ও অধৈর্য্য হওয়া আপনকার সদৃশ শৌর্য্য বীর্য্যবন্ত পরাক্রান্ত পুরুষের সংযুক্ত নহে। মহারাজের দ্বিতীয় পুত্র ক্রোধ যাহার অগ্রে ত্রিজগতে বলবন্ত বীর অন্য নাই, যিনি কটাক্ষে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতে পারেন তাঁহাকে সেনাপতিত্বে বরণ করুন, যেমন মত্ত মাতঙ্গ পদ্মিনী দল দলন করে তদ্রূপ নিজ প্রবল

প্রতাপে বিপক্ষ দল দলন করিয়া মহারাজের অভিলষিত কর্ম্ম সফল করিবেন, ভয় কি ভাবনার বিষয় কি ?

পয়ার।

মন্ত্রি বাক্যে মহামোহ শোক দূর করে।
বারদিয়া বসে রাজা সিংহাসনোপরে॥
ডাক দিয়া বলিলেন কে আছিস কোথায়।
অসৎসঙ্গ দৌবারিক আইল ত্বরায়॥
অসৎসঙ্গেরে দেখে কহে মহামোহ।
ক্রোধ হিংসা উভয়েরে ডাকিয়া আনহ॥
যে আজ্ঞা বলিয়া দূত করিল গমন।
ক্রোধ হিংসায় ডেকে আনে সেইক্ষণ॥
প্রণাম করিয়া দোঁহে দণ্ডায় সম্মুখে।
আশীর্ব্বাদ করি রাজা কহেন মনোদুঃখে॥
প্রবল বিপক্ষ দল ক্রমেতে হইল।
প্রথম দিবস যুদ্ধে মদনে নাশিল॥
বিবেকের সেনাপতি শম দম বীর।
মহারথী দুই জন সমরে গম্ভীর॥
কেমনে নিস্তার পাব দুস্তার সমরে।
ভাবিয়া অস্থির তাই ডাকিলাম তোমারে॥
এ কথা শুনিয়া ক্রোধ হাস্য করি কন।
অকারণ মিছে ভয় করহ রাজন।

এই বলিয়া ক্রোধ কহিতেছেন ;

শ্লোক

অন্ধী করোমি ভুবনং বধিরী করোমি ধীরং সচেতনম-চেতনাং যোমি। কৃতং ন পশ্যতি নরো নহিতং শৃণোতি ধীমান্ ধীতমপি প্রতি সন্দধাতি॥

অস্যার্থ।

মহারাজ! আমি ভুবন ত্রয়কে অন্ধ করি, ধীরকে বধির করি, এবং সচেতন ব্যক্তিকে অচেতন করি, যাহাতে বুদ্ধিমান লোক কৃতকার্য্য দর্শন ও হিত বাক্য শ্রবণ এবং পঠিত শাস্ত্রের স্মরণ করেন না।

রাগিণী জঙ্গলা, তাল আড়খেমটা।

চিন্তা কি ওহে নৃপবর।
ক্রোধ সত্ত্বে ত্রিজগতে কারে তোমার ডর॥
যখন নিজ মূর্ত্তি ধরি, সুধীরে বধির করি,
জগত অন্ধ করিতে পারি, স্কন্ধে করো ভর। ১।
হয়ে মম বশীভূত, ত্রিজগত হয় জ্ঞান হত,
আমার বিক্রম যত, জানে সুর নর॥ ২।
দেখ শিব ক্রোধ ভরে, ব্রহ্মার মস্তক ছেদ করে,
ইন্দ্রবধে বৃত্রাসুরে ওহে গুণাকর। ৩॥

মহারাজ অস্মদাদিকে জয় করিয়া বিবেক শান্তি রসে উদয় করিবেন ইহা কি কদাপি সম্ভব হয়, জ্যেষ্ঠ দাদা মহাশয় নিয়ত কামিনী সংসর্গে হীনবীর্য্য হইয়াছিলেন এবং অনেকের মনস্তাপ জন্মাইয়াছিলেন তাহাদিগে

অভিশাপেই এমত ঘটিয়াছে নতুবা শমের কি সামর্থ্য যে তাঁহাকে জয় করিতে পারে? মহারাজ আমার পরাক্রম সাক্ষাতেই দেখিবেন এই বলিয়া কহিতেছেন—

রাগিণী খম্বাজ বহার, তাল ঢিমা তেতালা।

একি ভ্রান্তি হবে শান্তি রসের উদয়।
থাকিতে ক্রোধ হিংসা দ্বয়॥
ক্রোধ করিলে মন, কম্পে ত্রিভুবন,
দেখ কোথায় থাকে ভজন সাধন,
কেবল হিংসায় মতি হয়॥ ১॥
হিংসার এমনি গুণ, জ্বালায় মনাগুণ,
ধরিলে ধনুর্গুণ, হয়ে নিপুণ,
শান্তি আদি কোথা রয়॥ ২॥

এই বলিয়া ক্রোধ ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া বলিতেছেন; মহারাজ! বিদ্যাবন্ত কীর্ত্তিমন্ত এবং সদাচারের সহিত নির্ম্মল ও পৌরুষান্বিত যে কুল তাহা আমি ক্ষণ মাত্রেই নির্ম্মূল করিতে পারি; এবং প্রিয়তমা হিংসা দেবীর যে পর্য্যন্ত ক্ষমতা তাহাও মহারাজকে অবিদিত নাই. সন্তানটি দ্বেষ, তাহারো অপূর্ব্ব শক্তি, এক দ্বেষ কর্ত্তৃক বিবেকের সপরিবারে দেশত্যাগী হইবার সম্ভাবনা, মহারাজ ভাবনা কি? এই কালে হিংসা অগ্রসর হইয়, মহামোহকে প্রণাম করিয়া বলিতেছেন—

রাগিণী দেশ মোল্লার, তাল খেমটা।

হিংসা মতে কার মনেতে হয় বল জ্ঞানোদয়।
অহিংসা পরম ধর্ম্ম লোকে মাত্র মুখে কয়॥
জীব নিজ তৃপ্তির তরে, পরস্পর হিংসা করে,
হিংসা শূন্য এসংসারে কেবা আছে মহাশয়। ১
হিংসা বশে দ্বেষাক্রোশে, সদা থাকে অসন্তোষে,
শান্তির উদয় হবে কিসে মনানলে দগ্ধ হয়। ২।

ক্রোধ হিংসার এই বাক্য শুনিয়া রাজন।
আশীর্ব্বাদ করি দোঁহে কহিলেন তখন॥
তোমাদের হস্তে হবে কার্য্যের সাধন।
সন্দেহ নাহিক তার ওরে বাছাধন॥
কামের বিয়োগে আমি আছি ক্ষিপ্ত প্রায়।
তার প্রতীকার কর চিন্তহ উপায়॥
দ্বেষ কে অনেক দিন আমি দেখি নাই।
বল দেখি ওহে বাপু দ্বেষ কি দেশে নাই॥
ক্রোধ বলে মহারাজ করি নিবেদন।
অন্তঃপুর মধ্যে দ্বেষ থাকে সর্ব্বক্ষণ॥
অনুমতি হয় যদি আহ্বান করি।
কুলোজ্জ্বল পুত্র সে সাধ্য শক্তি তারি॥

কথা।

মহামোহ কহিলেন হাঁ তাহারে শীঘ্র আহ্বান কর, যদ্যপি সুযোগ্য হইয়া থাকে তবে উপস্থিত যুদ্ধে সৌর্য্য বীর্য্য

প্রকাশ পূর্ব্বক কৃত কার্য্য হউক। ক্রোধ মহামোহের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া নিজ সন্তান দ্বেষকে আহ্বান করিতেছেন, ওরে ওরে দ্বেষ! দ্বেষ বলে, কেরে বেটা এত রাত্রে আমায় ডাকাডাকি করিতেছিস?

রাগিণী মালকোষ মহার, তাল আড়খেমটা।

এত রাত্তিরে তুই কেরে আমায় ডাকছিস বেটা।
আমি শুয়ো ছিলাম মনের সুখে দুপুর রেতে একি লেঠা।
বধুর সঙ্গে, প্রেম প্রসঙ্গে, ছিলাম আমি নানা রঙ্গে,
সে সুখে করিলি ভঙ্গ, তোর মুখে মারিব ঝাঁটা॥

এখন দ্বেষ রঙ্গভূমিতে প্রবেশ পূর্ব্বক আপন পিতা ক্রোধকে দৃষ্টি করিয়া বলে কেও বাবা! তুমি আমাকে ডাকিতেছিলে? নতুবা এমত অরসিক আর কে আছে; বাবা নামেও যেমন কর্ম্মেও তেমন, সদাকাল রেগেই আছ সংসারের মর্জা কিছুই জানিতে পারিলে না। ইহা শ্রবণ করিয়া ক্রোধ ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া দন্ত কট মট্ধ্বনি পূর্ব্বক পুত্রকে চপেটাঘাত করিয়া বলিতেছেন ওরে নির্বোধ কাহাকে কিরূপ সম্বোধন করিতে হয় তাহা তোমার বোধ নাই, এবং অস্মদাদির উপস্থিত ঘোর বিপদ সময়ে তোমার আমোদ প্রমোদের কথা! আর কি বালক আছ, উপযুক্ত হইয়াছ, ঐ দেখ তব পিতামহ মহারাজ মহামোহ বিষণ্ণ বদনে আ

ছেন, কোন তত্ত্ব রাখনা। দ্বেষ বলিতেছে কেমনং কি বিপদ উপস্থিত? ক্রোধ উত্তর করিলেন ওহে, কর্ত্তা পিতা ঠাকুরের প্রমুখাৎ সবিশেষ শ্রবণ কর। দ্বেষ পিতামহকে প্রণাম পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল ঠাকুরদাদা! বিষয়টা কি? মহামোহ দ্বেষকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিতেছেন—

রাগিণী ললীত বিভাস, তাল আড়খেমটা।

বাছা বিপদ ঘটেছে অতিশয়।
ওরে কুলাঙ্গার, বিবেক নচ্ছার,
বুঝি করিল এবার, কুল ক্ষয়॥
পিতারে করেছে বশ, সংসারে পেয়েছে যশঃ,
এখন নিজ পৌরুষ, প্রকাশ করয়;
পিতার ঐশ্বর্য্য রাজ্য, হতে চাহে তাহে পূজ্য
আমার কি তাহা সহ্য বল কভু হয়॥ ১॥
সসৈন্য সপরিবারে, সেজে এসেছে সমরে,
শুনে পাঠাইলাম স্মরে সহ সেনা চয়,
বিবেকের সেনাপতি; শম দম মহারথী,
কামেরে করে বিরথী করিয়াছে জয়॥ ২।
শুনে আছি বিষাদিত, কর তার সমুচিত,
তবেত পাইব প্রীত? হবে সুখোদয়;
কিন্তু হবে সাবধান, বিপক্ষের বল প্রধান,
বিষ্ণু ভক্তি কয়॥ ৩॥

তার আছে ভয়ের কারণ, যোগেশ্বর পঞ্চানন,
বিপক্ষে করেন রক্ষণ দিয়ে জ্ঞানাশ্রয় ;
কাশীনামে পুণ্য তীর্থ, হরের শাসিত ক্ষেত্র,
তথায় বেধেছে অনর্থ ভয়ের বিষয় ॥ ২

দ্বেষ একথা শ্রবণানন্তর হাস্য করিয়া মহারাজকে কহিতেছেন, পিতামহ! লোকে বলে যে মনুষ্য বুড়া হইলে বোকা হয়, আপনিও ঐ দলে মিলিয়াছেন নাকি? কেহ কি কখন কোথাও শুনিয়াছে যে ত্রিভুবন বিজয়ী মহারাজ কখন কাহারও নিকট পরাভব হইয়াছেন, কোন শত্রু আপনাকে মিথ্যা কথা কহিয়াছে, ঠাকুরদাদা! জ্যেষ্ঠতাত, পিতা ও পিতৃব্য মহাত্মারা ও দম্ভ দর্প অভিমান প্রভৃতি দাদা মহাশয়দিগের প্রসঙ্গ প্রয়োজন নাই, এ অধীন হইতে কি না হইতে পারে? এই বলিয়া দ্বেষ কহিতেছেন

রাগিণী পরজ, তাল খেমটা।

হায় হায় থাকিতে এজন, ওহে রাজন—
রণে কে তোমায় জিনিবে।
দ্বেষের দ্বেষে নানা ক্লেশে,
বিবেক দেশ ছেড়ে পলাবে ॥
শুন ওহে মতিমান, আমার আছে অগ্নিবাণ,
অব্যর্থ তার সন্ধান, বিপক্ষ কি ত্রাণ পাবে ॥ ১

দুষ্ক্রিয়া মম গৃহিণী, তার সেনা অক্ষৌহিণী,
কটাক্ষেতে সেই ধনী, বিপক্ষ বিজয়ী হবে ॥ ২।
তব কার্য্য সাধনে, আছি আমরা প্রাণ পণে,
ভয় কর না পঞ্চাননে, মদনবাণে ধ্যান ভাঙ্গিবে ॥ ৩

অতএব ঠাকুরদাদা! ভয়ের বিষয় নাই, তোমার না... বহু প্রেমা দুষ্ক্রিয়া যদ্যপি সদয়া হয়, তবে কিনা করি... পারি, দাদা! তোমার নাতিবহুকে কি একবার ডাকি... মহামোহ কহিলেন ভাই! সস্ত্রীক ধর্ম্মমাচরেৎ সকল কর্ম্ম সস্ত্রীক হইয়া করিবেক, বিশেষ তোমার এমত গুণবতী নারী যে তদ্দ্বারা উপস্থিত যুদ্ধে অনেক সাহায্য পাও... যাইবেক, শীঘ্র আহ্বান কর। দেখ এ আজ্ঞা প্রাপ্ত ... উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছেন. প্রিয়ে দুষ্ক্রিয়ে! দুষ্ক্রিয়া ... শ্রবণ করো কি বলো আসিতেছেন শ্রবণ কর।

রাগিণী পরজ কালাংড়া, তাল আড়াঠেকা।

আমায় কে ডাক্‌লে এ রেতে।
একে হারায়েছি প্রাণ নাথে ॥
সুখে লয়ে প্রাণ ধন, ছিলাম করিয়ে শয়ন,
দিয়ে প্রেম আলিঙ্গন, কে এমন সময়,
সে রসময় ডেকে লয়ে গেল আচম্বিতে ॥ ১
সে যে হলো বহুক্ষণ, হয়েছে অদর্শন,

আমার ছট্‌ ফট্‌ করিছে মন ; মনে ভয় হতেছে
তারে পাছে, হরে লয়ে গেল নিশিতে । ২ ।
ওহে রমণী রমণ, রসিক সুজন,
কে আছে তার মতন, হয়ে তার অদর্শন,
ঝুরিছে নয়ন, মরিতেছি মনো দুঃখেতে ।' ৩ ॥

দ্বেষ ভাষা করিয়া বলেন প্রিয়ে এই যে আমি, আমিই
তোমাকে ডাকিতেছি । তুক্রিয়া নাথের বাক্য শ্রবণে আনন্দ
মনে নিকটে আসিয়া তাজ লজ্জা হইয়া পতির গলদেশ
ধারণ করিয়া মুখ চুম্বন পূর্ব্বক বলিতেছেন

রাগিণী পরজ কালাংড়া, তাল খেমটা ।

আর হবে দেখা, ওহে সখা, আমার ছিল না মনে ;
জ্ঞান শূন্য হয়ে ছিলাম ক্ষণ মাত্র অদর্শনে ॥
অধিনীরে একলা ফেলে, কি জন্য রাজ সভায় এলে,
আমারে কেন ডাকিলে, রাজ কাজের হেন স্থানে ॥ ১
চল নাথ সুইগে চল, সুখের সময় বয়ে গেল,
নিশি অন্ত প্রায় হলো, শুখ তারা এ গগণে ॥ ২ ॥

দ্বেষ বলিতেছেন প্রিয়ে ! এক্ষণে রঙ্গ রসের সময় নহে,
অস্মদাদির অতিশয় বিপদ উপস্থিতে । তুক্রিয়া বলেন
সে কি সবিশেষ বল । দ্বেষ বলিতেছেন—

রাগিণী ঝিঁঝিট বিভাষ, তাল আড়খেমটা।

কি বলিব প্রেয়সি, হাসি পায়।
বিবেক মনোবাঞ্ছা লভে চায়॥
সসৈন্য সাবধানে, সেজে আসিয়াছে রণে,
যুদ্ধ করিবে প্রাণ পণে, করেছে নিশ্চয়,
শম দম উপরতি, তিতিক্ষা আর শুদ্ধা মতি,
শান্তি শ্রদ্ধা বিষ্ণুভক্তি, করিয়ে সহায়॥ ১।
বস্তু বিচারণ বাণ, করিতেছে অনুসন্ধান,
হত হলেন ফুলবাণ, তাহার জ্বালায়;
কর্ত্তা এ সংবাদ শুনে, আছেন বিষাদিত মনে,
আজ্ঞা করিলেন এক্ষণে যাইতে তথায়॥ ২।
শীঘ্র প্রিয়ে সুসজ্জা কর, চল যাই সত্তর,
দুষ্ক্রিয়া নাম তুমি ধর, কে পারে তোমায়;
তোমারে দেখিবা মাত্র, শত্রু হবে অসমর্থ,
তোমার সন্ধান ব্যর্থ, কভু নাহি যায়॥ ৩॥

পতির বাক্য শ্রবণানন্তর দুষ্ক্রিয়া বলিতেছেন।

রাগিণী মালকোস বাহার, তাল খেমটা।

ওহে ভয় কি নাথ এ উৎপাত, আমার কট ক্ষেতে যাবে
ব্রহ্মাণ্ডে কে আছে বল মম অগ্রে প্রবল হবে॥
শম দম উপরতি, কি করিবে শুদ্ধামতি,
শ্রদ্ধা শান্তি বিষ্ণু ভক্তি, শক্তি হারাইবে॥ ১।

এখন কে আছে সংসারে, আমারে না সেবা করে,
বিবেক ছার কি করিতে পারে, আমার নাম শুনে পলাবে ॥ ২
চল সখা কৌতূহলে, দুজনে যাই রণস্থলে,
শ্রীশিব বিপক্ষ দলে স্বীয় বলে দেখিতে পাবে ॥ ৩ ॥

তখন দ্বেষ পিতামহ মহামোহকে বলিতেছে, ঠাকুরদাদা এই তোমার নাতিবহু, দাদা এত যে বুড়া হইয়াছেন তথাপি উহার প্রতি নেত্রপাত করিলে হরি ভক্তি উড়ে যায় কি না সত্য বলুন। এই কালে দুষ্ক্রিয়া আসিয়া মহামোহকে প্রণাম করিয়া বলিতেছে, ঠাকুরদাদা, আশীর্ব্বাদ করুন মহামোহ বলিলেন বৎসে আর আশীর্ব্বাদ কি করিব তাহাদের কোলশোভা হইয়া চিরকাল থাকহ। হে নব যৌবনি চন্দ্রিকে! আমি যে এত বৃদ্ধ হইয়াছি তথাপি তব রূপ লাবণ্যাদি দৃষ্টে আমার নব ভাবোদয় হইতেছে, এই বলিয়া মহামোহ কহিতেছেন—

রাগিণী কালাংড়া, তাল আড়খেমটা।

প্রেমতরু মঞ্জরিল ফুটিল নব ফুল।
দেখে শোভা মনোলোভা আকুল অলিকুল
তাহাতে সুখের কাল, সুখদ বসন্ত কাল,
পাইয়ে সময় কাল, হলো অনুকূল। ১॥
মধুলুব্ধ মধুকর, করে মধু মধু স্বর,
দেখে স্মর হানে শর হয়ে প্রতিকূল ॥ ২ ॥

মধুর আশে হয়ে মত্ত, মধুকর করে নৃত্য,
ভুম্ভু করে স্বর্গ মর্ত্য যন্ত্রণে ব্যাকুল ॥ ৩ ॥
দেখে গোলাপ গোলজার, অলির আনন্দ অপার,
সদা মনে সাধ তার ফুটাইতে হুল ॥ ৪ ॥

মহামোহের বাক্যোক্তিতে ছুক্রিয়া ঈষদ্ হাস্য করিয়া বলিলেন ঠাকুরদাদা ! বুড় বয়সে এত রস, না জানি যৌবন কালে কি ছিলে ! মহামোহ উত্তর করিলেন, শোভনে তবসম রসিকা ও ভাবিকা নব যৌবনী রমণী দৃষ্টে, পুরুষের যে রসোদ্দীপন না হইবেক এমত কে আছে ? যে যাহা হউক এক্ষণে তোমারা স্ত্রী পুরুষে মিলিত হইয়া বিপক্ষ দল দলন করিয়া আমার তৃপ্তি জন্মাও। এই বলিয়া উভয়কে বিদায় করিলেন। পাত্র মিত্র সকলকে একত্র করিয়া সপ্ত তীর্থের বারি আনয়নপূর্ব্বক ক্রোধকে সেনাপতিত্বে অভিষেক করিলেন, তখন মহামোহ সৈন্য মধ্যে মহা কোলাহল হইল ও নানা বাদ্য বাজিতে লাগিল।

ইতি তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্তঃ।

চতুর্থ অঙ্ক।

ক্রোধ সেনাপতি হৈল বিপক্ষের দলে।
চর যাইয়া সবিশেষ বিবেকেরে বলে॥
শুনিয়া চিন্তিত হৈল বিবেক মহামতি।
পতিরে ভাবিত দেখে কহিতেছেন মতি॥
উদ্বেগের বিষয় কিবা ওহে মহাশয়।
কাম হত হইয়াছে আর কারে ভয়॥
মম প্রিয় সখী ক্ষমা, বিখ্যাত তার গুণ।
নিজ বলে নিভাইবে ঘোর ক্রোধাগুন॥
তাহারে নিয়োগ কর ক্রোধ সহ রণে।
অনায়াসে হবে জয়ী সংশয় নাহি মনে॥

এই বলিয়া ক্ষমার গুণ বর্ণন করিছেতেন।

শ্লোক।

...পান্ধকার বিকট ভ্রুকুটীতরঙ্গভীমস্থা সান্ধ্য কিরণারুণ ...ব দৃষ্টৈঃ। নিষ্কম্প নির্ম্মল পয়োধি গভীর তুল্যা ধীরাঃ বস্থ্য পরিবার শিরঃ ক্ষমন্তে॥

অন্বয়ার্থঃ।

ক্ষমাকে অবলম্বন করিয়া তরঙ্গ রহিত গভীর সমুদ্র ...শ সুধীর পণ্ডিতেরা শত্রুদিগের কটু বাক্য সকল সহি... ...ছেন যে সকল শত্রুগণ ক্রোধ স্বরূপ অন্ধকারেতে ভয়ানক ...দয়ের কৌটিল্য তাহাতে ভয়ঙ্কর এবং যে সকল শত্রু... ...র নয়ন সন্ধ্যাকালীন সূর্য্য কিরণ সদৃশ বিকটাকার দৃষ্ট... ...ছে—

রাগিণী মালকোস, তাল আড়খেমটা।

ক্ষমার মহিমা, অসীমা, শুনহে রাজন।
ক্ষমা নিজ গুণে ক্রোধাগুণে করিবে হে নিবারণ॥
যেমত দুর্গা দুর্গাসুরে, বধে ছিলেন সমরে,
তদ্রূপ ক্রোধ দুরাত্মারে ক্ষমা করিবে নির্যাতন॥ ১।
ক্ষমার আছে ক্ষমাবাণ, অব্যর্থ তার সন্ধান,
চিন্তা ত্যজ মতিমান, মতি করে নিবেদন॥ ২॥

মতির বাক্য শ্রবণ করিয়া বিবেক ক্ষমাকে আহ্বান করিলেন ক্ষমা নিকটে উপস্থিতা হইয়া মহারাজ বিবেককে অষ্টাঙ্গে প্রণাম পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ! কি কারণ দাসীকে স্মরণ করিয়াছেন?

বিবেক কহিলেন, ক্ষমা, ক্রোধ অদ্য মহামোহের সেনাপতি হইয়া সমরে আসিতেছে অতএব সেই দুরাত্মা ক্রোধের পরাজয় কারণ তোমাকে নিযুক্ত করিলাম।

ক্ষমা রাজ প্রসাদ গ্রহণ পূর্ব্বক বলিলেন, মহারাজের অনুগ্রহেতে পাপ ক্রোধকে জয় করিতে বাক্য প্রয়োগ ভিন্ন পরিশ্রম, শিরঃপিড়া, মনস্তাপ, শারীরিক ক্লেশ এবং কোন প্রাণির হিংসা ধন ব্যয়াদিও আবশ্যক হইবেক না, যেমন দেবী কৌষিকী একাকিনী শুম্ভনিশুম্ভাদি দৈত্য কুল নির্ম্মূল করিয়াছিলেন তদ্রূপ আমি অনায়াসে সেই ক্রোধকে বিনাশ করিব, ভাবনার বিষয় কি?

রাগিণী দেশ মোল্লার, তাল আড়খেমটা।

ক্রোধকে জয় করিতে রাজন্। ক্ষমা রাখে শক্তি সর্ব্বক্ষণ॥
মহারাজের আশীর্ব্বাদে, জয়ী হব অপ্রমাদে,
কেন আছেন বিষাদে ইহারি কারণ॥

ক্ষমা বিবেককে প্রণাম করিয়া যুদ্ধস্থলে যাত্রা করিলেন। ক্রোধ এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া ক্রোধান্ধ হইয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

ক্রোধের সহিত ক্ষমার যুদ্ধ এবং ক্ষমা কর্ত্তৃক ক্রোধের নাশ।

রাগিণী খাম্বাজ, তাল আড়াতেতালা।

আজ রণে ক্রোধ ক্রোধেতে মাতিল;
নাহি ব্যাজ, সাজ সাজ, আজ্ঞা করিল॥
কে দেখে তার ভ্রূকুটি, তার দন্ত কটমটি,
অরুণ বরণ আঁখি দুটি, রাগেতে হইল॥
কোপে দেয় বুক চাড়া, ঘন হস্ত পদ নাড়া,
ঝক্কড়া কাড়া নাগড়া, বাজিতে লাগিল॥
ক্রোধে করে ঝম্পঝক্ষ, শব্দে হয় মেদিনী কম্প,
কটু বাক্য জাঁকঝম্প, দন্তে বাজিল।
হাঁক ডাক জয় ঢাক, বাজে কত শঙ্খ লাখ,
দেখিয়া জমক জাঁক, জগত কাঁপিল॥
রাস্তিক বেল্লিক যত, পদাতিক অপরিমিত,

রাগে হয়ে প্রজ্বলিত, রঙ্গেতে ধাইল ॥
শেল শূল মুষল ধারী, সেনাগণ সারি সারি,
মার মার শব্দ করি, সঙ্গেতে চলিল ;
তুঃশীল সারথিবর, মনোরথ মনোহর,
সাজাইয়া সুসুন্দর, সম্মুখে আনিল ॥
হিংসা আদি লয়ে সাথে, ক্রোধে ক্রোধ উঠে রথে,
সত্বরে রঙ্গ ভূমিতে, সসৈন্যে আইল।
ক্ষমারে সম্মুখে দেখে, কটুবাক্য বলে ডেকে,
আজ ক্ষমা বুঝি তোকে, শমনে ডাকিল।
দুর্জ্জন গর্জ্জন বাণ, ক্রোধ করে সুসন্ধান,
ঈষৎ হাস্যে সেই বাণ, ক্ষমা যে কাটিল।
বাণ ব্যর্থ হলো দেখি, ক্রোধের অরুণ আঁখি,
হাঁকা হাঁকি ডাকা ডাকি, শর ছাড়িল।
ক্রবে নরিব অস্ত্র, প্রশস্ত প্রসিদ্ধ শাস্ত্র,
ক্ষমা করিয়া সাব্যস্ত, ব্রহ্ম হানিল ॥
তুর্ম্মুখ দুরন্ত শর, অতিশয় ভয়ঙ্কর,
ক্রোধে ক্রোধ ধনুর্দ্ধর, কার্ম্মুকে জুড়িল ॥
হাস্য মুখে সেই শরে, ক্ষমা নিবারণ করে,
দেখে ক্রোধ ক্রোধ ভরে জ্বলিয়া উঠিল ॥
শেষে ছিল যত শক্তি, কার্য্য কুৎসিত উক্তি,
মুষল মুদ্গর শক্তি ক্ষমায় প্রহারিল ॥
ক্ষমা সহ্য অস্ত্র ধরে, সে সকল ব্যর্থ করে,
তা দেখিয়া একেবারে ক্রোধ জ্বলিল ॥
কোপে কাঁপে ক্রোধ বীর, অধৈর্য্য অস্থির ধীর,
সুতীক্ষ তিন তীর সন্ধান পূরিল ॥

ক্ষমার একে ধৈর্য্যগুণ, অক্ষয় অজয়তুণ,
তাহে সন্ধানে নিপুণ, সেবাণ ছেদিল ॥
ক্রোধ হয়ে অপমান, হানে শেষে অগ্নিবাণ,
প্রসন্নতা বরুণ বাণে, ক্ষমা নিভাইল ॥
ক্রোধাগ্নি হলো নির্ব্বাণ, দেখে ক্রোধ ম্রিয়মাণ,
ক্ষমা হানি ক্ষমাবাণ, ক্রোধে সংহারিল ॥

পয়ার।

পতি হইলেন হত হিংসা দেবী দেখে।
মূর্চ্ছাপন্ন হয়ে পড়ে মনোদুঃখে শোকে ॥
ক্ষণপরে চৈতন্য পেয়ে উঠিয়া বসিল।
রুষিয়া ক্ষমার প্রতি শক্তি প্রহারিল ॥
ধৈর্য্য বলে সুকৌশলে ক্ষমা শক্তি ধরে।
অহিংসা অস্ত্রাঘাতে হিংসারে সংহারে ॥
মাতা পিতা হত দেখে পত্নী সহ দ্বেষ।
তীক্ষ্ণবাণ সন্ধান করিল অবশেষ ॥
দুর্জ্জনার বাণে ক্ষমা মূর্চ্ছাপন্ন হইল।
তা দেখিয়া শমবীর ধাইয়া আইল ॥
শমেরে দেখয়ে দ্বেষ যেন যম সম।
ভাবে অদ্য অন্তকাল উপস্থিত মম ॥
প্রাণ পণে নানা বাণ করে বরিষণ।
সহিষ্ণুতা অস্ত্রেতে শম করে নিবারণ ॥
বশীকরণ বাণ শম করিল সন্ধান।
দ্বেষ সহ দুষ্ক্রিয়ার বিনাশিল প্রাণ ॥

ভগ্নদূতে মহামোহে এ সংবাদ দিল।
মোহ পেয়ে মহামোহ ভূমিতে পড়িল॥
পাত্র মিত্র একত্র হয়ে করয়ে সান্ত্বনা;
অধর্ম্ম কহিছে প্রভু কর বিবেচনা॥

রাগিণী খম্বাজ, তাল আড়খেমটা।

এত নয়তো শোকের সময়।
আপনার বীর্য্যবলে কর শত্রু বল ক্ষয়।
কি তোমায় বুঝাব রাজন, বুঝ তুমি বিচক্ষণ,
যাতে হয় শত্রু দমন; কর এখন, তারি উপায়॥ ১
তুমি হলে শোকাচ্ছন্ন, সৈন্য হবে অবসন্ন
ত্যজিয়ে মন মালিন্য, ধৈর্য্য ধর মহাশয়॥ ২॥

মহারাজ! দেখিতে দেখিতে বিপক্ষ প্রবল হইল, এক্ষণে শোক মোহের সময় নয়, যাহাতে বিপক্ষ পরাজয় হয় তাহার সম্পূর্ণ উদ্যোগ করা কর্ত্তব্য; মহারাজ! শোক ত্যাগ করুন, আপনার তৃতীয় পুত্র লোভ যিনি ক্ষণে ব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করিতে পারেন তাঁহাকে সমরে নিয়োগ করুন, অনায়াসে জয়লক্ষ্মী লাভ হইবেক।

মহামোহ লোভ এবং বিষয়-তৃষ্ণার পরাক্রম পূর্ব্ব হইতেই বিশিষ্টরূপ জানিতেন, অতএব সত্বর দৌবারিককে আজ্ঞা করিলেন, ওরে, লোভ এবং বিষয় তৃষ্ণাকে শীঘ্র ডাকিয়া আনহ। দৌবারিক যেআজ্ঞা বলিয়া গমন করিল, কিঞ্চিৎ

রে উভয়কে স্কন্ধে করিয়া আনিল। লোভ উপস্থিত হইয়, মহামোহকে প্রণাম করিয়া বলিল, পিতা! উদ্বেগের বিষয় নাই—

শ্লোক।

মত্তোতে মদ দন্তিনো মদ জল প্রক্লান্ত গণ্ডস্থলা বাত্ত্ যায়ত পাতি নশ্ব তুরগা ভূয়োপিং লপে প্রাণ। এতৎ লব্ধমিদং লব্ধেপুনরিদং লব্ধাধিকং ধ্যায়তাং চিন্তা জর্জ্জর চেতসাং বতনৃণাং কা নাম শান্তেঃকথা॥

অস্যার্থ।

আমার এই সকল মত্তহস্তী, এবং বায়ু তুল্য বেগবান ঘোটক আছে এবং পুনর্ব্বার এইরূপ অন্য হস্তী ও ঘোটক লব্ধ হইবেক এবং এই ধন লব্ধ হইয়াছে, এই ধন লব্ধ হইতেছে, এই ধন লব্ধ হইবেক প্রত্যহ নিরন্তর এইরূপ চিন্তাতে জর্জ্জরমানস মনুষ্যদিগের শান্তির কথা কি? এই বলিয়া লোভ গাইতেছেন—

রাগিণী মালকোস বহার, তাল আড়খেমটা।

করো না ক্ষোভ, থাকিতে লোভ, বিবেক কি করিবে।
পড়েছে লোভের হাতে, ত্রিজগতে, কে বল নিস্কৃতি পাবে॥
ব্রহ্মাণ্ড যদ্যপি পাই, তবু আমার তৃপ্তি নাই,
যত পাই, তত চাই, আমার মুখে কি আঁটিবে॥ ১
যেমন আপনি, তেমনি পত্নী, বিষয়-তৃষ্ণা স্ববদনী,
করিয়া আছেন তিনি, শান্তি ক্ষমায় ধরে খাবে॥ ২।

পরে লোভ নিজ কান্তা বিষয়-তৃষ্ণাকে আহ্বান করিলেন. হে তৃষ্ণে! তুমি এস্থানে আগমনকর, হে তৃষ্ণে! তুমি যদ্যপি প্রসন্না হইয়া নিজ অঙ্গবিস্তার কর অর্থাৎ যদি বৃদ্ধিকে পাও তবে মনুষ্যাদিগের লক্ষ ব্রহ্মাণ্ড লাভে শান্তির কথা কখন কোন রূপে সম্ভব হইতে পারে না।

শ্লোকঃ।

ক্ষেত্র গ্রাম বনাদ্রি পত্তন পুরীদ্বীপ ক্ষমা মণ্ডল প্রত্যাশ সূত্রবদ্ধ মানসাং লব্ধাদি কং ধ্যায়তাং তৃষ্ণে দেবি যদি প্রসীদাস তনোষ্যঙ্গানি তুঙ্গানি চেওদ্ভোঃ প্রাণ ভৃতাং কুতঃ শম কথা ব্রহ্মাণ্ড লক্ষৈরপি॥

অস্যার্থ

মনুষ্যেরা ক্ষেত্র গ্রাম বন পর্ব্বত পত্তন বসতি স্থান নগর দ্বীপ ও পৃথিবী মণ্ডল এই সকলের লাভের প্রত্যাশা স্বরূপ যে নিবিড় ও দৃঢ় রজ্জু তাহাতে দৃঢ বদ্ধ এবং প্রত্যেক নূতন নূতন লাভের ধ্যানে ব্যাকুল।

—◦◦◦—

পতির আহ্বানে বিষয়-তৃষ্ণা উপস্থিতা হইলেন এবং নিবেদন করিলেন হে প্রিয়! চিন্তার বিষয় নাই, প্রভুর আজ্ঞানুসারে সকল কার্য্য সম্পাদন আমা হইতেই হইবেক. ব্রহ্মাণ্ড কোটির দ্বারাও আমার উদর কেহ পূর্ণ করিতে পারিবেক না, এই বলিয়া মহামোহের নিকটে আসিয়া প্রণাম পূর্ব্বক কহিলেন—

রাগিণী মঙ্গল বিভাস, তাল আড়খেমটা।

নিশ্চিন্তায় থাকুন মহাশয়।
থাকিতে তব দাসী, যে রাক্ষসী,
বিষ্ণুভক্তিকে কিবা ভয়॥
আমার ক্ষমতা যত, ত্রিজগতে আছে খ্যাত,
নিয়ত আমাতে রত, বল কেবা নয়;
বিষয় ইন্দ্র-জালে, দশ ইন্দ্রিয় খেলা খেলে,
কামাদি আমারি বলে, ত্রৈলোক্য বিজয়॥ ১॥
কামের বাসনা বাড়াই, ক্রোধাগ্নি আমি জ্বালাই,
লোভের অন্য স্থান নাই বিনা মমাশ্রয়;
মোহ সুখে করেন রাজ্য, মদ মম গুণে পূজ্য,
মাৎসর্য্যের ঐশ্বর্য্য আমা হতেই হয়॥ ২॥
যখন করি মুখ ব্যাদান, ত্রৈলোক্যে কে আছে এমন,
এ উদর করে পূরণ তৃষ্ণা নিবারয়;
প্রাপ্তে ব্রহ্মাণ্ডের সম্পত্তি তবু আমার নাই নিবৃত্তি,
সুখে বৃদ্ধি পান প্রবৃত্তি ক্রমে অতিশয়॥ ৩॥

মহামোহ বিষয় তৃষ্ণার বাক্য শ্রবণ করিয়া বিলাপ করিতে করিতে বলিলেন, বৎসে, আর কি কাম ও ক্রোধ আছে, দুরাত্মা বিবেকের সেনাপতি শান্ত, শম ও ক্ষমা তাহাদিগকে নাশ করিয়াছে, পতিশোকে রতি ও হিংসা দেবী পুত্র দ্বেষ সহ পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, এক্ষণে ভরসা কেবল তোমাদিগের অতএব লোভ তোমাকে অদ্য সেনাপতিত্বে বরণ করিলাম, তোমরা ত্বরায় পাপাত্মা বিবেককে দলবল সহিত পরাভব করিয়া আমার তৃপ্তি জন্মাও।

শোভ পিতাকে প্রণাম পূর্ব্বক পিতৃ চরণ রেণু মস্তকে লইয়া সস্ত্রীক হইয়া যুদ্ধে যাত্রা করিলেন।

তদনন্তর মহামোহ মন্ত্রি অধর্ম্মকে কহিলেন যে শ্রদ্ধার কন্যা শান্তি আমাদিগের শত্রুতা আচরণ করিতেছে এবং সকল অনর্থের মূল হইয়াছে অতএব ঐ শান্তির বিনাশের উদ্যোগ করা কর্ত্তব্য।

অধর্ম্ম নিবেদন করিলেন যে শান্তিকে বিনাশ করিবার এক উপায় আমার মনে উদয় হইতেছে, শ্রদ্ধা উপনিষদ দেবীর প্রিয় সখী কোন কৌশল ক্রমে উপনিষদ দেবীর নিকট হইতে শ্রদ্ধাকে আকর্ষণ পূর্ব্বক বিনাশ করিতে পারিলেই মাতৃ বিয়োগ-দুঃখেতে অতি ক্ষীণতা ও অবসন্নতা প্রাপ্ত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিবেক।

মহামোহ কহিলেন সার যুক্তি উদ্ভব করিলে; কিন্তু এ কর্ম্মে কাহাকে নিয়োগ করা যায়, মন্ত্রি বলিলেন মহারাজ মিথ্যাদৃষ্টি বেশ্যাই উপযুক্ত হয়, সে নানা ছল কৌশল জানে বিশেষ স্ত্রীলোককে বশীভূতা করিতে স্ত্রীলোকেই পারগ হয়।

মহামোহ বলিলেন ভাল বলিয়াছ, তখন বিভ্রমাবতী দাসীকে আহ্বান পূর্ব্বক আদেশ করিলেন যে তুমি শীঘ্র মিথ্যাদৃষ্টিকে ডাকিয়া আনহ।

দাসী যেআজ্ঞা বলিয়া গমন করিল।

পয়ার।

দাসী আসি দ্বারে বসি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
কোথায় লো মিথ্যা দৃষ্টি সখি আছিস ঘরে।

মিথ্যাদৃষ্টি দৃষ্টি করি বলে এস এস
হস্তে ধরি লয়ে গেল বলে বৈস বৈস ॥
অসময়ে কেন সই মঙ্গল তো সকলে।
ভ্রমাবতী বলে সই কি বলিব বল।
যাহার কুশলে আমা সবার কুশল।
সেই মহামোহ রাজার অতি অকুশল ॥
বিবেক হয়েছে বৈরী দৈব প্রতিকুল।
বেধেছে তুমুল যুদ্ধ ক্ষয় হবে কুল ॥
তাহার স্পর্দ্ধা বড় বিপক্ষে অনুকুল।
তার কন্যা শান্তি ছুঁড়ি অনর্থের মূল ॥
উপায়ে তাহার নাশ করিয়া কল্পনা।
তোমারে ডেকেছে রাজা শুন সুলোচন।
কিন্তু সখি তোমায় দেখে হাসি আমার পায়
অলসে অবশ অঙ্গ ঢলে পড়ছিস প্রায় ॥

রাগিণী মঙ্গল বিভাস, তাল আড়খেমটা

কেন নিদ্রাকুল আখি ঢুল ঢুল।
তাল বল দেখি, প্রাণ সখি,
ওলো মিথ্যাদৃষ্টি গোলাব ফুল ॥
পেয়ে নাগর গুণমণি, জেগেছো বুঝি যামিনী;
বুঝি ওলো চাঁদবদনি, এমন সুলে ভুল।
দেখে তোর রঙ্গ ভঙ্গ, হতেছে মম আতঙ্ক,
অলসে অবস অঙ্গ, অনঙ্গে ব্যাকুল। ১।

দশা দেখে হাঁসি পায়, চলে চলে পড়্ছিস গায়,
খসে খসে পড়্ছে তায়, কটির দুকুল;
সর্ব্বাঙ্গে রতির চিহ্ন, কেশ বেশ ছিন্ন ভিন্ন,
কেন এত অনশন বল তার অমূল॥ ২।

বিশ্রামাবতীর কথা শ্রবণ করিয়া মিথ্যাদৃষ্টি বলিতেছে

রাগিণী পরজ বহার, তাল আড়্খেমটা।

আমি একলা নারী সহচরী অনেকেরি প্রাণ প্রেয়সী;
আমার কি গো নিদ্রা আছে জাগিয়ে যায় সারা নিশি।
যে যুবতীর একটী বল্লভ, তারি নিদ্রা সুদুর্ল্লভ,
আমার কি লো নিদ্রার সম্ভব, শত জনা যার অভিলাষী॥ ১
আমার নিদ্রা হবে কিসে, এক জন যায় অন্য এসে,
রমণ করে মনাবেসে, রঙ্গ রসে অমনি ভাসি॥ ২।
এত জনার মন যোগান, যত জ্বালা তাওত জান,
আমার যৌবন ধন, দশ জনায় লুটিল আসি॥ ৩॥

বিশ্রামাবতী কহিল সই তোমার বল্লভ কে?
মিথ্যাদৃষ্টি উত্তর করিল সখি! আমার বল্লভ মহারাজ মহা
মোহ, কাম, ক্রোধ, ও লোভ, বিশেষ পরিচয় কি দিব
এই মহামোহের পরিবার যাহার যাহার জন্ম হইয়াছে তাহা
দিগের সকলের হৃদয়মধ্যস্থিতা আমি, আমার সহিত দিবা
রাত্র রমণ করিতেছে, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, আমা ব্যতিরেকে
ক্ষণকাল স্থির হইতে পারে না, বিশ্রামাবতী ইহা শ্রবণ
করিয়া কহিতেছে—

রাগিণী পরজ বহার, তাল খেমটা।

তুমি ধন্যা নারী সহচরী, তোমায় বলিহারি যাই।
এক রমণীর এত নাগর তবু তোর কুভঙ্গি নাই॥
কিন্তু সন্দেহ হতেছে, সে সকলের ভার্য্যা আছে,
তারা কেমন করো বাঁচে, মনে মনে ভাবি লো তাই॥ ১
সে সবায় বঞ্চনা করো, তাদের পতি কেমন করে,
তোমায় লয়ো বিহরে, তাদের মুখে দিয়ে লো ছাই॥ ২

মিথ্যাদৃষ্টি কহিলেন সখি! আমার কথা কি বলিব, আমি চিরদিন অসুখী, আমার আদ্যন্ত বৃত্তান্ত শুনিলে তুমি দুঃখী হইবে, আমি অনেকের বল্লভা হওয়াতে আপনার বলিয়া কেহই ভাবে না, মিথ্যাদৃষ্টিতে সকলেই আমাকে দৃষ্টি করে, এই কহিয়া বলিতে লাগিল

রাগিণী পরজ ঝালাংড়া, তাল আড়খেমটা।

পরে ভজো এই দশা সই হয়গো পরে।
পরে পরে নাহি মনে করে॥
আমি ছিলাম কুলবতী, পতিব্রতা সতী,
কুরীতি ছিল না সই গো আমার:
সে যে করো নানা ছল, ভুলালে সকল,
সে কৌশল সখি বলিব কারে। ১।
আমি হয়ো প্রেমাধীন, হলেম পরাধীন,
চিরদিন সখি ভাবি পরে:

সে যে ভাল বেসে পর, ভাবে আমায় পর,
পরের প্রেম থাকুক্ শিরোপরে। ২।
আমার গেল কুলমান, হলেম অপমান,
অভিমান সখি করিব কারে ;
যারে সপিলেম প্রাণ, সে হল্যে পাষাণ,
হেনে বিচ্ছেদ বাণ প্রাণে মারে।। ৩॥
আমি ঘরে হলেম পর, পরের কুরূপর,
অতঃপর কি হয়লো পরে,
আমি স্বপনে না জানি, হবে জানা জানি,
কানাকানি করিবে পরস্পরে ॥ ৩॥
শেষে দিবে সখি ঘরের বাহির করে।॥

এইরূপ কথোপকথনানন্তর উভয়ে মহামোহের সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইল। মহামোহ মিথ্যাদৃষ্টিকে দৃষ্টি করিয়া বলিতেছেন—

রাগিণী সিন্ধু, তাল খেমটা, অথবা ঠিমে তেতালা।

এস এস স্বরূপিণি, ওলো মিথ্যাদৃষ্টি চন্দ্রাননি।
অনেক দিনের পরে দেখা কেমন আছ প্রণয়িণি॥
তব মুখ শশধর, না হেরে ছিল কাতর,
মম মন চকোর ওলো মনোরঙ্গিনি॥ ১

মিথ্যাদৃষ্টি মহারাজ মহামোহকে প্রণাম পূর্ব্বক কহিল কি নিমিত্ত অধীনীকে স্মরণ করিয়াছেন। রাজা কহিলেন দেবীর কন্যা শ্রদ্ধা বিবেকের সহিত উপনিষদ দেবীর মিলনের জন্য কুট্টনীভাবে অবস্থিতি করিতেছে অতএব সেই

পাপীয়সী রণ্ডা শ্রদ্ধাকে কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক পাষণ্ড হস্তে সমর্পণ কর। মিথ্যাদৃষ্টি নিবেদন করিল এই তুচ্ছ বিষয়ে মহারাজের উদ্বেগের কারণ নাই, এ দাসী হইতেই সকল কার্য্য সম্পন্ন হইবে।

রাগিণী মালকোস বহার, তাল আড়খেমটা।

শুনহ রাজন্, নিবেদন করি ও চরণে।
তব আজ্ঞা পালন, কার্য্য সাধন, করিব হে প্রাণ পণে॥
মিথ্যাদৃষ্টি নাম ধরি, সত্য মিথ্যা করিতে পারি,
জগত আমার আজ্ঞাকারী, অনিত্যরে নিত্য মানে॥ ১॥
মিথ্যা ধর্ম্ম, মিথ্যা কর্ম্ম, মিথ্যা সব শাস্ত্র মর্ম্ম,
মিথ্যাদৃষ্টির এমনি ধর্ম্ম, ঘোরে জীব কর্ম্ম বন্ধনে॥ ২॥
মিথ্যা জ্ঞান মিথ্যা মোক্ষ, সকলি প্রলাপ বাক্য,
পরস্পর মত অনৈক্য, দেখাই ষড়্‌দর্শনে॥ ৩॥
দেখাইয়া কর্ম্ম ফল, সকলি করি বিফল,
আমার এমতি বল, বিবেক পলায় নাম শুনে॥ ৪॥

মহারাজ আমি শ্রদ্ধা ও উপনিষদ দেবীর সহিত পরস্পর বিচ্ছেদ জন্মাইব, চিন্তার বিষয় কি? ইহা শ্রবণে মহারাজ মহামোহ মহা আনন্দে মিথ্যাদৃষ্টিকে বলিতেছেন—

রাগিণী সিন্ধু, তাল আড়খেমটা।

মহেশের ক্রোড়ে পার্ব্বতী, ওলো রসবতি শোভে যেমন;
স্মর তেমনি শোভা, মনোলোভা, দিয়ে প্রেম আলিঙ্গন।

প্রেয়সি তব গুণে, জয়ী আমি ত্রিভুবনে,
নিভাও এখন মদনাগুণে, করিয়ে মুখ চুম্বন। ১।
থাকিলে তব কটাক্ষ, বিবেকে কি করি লক্ষ,
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ, তুচ্ছ হয় প্রাণ ধন॥ ২॥
তুমি ধ্যান, তুমি জ্ঞান, তুমি আমার প্রাণের প্রাণ,
না হেরিলে ও বয়ান দুঃখানলে দহে মনঃ॥ ৩॥
প্রিয়ে তব আলিঙ্গনে, সুখী হইলাম প্রাণে,
বিধুমুখ চুম্বনে, হলো পুনঃযৌবন॥ ৪॥

মহামোহ মিথ্যা দৃষ্টিকে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন এবং চুম্বন পূর্ব্বক বলিলেন অদ্য আমি ধন্য হইলাম. মিথ্যা দৃষ্টিকে পাইলাম।

মিথ্যাদৃষ্টি লজ্জিতা হইয়া কহিল, মহারাজ সভা মধ্যে কি করেন, চল, আমরা বাস গৃহে প্রবেশ করি এই কথা কহিয়া উভয়ে বাস গৃহে গমন করিলেন। এখানে লোভ বিষয় তৃষ্ণাকে বলিলেন প্রিয়ে! আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, শীঘ্র যুদ্ধার্থে গমন করা যাউক।

বিষয় তৃষ্ণা বলিলেন, হে নাথ! সৈন্য সকলকে সুসজ্জ হইতে এবং অস্ত্রাদি লইতে আজ্ঞা করুন।

লোভ হাস্য করিয়া বলিলেন প্রিয়ে, সামান্য শত্রু সহিত সংগ্রামে সৈন্য সমাবেশ এবং অস্ত্রাদির আবশ্যক ভাব, তোমার সাহায্যে আমি বিনা অস্ত্রে একাকী ত্রিলোক জয় করণে ক্ষমাবান হই, বিপক্ষদিগকে ধর আর গ্রাস কর। বিষয়-তৃষ্ণা নিবেদন করিলেন হে প্রিয়! আপনিই সকল বিষয়ে কর্ত্তা, আমি প্রভুর আজ্ঞানুসারে নিযুক্ত আ

টি ব্রহ্মাণ্ড আমার উদরে স্থান পাইতে পারিবেক খাপি পূর্ণ হইবেক না।

এখন লোভ বিষয় তৃষ্ণাসহ রণ স্থলে উপস্থিত হইলেন। বিবেক মতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন প্রিয়ে মম সৈন্যগণ মধ্যে এমত বীর কে আছে যে পাপ লোভকে জয় করণে সক্ষম হইবেক,

মতি সহাস্য বদনে বলিলেন হে নাথ! আপনি কি বিস্মৃত হইয়াছেন, মহাবীর সন্তোষকে নিয়োগ করুন অনায়াসে পাপ লোভ এবং বিষয় তৃষ্ণা ও আশা পিশাচীকে পরাজয় করণে পারগ হইবেক।

বিবেক মতির প্রতি তুষ্ট হইয়া সংমক্ষ দৌবারিক দ্বারা সন্তোষকে আহ্বান পূর্ব্বক লোভ এবং বিষয় তৃষ্ণার বিনাশার্থে নিয়োগ করিলেন। সন্তোষ রঙ্গ ভূমিতে প্রবেশ করিয়া বলিলেন॥

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী, তাল আড়খেমটা।

ওরে মন সন্তোষ বনে চল,
শান্তি রসে প্রাণ জুড়াবে পাবে মোক্ষফল॥
বিষয় বিশাললতা, বিষম বিষলতা,
ফলের আশা কর বৃথা, ফলিবে গরল॥
বিষয় বিষের জ্বালা যত, তা তো মন আছ জ্ঞাত,
কেন হয়ে জ্ঞান হত, সদা রে চঞ্চল॥
মোক্ষফলের মুখ্যগুণ, নিবায় বিষয় তৃষ্ণা আগুন,
ঘুচে যায় বন্ধন ত্রিগুণ, আশা হয় সফল।

পঞ্চানন বাক্য শুন, বৃথা চিন্তা কর কেন,
ভজ নিত্য নিরঞ্জন, নির্ব্বিকার নির্ম্মল ॥

লোভের সহিত সন্তোষের যুদ্ধ।

রাগিণী খাম্বাজ, তাল আড়া ঠেকা।

আজ রণে লোভ সাজিয়া আইল।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখে জগত কাঁপিল ॥
মস্তক ঠেকে আকাশে, খল্ খল্ করে হাসে,
শত্রু সৈন্য অনায়াসে, গ্রাসিতে লাগিল ॥
কুম্ভকর্ণ সম বীর, প্রচণ্ড প্রকাণ্ড শরীর,
বিবেক সৈন্য অস্থির, ভয়েতে হইল ॥
করে হস্ত প্রসারণ, করে সব আকর্ষণ,
ভীষণ দশনাঘাতে চূর্ণ করিল।
করিয়া মুখ ব্যাদান, ব্রহ্মাণ্ড গিলিতে যান,
দুই হস্তে দিয়া টান, সৃষ্টি সংহারিল ॥
বিষয় তৃষ্ণা সহকারে, নৃত্য করেন সমরে,
তা দেখিয়া সুর নরে স্তব্ধ হইল ॥
সুধীর সন্তোষ বীর, নিজ সৈন্য করে স্থির,
প্রত্যাহার সুতীক্ষ্ণ তীর, কার্ম্মুকে জুড়িল ॥
লোভের সম্মুখে আসি, কহিতেছেন হাসি হাসি
ওরে পাপ অভিলাষী, তোরে দশায় ধরিল ॥
করিয়া ধনুষ্টঙ্কার, হানে বাণ প্রত্যাহার,
তাহার প্রহারে লোভ সংহার পাইল ॥

লোভ রণে হইল হত, বিষয় তৃষ্ণা মূর্চ্ছাগত
ভূমিতে হয়ো পতিত প্রাণ ত্যজিল ॥

পয়ার।

লোভ বিষয় তৃষ্ণা হত, শুনে মহামোহ।
শোক সিন্ধু মগ্ন হইল, প্রাপ্ত হইল মোহ ॥
মোহ মদ মাৎসর্য্য কহিছে রাজায়।
আমরা তিন ভ্রাতা সত্তে, ভয় করেন কায়।
নাশিব বিপক্ষ দল তোমার প্রসাদে।
শাসিব এ ত্রিজগত তব আশীর্ব্বাদে ॥
প্রাণ পণে তিন জনে, করিব সমর।
শুনিয়া অধর্ম্ম মন্ত্রী প্রশংসে বিস্তর ॥
পরে মন্ত্রী মহারাজে বিনয় করি কয়।
অসময় এ সময় শোক করা নয় ॥
বিপক্ষ প্রবল ক্রমে হইল রাজন্।
সসৈন্য স্বয়ং যুদ্ধে কর্ত্তব্য গমন ॥
কাম, ক্রোধ, লোভ, দ্বেষ, রণে পড়িয়াছে।
রতি হিংসা বিষয় তৃষ্ণা তনু ত্যজিয়াছে ॥
এক্ষণে সকলে মিলে করা চাই রণ।
বিপক্ষের সৈন্য প্রভু দেখ অগণন ॥
শুনে সভাসদ জন সাধুবাদ করে।
মহামোহ স্বয়ং যাত্রা করিছে সমরে ॥
সাজ সাজ বল্যে রাজা জয় ডঙ্কা দিল।
ত্রিজগত মধ্যে মহা কোলাহল হৈল ॥

ইতি চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্তঃ

পঞ্চম অঙ্ক।

মহামোহ এবং বিবেকের শেষ যুদ্ধ।

রাগিণী খম্বাজ, তাল জলদ তেতালা।

মহামোহ সাজিল সমরে। হুহুঙ্কার করে্য ॥
ত্রিজগত কম্পান্বিত ধনুষ্টঙ্কারে ॥
মনোরথ মনোরথে, ইন্দ্রিয় দশ অশ্ব তাতে,
মায়ারাশ রজ্জু হাতে সারথী ধরে ॥
কুযুক্তি সারথী তায়, বেগেতে অশ্ব চালায়,
চতুরঙ্গে সেনা ধায় রঙ্গ ভরে ॥
বিবাদ বিসম্বাদ বাদ্য, শব্দে ত্রিজগত স্তব্ধ,
ত্রিলোক হইল মুগ্ধ হাহা কার করে ॥
মোহ মদ মাৎসর্য্য, অধিক রাখে শৌর্য্য বীর্য্য,
করিতে পিতৃ সাহায্য, চলিল সত্বরে ॥
দম্ভ দর্প অভিমান, হয়্যে রাগে কম্পবান,
ধরিয়া ধনুর্ব্বাণ, যায় যুঝিবারে ॥
দুষ্টাচার ভ্রষ্টাচার, মহামোহ পরিবার,
করিয়া মার মার, যায় সমভিব্যাহারে ॥
দুপাষণ্ড দিগম্বর, সিদ্ধান্ত দিগম্বর,
কাপালিক আদি পামর, যায় তার পরে ॥

রাগিণী জঙ্গলা, তাল আড়খেমটা।

ওরে কার তুমি তা বল। কর আমার আমার কেবল॥
এলে একা যাইবে একা,
মধ্যে যে সব দেখরে ভাই পথিকের দেখা;
কে কোথা যাবে, কোথা রবে, যার হবে যবে সময় কাল;
এক বৃক্ষে নানা পক্ষি রয়,
প্রভাতে হলো দশ দিগে কে কোথায় ধায়,
তেমনি কাকস্য পরিবেদনা এ সংসার ঘটনা সকল॥ ২

তদনন্তর বিবেক বলিলেন ওরে পাপ মহামোহ! তুই অসুরদিগের সহিত বিষ্ণুমন্দির, পুণ্য নদীর তীর, পবিত্র অরণ্যস্থল, এবং পুণ্যাত্মা লোকদিগের মন এই সকল স্থান পরিত্যাগ করিয়া সবংশে ম্লেচ্ছ দেশে শীঘ্র গমন কর, নচেৎ মৎ কর্ত্তৃক অস্ত্র শস্ত্রের দ্বারা ক্ষত বিক্ষত অঙ্গ হইয়া শৃগালাদির ভক্ষ্য হইবি।

মহামোহ এই কটু বাক্য শ্রবণ করিয়া রাগান্ধ হইয়া বিবেককে বলিতেছেন—

রাগিণী মঙ্গল বিভাস, তাল আড়খেমটা।

ওরে কুলাঙ্গার তোর এত অহঙ্কার।
শুনি ছোট মুখে বড় কথা তুই এ আস্পর্দ্ধা করিস্ কার॥
বামন হয়্যে চন্দ্র যেমন, ধরিবারে আকিঞ্চন,
তোর তেমনি দেখি যতন, ওরে দুরাচার॥

পয়ার।

মহামোহ মহা কোপে করিয়া গর্জ্জন।
পাষণ্ড সৈন্য সকলে করে নিয়োজন॥
ন্যায় শাস্ত্র অস্ত্রাঘাতে বিবেক মহাবল।
দণ্ড ভণ্ড খণ্ড খণ্ড করে সে সকল॥
তাহা দেখে মহামোহ রাগে হুতাশন।
বৌদ্ধ শাস্ত্র তীক্ষ্ণ অস্ত্র করে বরিষণ॥
নির্ম্মল বেদান্ত বল করিয়া আশ্রয়।
সে সকলে ছেদ করে বিবেক মহাশয়॥
এরূপ তুমুল যুদ্ধ হয় পরস্পর।
জগত ব্যাপিয়া দোঁহে বরিষয়ে শর॥
হেথা অনসূয়া সহ মাৎসর্য্য যুঝিছে।
পরস্পর বাণ বৃষ্টি উভয়ে করিছে॥
পরোৎকর্ষ ভাবনা সহ, মদ করে রণ।
কেহ কারে নাহি পারে সম দুই জন॥
সদাচার সহ রণ দুষ্টাচার করে।
চৌর্য্য প্রতিগ্রহ কাঁপে সন্তোষ সমরে॥
অধর্ম্ম করিছে যুদ্ধ ধর্ম্মের সহিত।
করে বাণ বরিষণ যার শক্তি যত॥
এইরূপ দুই দলে হয় ঘোর রণ।
বিমানে থাকিয়া রঙ্গ দেখে দেবগণ॥
অনসূয়া বাণে মাৎসর্য্য হৈল হত।
পরোৎকর্ষ ভাবনা হস্তে মদ পরাভুত॥
ধর্ম্মের হস্তে অধর্ম্মাদি হৈল পরাজয়।
যতো ধর্ম্ম ততো জয় সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়॥

সদাচার দুষ্টাচারে করিল সংহার।
সন্তোষ হস্তে পরাস্ত হইল অরিং॥
বিবেক করয়ে রণ বিক্রম বিশালে।
মহামোহ সৈন্য সব বাণে কাটি ফেলে॥
সর্ব্ব সৈন্য হত হইল মহামোহ দেখে।
হাহাকার করে রাজা অতি মনোদুঃখে॥
ক্রোধ-রাগে অন্ধ হয়ে ছাড়ে মায়া পাশ।
নিজগত হৈল মুগ্ধ মনে গণে ত্রাস॥
অটল পর্ব্বত সম বিবেক ধীমান্।
তত্ত্বজ্ঞান ব্রহ্ম অস্ত্র করিল সন্ধান॥
অবহেলে মায়াপাশ করিল ছেদন।
মহামোহ সভয় চিত্ত ভাবিছে তখন॥
বুঝি অদ্য অন্তকাল উপস্থিত মম।
ব্রহ্ম অস্ত্র আসিতেছে যেন যম সম॥
বিষণ্ণ বদনে করে খেদেতে রোদন
দিক্ শূন্য দেখে ভয়ে মুদিল নয়ন॥
হেনকালে অস্ত্র তার সম্মুখে আইল।
জ্ঞানাগ্নিতে ভস্মসাৎ মহামোহ হৈল॥
সাধু জনে সাধুবাদ করে বিবেকেরে
হাহাকার শব্দ হৈল মহামোহ পুরে॥
পতি শোকে মূর্চ্ছাগত যতেক রমণী।
ছিন্ন মূল তরু সম লোটায় ধরণী॥
সে বিলাপ স্বরূপতঃ কে বর্ণিতে পারে।
পাগলিনী প্রায় ধায় লজ্জা ত্যাগ করে।

আসিয়া সমর ক্ষেত্রে পতি দেহ দেখে।
শবের উপরে পড়ে মূর্চ্ছা শোকে দুঃখে॥
পরিশেষে সহমৃতা সকলে হইল।
বাসনা মমতা আদি তনু ত্যাগ কৈল॥
শুনিয়া প্রবৃত্তি দেবী পুত্রাদি মরণ।
মনস্তাপ সন্তাপেতে ত্যজিল জীবন॥
স্ত্রী পুত্রাদি শোকে মন হৈল অচেতন।
চৈতন্য পাইয়া রাজা করিছে রোদন॥

মন শোকাচ্ছন্ন হইয়া তখন খেদে বলিতেছেন।

রাগিণী জঙ্গলা, তাল আড়খেমটা।

আমি প্রাণ যুড়াব বলো্য, ডুবিলাম ভব সিন্ধু জলে॥
আগেতে না জানি মনে জলে আবার আগুন জ্বলে॥
শুধু আগুন নয় যে বিগুণ, আমি, দ্বিগুণ দেখ্‌ছি ফলে
ডুবি যত জলে, তত প্রাণ জ্বলে, সদা মলেম কেবল জ্বলো্য জ্বলো্য॥

তদনন্তর অতি বিষাদের সহিত অশ্রুপাত করিতেং মন বলিতে লাগিলেন, হা! পুত্র পৌত্রাদি সকল তোমরা কে কোথায় গমন করিয়াছ, আমাকে উত্তর দান কর; হে কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য, হে রাগ দ্বেষ দম্ভ অভিমান মত্ততা, তোমরা বারেক আমাকে দেখা দেও; হে গুণবতি রতি হিংসা আশা তৃষ্ণা মমতা, ভ্রান্তি, দুষ্টা বুদ্ধি প্রভৃতি পুত্র পৌত্রাদি বধূরা, তোমরা কোথা আছ,

হে প্রিয়ে প্রবৃত্তি! হে শোভনে! হে মনোহারিণি, নয়ন মন আনন্দ কারিণি! হে প্রণয়িনি! তুমি আমার এই বার্দ্ধক্য কালে কি বলো ত্যাগ করিলে! হে প্রিয়ে! আমার অঙ্গ সকল অবসন্ন হইতেছে, হৃদয় সর্ব্বদা বিদীর্ণ হইয়া যাই তেছে, আহা প্রিয়ে! তুমি কোথা আছ, আমাকে আলিঙ্গন কর, তোমার বিচ্ছেদ যন্ত্রণা আমাকে সহ্য হয় না। এই বলিয়া মন খেদ করিতেছেন আর কহিতেছেন

রাগিণী ভৈরবী, তাল ঢিমা তেতালা।

কোথা আছ প্রিয়ে ত্যাজিয়ে আমারে
দেখা দেও প্রাণে মরি, বিধু বদন না হেরে॥
এত যদি ছিল মনে, প্রেম বাড়াইলে কেনে,
ডুবাইলে প্রেমাধীনে, বিচ্ছেদ সাগরে॥
মনে করেছিলাম আশা, করিবে না হেন দশা,
ভাল তোমার ভাল বাসা, ভাসালে আঁখি নীরে।
আমার অন্য নারী সনে, যদি দেখিতে স্বপনে,
জ্বলিতে হে মনাগুনে, এখন সঁপিলে কাহারে॥

রাগিণী গারা ভৈরবী, তাল ঢিমা তেতালা।

আর সহে না বিরহ যন্ত্রণা।
মনোনলে তনু জ্বলে জলে জ্বালা নিবায় না॥
ভাসি যত আঁখি নীরে, তত জ্বালা বৃদ্ধি করে,
এ জ্বালা কহিব কারে, যে জ্বালায় সে জানে না॥১॥

সে যদি জ্বালা ভাবিত, এত কি জ্বালা হইত,
মিলন অমৃত রসে, করিত সান্ত্বনা। ২।
কবে হবে হেন দিন, পুনঃ হইবে মিলন,
জুড়াবে তাপিত প্রাণ, ঘুচিবে মনো বেদনা॥ ৩।

রাগিণী সঙ্কল বিভাস, তাল আড়খেমটা।
আমার প্রাণ জ্বলে বিরহানলে করি কি বল।
মিলন সলিল বিনা না হয় শীতল॥
আর কি হবে হেন দিন, হেরিব বিধু বদন,
জুড়াবে তাপিত প্রাণ, নিবিবে অনল॥

মন এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। সঙ্কল্প ইহা দেখিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়া বহু যত্নে মূর্চ্ছা ভঙ্গ করাইয়া নিবেদন করিলেন, মহা: রাজ! শোক পরিত্যাগ করুন, স্থির হউন। মন রোদন করিতে করিতে উত্তর করিলেন, ওহে সঙ্কল্প! ভাল বাসা যে কি ব্যাপার তুমি তাহা কি বুঝিবে। এই বলিয়া বলিতেছেন—
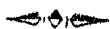
রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী তাল ঢিমা তেতালা।

ভাল বাসা একি ভাল দায়। তারে ভাল বেসে প্রাণ যায়॥
যদি ভাল না বাসিতাম, এ দায়ে কি ঠেকিতাম,
মনের সুখে রহিতাম, কভু না ভাবিতাম তায়। ১।
ভালবাসা ধন বিনা, কিছু ভাল লাগে না,
কারে কব এ যন্ত্রণা, কে বল জ্বালা নিবায়॥

মনঃ পুনঃ খেদ পূর্ব্বক বলিতেছেন—

শ্লোক

স্বপ্নেপি দেবি রমসে ন ময়াবিনান্যং স্বাপেত্ত্বয়া বিরহিতো ভবদম্ববামি! দূরীকৃতাসি বিধিদুর্ললিতৈস্তথাপি জীবন্তি হে মনঃ ইত্যসবো দুরন্তাঃ॥

অস্যার্থঃ

হে প্রিয়ে! তুমি স্বপ্নেতেও আমা ব্যতিরেকে অন্য পুরুষকে রমণ করিতে না এবং আমিও নিদ্রাবস্থাতে তোমার বিচ্ছেদে মৃতপ্রায় হইতাম, কিন্তু নিদারুণ বিধাতা এবম্ভূত তোমার ও আমার পরস্পর বিচ্ছেদ করিয়াছেন, তথাপি যে আমি এক্ষণেও জীবদ্দশায় আছি সে কেবল প্রাণ অত্যন্ত কঠিন এই নিমিত্ত। মন এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার মূর্চ্ছিত হইলেন। সঙ্কল্প দুঃখিত হইয়া, বহু ক্লেশে মনকে চেতন করাইয়া বলিলেন, প্রভো! যাহার স্মরণে কেবল যন্ত্রণা উৎপত্তির কারণ হয় তাহা মনে হইতে দূর করুন। মন বলিতেছেন—

রাগিণী খম্বাজ ঝিঁঝিট, তাল আড়খেমটা।

যার তরে মরি, আহা মরি, তারে ভুলিতে কি পারি॥
মনে করি না মনে করি মন মানে না কি করি॥
মন গিয়াছে তারি কাছে, দেহে মাত্র প্রাণ আছে,
মিলন সুধা পেলে বাঁচে, বিচ্ছেদ জ্বালায় যায় তরি॥ ১॥

এমন দিন আর কি পাব, তার সহ একত্র হব,
দুঃখের সুখের কথা কব, দিবস সর্ব্বরী॥ ২॥

মন সঙ্কল্পকে কহিলেন, হে সঙ্কল্প! অতঃপর আমার জীবন ধারণে কি প্রয়োজন! কেবল দুঃখভোগ, অতএব তুমি শীঘ্র চিতা রচনা কর আমি অনল প্রবেশ দ্বারা শোকানলকে নির্ব্বাণ করি।

এই কালে বৈয়াসকী সরস্বতী অর্থাৎ বেদান্ত ... মনের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে বৎস! তুমি জন্য ভাব পদার্থ সকলের অনিত্যতা পূর্ব্ব হইতেই জান এবং পুরাণ ইতিহাস ইত্যাদি উপাখ্যানও অধ্যয়ন করিয়াছ—দেখ,

শ্লোকঃ।

ভূস্মা কল্প শতায়ু যোঽস্মৃজ ভুবঃ সেন্দ্রাশ্চ দেবা সুরা মন্বাদ্যা মুনয়ো মহী জলধয়ো নষ্টাঃপরাঃ কোটিশঃ। মোহঃ কোয়ং মহো মহান্ন দবতে লোকস্য শোকাবহঃ সিন্ধোঃ ফেন সংগতেব পুষিযৎ পঞ্চাত্মকে পঞ্চতাং।

অস্যার্থঃ।

ব্রহ্মা শত কল্প জীবী হইয়াও নষ্ট হইবেন এবং ইন্দ্রের সহিত দেবগণ অসুরগণ এবং মন্বাদি মুনিগণ পৃথিবী সমুদ্র কোটি কোটি অন্য অন্য বস্তুও নষ্ট হইবেক অতএব এ কি আশ্চর্য্য যে লোকের শোক জনক মহামোহ ক্ষণে ক্ষণে উদয় পায়। সমুদ্রের ফেণার ন্যায় অচির স্থায়ী এই পঞ্চ ভৌতিক শরীর নষ্ট হইলে পরে পৃথিব্যাদি পঞ্চ

ভূতেতে পঞ্চত্ব সংখ্যা হয় অর্থাৎ শরীরে উৎপত্তি কালে পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতে ভ্রান্তি প্রযুক্ত একত্ব সংখ্যা জন্মে কিন্তু শরীরের বিনাশ কালে সেই পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতে পঞ্চত্ব সংখ্যায় জ্ঞান হয় অতএব সর্ব্বদা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত যে শরীর তাহার পঞ্চত্ব প্রাপ্তিতে শোক জনক মোহের বিষয় কি ?

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী, তাল জলদ তেতালা।
অথবা আড়খেমটা।

পাঁচে পাঁচ মিসাইবে, তুমি কোথা রবে রে মন।
তোমার স্থান আছে কোথা বারেক তা কর স্মরণ॥
ঘটশূন্যে ঘট শূন্য শূন্যেতে হবেমিলন,
প্রাণ করিলে প্রয়াণ পবনে পশিবে পবন॥
অনলে অনল লয় জলে জল মিশিয়ে রয়;
মাটির দেহ মাটিহয়, তোমার গতি কই রে তেমন॥
সদা আমি আমার কর, তুমি কার কে তোমার,
পঞ্চত্ব প্রাপ্তির পর, বল কোথা করিবে গমন॥
ত্যজ রে মোহ মায়ায়, বিবেকাদি কর সহায়,
তবেই ত হইবে উপায়, গুরু পায় লও রে শরণ॥
হইলে গুরু বল, পাবে নিত্য সিদ্ধ স্থল,
যন্ত্রণা ঘুচিবে সকল, হেরিবে আনন্দ কানন॥
পঞ্চানন বাক্য শুন, নিজতত্ত্ব জান মন
জীবন যৌবন ধন, সকলি নিশি স্বপন॥

রাগ তাল ঐ।

নিশ্বাসে বিশ্বাস কর্যো কত দিন প্রত্যাশায় রবে।
মনে ভেবে দেখ রে মন কোন ক্ষণ যেতে হবে॥
যবে হবে মহা গমন, কে কোথায় রহিবে তখন,
মিছে কর আপন আপন, কেহ সঙ্গে না যাইবে॥
জীবন যৌবন ধন, দারা সুত বন্ধুগণ,
সকলি নিশি স্বপন, ওরে মন দেখ ভেবে॥

অতএব তুমি জন্য ভাবপদার্থ সকলকে অনিত্য ভাবনা কর, যেহেতু নিত্যানিত্য পদার্থদর্শি ব্যক্তিকে শোকস্পর্শ করিতে পারে না। দেখ, স্ত্রী পুত্রাদি হইতে কোথায় কাহার কি উপকার হইয়াছে বরং অপকার সর্ব্বদাই হয় যথা—

শ্লোকঃ।

দধতি বিরহে মর্ম্মচ্ছেদনং তদর্থমপার্থকং। তদপি বিপুলায়াশাঃ সী দন্তা হো বত জন্তবঃ॥

অর্থাৎ।

ইহারদিগের বিরহে মর্ম্মচ্ছেদ হয়, তথাপি এই আশ্চর্য্য যে সেই স্ত্রী পুত্রাদি পরিবারের নিমিত্ত অনর্থ অজস্র পরিশ্রান্ত ও অবসন্নজীব হইতেছে, সে কেবল মমতা তাহা ছেদনে যত্ন কর, এই বলিয়া কহিতেছেন।

কীর্ত্তন, রেণিটী

এ সব কিছুই কিছু নয়।
কেবল মায়াময়, মায়াময়, মায়াময় ॥
যেমত রজ্জু দৃষ্টে অহি জ্ঞান।
ওরে তেমনি জগত কেবল ভান ॥
যেমত জলবিম্ব জলে হয়,
শেষে জলে জল মিশায়ে রয় ॥
ভ্রমে ভুল না, ভুল না, ভুল না। কিছুই কিছু নয়।
মায়ায় মজ্যো না, মজ্যো না, মজ্যো না,
কিছুই কিছু নয় ॥
ওরে ভেবে দেখ অবোধ মন।
ভ্রান্ত, সকলি নিশি স্বপন ॥
বিষলতার বীজের ন্যায়,
বিষম বিষময় দারা পুত্র হয় ॥ কিছুই কিছু নয় ॥

রাগ জঙ্গলা, তাল আড়খেমটা।

বিষম বিষ লতার বীজ মোহ।
ইথে সুফল কি বল পায় কেহ ॥
কর্য্যে প্রাণ পণ করিছ সেচন,
স্নেহ বারি অনিবারি ওরে ভ্রান্ত জন;
ফলে ফলিবে ফল, কেবল গরল,
আশা হবে বিফল, দশার সহ ১।
বিষের জ্বালা জানত কত,
জেনে শুনে, তাহে কেন, হতেছ রত;

ওরে পরমার্থ পরম অমৃত
সে রসে ত্যজে বিষে দহ ॥২॥

তাই বলিরে—কিছুই কিছু নয়,
কেবল মায়াময়, মায়াময়, মায়াময় ॥
ওরে বিষ বীজ কর‍্যে রোপণ।
ওরে সুফল কি বল পায় কখন ॥
ফলে ফলে হয় গরলোদয়।
তারে যতন করা উচিত নয় ॥
ভ্রমে ভুল না, মায়ায় মজ্যো না,
মজ্যো না, মজ্যো না

রাগিণী জঙ্গলা, তাল আড়খেমটা।

ফলে ফলিবেরে ফল যেমন।
তাহে বিফল হবে মানব জনম ॥
বিষ বৃক্ষে কোথা হয় সুফল; কর্ম্ম ফলে,
সে ফলে ফলে, কেবলি গরল,
হয়্যে ফলত্যাগী, হও বিবাগী,
কর অমৃত ফল আস্বাদন ॥ ১।
সে সুধা রসে জুড়াবে জীবন,
হইবে আনন্দময় সদা সর্ব্বক্ষণ;
তবে কি কারণ, হও জ্বালাতন,
মোহ বিষ বীজ কর‍্যে রোপণ ॥ ২॥

তাই বলি রে; কিছুই কিছু নয়।
কেবল মায়াময়, মায়াময়, মায়াময়॥
ওরে ভেবে দেখ কেবা কার।
ছার, মায়া বশে করে আমার আমার।
কিছুই কিছু নয়॥
যবে দেহ ত্যজে প্রাণ যাবে।
ওরে ভাই বন্ধু কোথা রবে। কিছুই কিছু নয়।

শ্লোকঃ।

একমেব যদা ব্রহ্ম সত্যং যন্নকি কল্পিতং।
কো মোহঃ কস্তদা শোক একত্ব মনু পশ্যতঃ॥

ওরে এক ব্রহ্ম সত্য নিত্য। তদ্ভিন্ন সকল অনিত্য রে। কিছুই কিছু নয়, কেবল মায়াময়, মায়াময়, মায় ময়। ওরে কেবা জন্মে কেবা মরে? কেবল দেহ প্রাপ্তি কারণে, রে। ভ্রমে ভুলনা, শোক করোনা, করোনা, করোনা, কেহ জন্মে না, মরে না, মরে না।

রাগিণী খম্বাজ, তাল আড়াখেমটা।

কেবা জন্মে কেবা মরে।
জন্ম মৃত্যু আছে কি তার যে বাধর দে ধরে॥
অখণ্ড মণ্ডলাকারে, যেন ব্যাপ্ত চরাচরে,
আত্মা রূপে ত্রিসংসারে সেই বিভু বিহরে॥ ১।
এ কথা বেদে প্রামাণ্য, আত্মা ন ইতর ভিন্ন॥
ভ্রমে ভাবে বস্তু অন্য, অন্য কলেবরে॥ ২।

মোহ মায়ায় মুগ্ধ হয়ে, আত্ম তত্ত্ব পাসরিয়ে,
আমার আমার করিয়ে, ভ্রমে অন্ধকারে ॥ ৩ ॥

সে যে অচ্ছেদ্যোয়ং অদাহ্যোয়ং
অজো নিত্যঃশ্বাশ্বতোয়ং
আত্মায় অগ্নিতে দহিতে নারে।
তারে অস্ত্রে কি ছেদিতে পারে।
ভ্রমে ভুল না, মায়ায় মজো না, মজো না, মজো না।
ওরে আত্ম তত্ত্বে দেহ মন;
কেন কর মিছে আপন আপন॥
রে কিছুই কিছু নয়, কেবল মায়াময়,
মায়াময়, মায়াময়. ॥

বৈয়াসকী সরস্বতীর এই প্রকার উপদেশ প্রাপ্তে মন নিবেদন করিলেন, হে মাতঃ! আপনি যাহা আজ্ঞা করিলেন তাহা সত্য বটে; কিন্তু বায়ু সহকারে আগত মেঘ খণ্ডে চন্দ্রমণ্ডল যেমন আচ্ছন্ন হয় ও মুক্ত হইলেও পুনর্ব্বার মেঘান্তরে আচ্ছাদিত করে, তেমন আমার চিত্ত শোক হইতে মুক্ত হইয়াও পুনরায় শোকেতে অভিভূত হই তেছে। সরস্বতী কহিলেন, হে বৎস! এসকল. বুদ্ধির বিকার মাত্র, অতএব আনন্দরসে মনোনিবেশ কর।

রাগিণী জঙ্গলা, তাল আড়খেমটা।

ও মন চল আনন্দ বনে, কেন ভ্রমিতেছ নানা স্থানে।
ধিক ধিক মন তোরে শত ধিক,

গীতপুরবশে ছার রঙ্গ রসে হইলি রসিক ;
ভাল কি পেলি রস, ওরে অবশ,
বিষয় বিষ রস, আস্বাদনে ॥ ১ ॥
এথা, সদা রোগ ভোগ, স্বজন বিয়োগ,
দুঃখ শোক, গোলযোগ, নানা কারণে ;
সদা অস্থির চিত্ত, প্রায় উন্মত্ত,
পরমার্থ তত্ত্ব, নাই মনে ॥ ২ ॥
আনন্দ বন করিলে আশ্রয়,
নিরানন্দ নিরানন্দ হইবে রে ক্ষয় ,
হবে আনন্দময়, নাহিক সংশয়,
সদা রবে পূর্ণানন্দ মনে । ৩ ।
সে বনের ফল অমৃত সমান,
সে রস পান করিলে প্রাণ অমৃতত্ব পান ,
সে রসাস্বাদন, করে্য পঞ্চানন,
ওরে জয়ী হলেন শমনে । ৪ ॥

মন নিবেদন করিলেন, হে মাতঃ! সে শান্তি রস কোথায় কিরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায় আজ্ঞা করুন ? সরস্বতী কহিলেন হে বৎস ! এই সংসারে মন্দবুদ্ধি লোকেরা স্ত্রী পুত্রাদি বিয়োগ জন্য শোকাচ্ছন্ন হইয়া, কপালে ও বক্ষঃস্থলে করাঘাত করত হাহাকার করে, কিন্তু জ্ঞানি মনুষ্যেরা স্ত্রী পুত্রাদি মৃত্যুর বশতাপন্ন হইলে শান্তি রস কথার বিস্তার দ্বারা বৈরাগ্যকে দৃঢ়তর করেন, অতএব তুমি বৈরাগ্যকে স্মরণ পূর্ব্বক পরম ব্রহ্মেতে মনোভিনিবেশ করিয়া পরমা নির্ব্বৃত্তি পাও ।

রাগিণী ললীত, তাল ঢিমা তেতালা।

ওরে মন সর্ব্বক্ষণ, ভজ সত্য সনাতন।
নির্ব্বিকার নিরাময় নির্ব্বিশেষ নিরঞ্জন ॥
ওরে মন দেখ ভেবে, কবে তোমায় যেতে হবে,
তখন সঙ্গে কে যাইবে, কারে ভাব রে আপন।
দারা সুত ধন জন, সকলি নিশি স্বপন,
শোক কর অকারণ সে সব কারণ।

মনঃ পুনঃ নিবেদন করিলেন, হে দেবি! আপনকার উপদেশ স্বরূপ সুধা রসের দ্বারা আমার হৃদয় কমল বিমল হইয়াও শোক স্বরূপ মসীতে পুনঃ পুনঃ মলিন হইতেছে অতএব কিরূপে তাহা এককালীন নিবৃত্তি পায় তাহার উপায় আজ্ঞা করুন। সরস্বতী উপদেশ করিলেন, হে বৎস! অভাব বোধে তোমার এ ভাব হইতেছে তাহা দূর হইলে অবস্থান্তর হইয়া শান্তি রসাস্বাদন করিতে পারিবে, তোমার গুণবতী সাধ্বী সতী পত্নী নিবৃত্তি দেবীর সহিত সময় সম্বরণ পূর্ব্বক তদগর্ব্ভজাত তব সুত অশেষ গুণান্বিত বৈরাগ্যের প্রতি অনুরাগ, শম, দম, সন্তোষ, যম, নিয়ম প্রত্যাহার প্রভৃতিকে সাদরে দৃষ্টি কর এবং ইহাদিগের সহিত তুমি আয়ুষ্মান হইয়া তুমি এক্ষণে সর্ব্বরাজ্যেশ্বরের সুখ অনুভব করিতে থাকহ, তুমি সুস্থ হইলে আত্মাও স্বকীয় স্বভাব প্রাপ্ত হইবেন।

রাগিণী ললিত, তাল ঢিমা তেতালা।

ওরে মন কি কারণ কর হায় হায়।
অসার সংসার ছার জল বিম্ব প্রায়॥
মায়াতে মোহিত চিত, না ভাবিলে হিতাহিত,
কাল গত কালাগত, বিস্মৃত রে হল্যে তায়॥
হইয়া বিষয়ে মত্ত, পাসরিলে পরমার্থ;
ধন জন দারা পুত্র, কিছু সত্য নয়,
গুরু তত্ত্ব মহারত্ন, সদা মন কর যত্ন।
বৃথা কত দেখ স্বপ্ন, ঐশ্বর্য্য শয্যায়॥

রাগ তাল ঐ।

মর্ত্যে আসি মত্ত হয্যে, পড়িলে মমত্ব জালে।
আত্ম তত্ত্ব না জানিলে, অনিত্য সংসারে ভুল্যে॥
অর্থ লোভে ব্যর্থ কাল, করিলে যাপন,
দারা সুত পালনে সদা প্রাণ পণ,
কিন্তু মনে নাহি ভাব, জলবিম্ব বৎ সব;
তুমি কার কেবা তব, প্রাণ প্রয়াণ কালে॥
অতএব শুন ভেদ, মায়া জাল কর ছেদ,
যাইবে সব আপদ, ব্রহ্ম পদ ভাবিলে॥

মনঃ সরস্বতী দেবীর এই সমস্ত উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া নিজ পুত্র বিবেক কে স্মরণ করিলেন। বিবেক স্মরণ মাত্র

পিতার নিকট আসিয়া প্রণাম করিল, মনঃ আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন।

রাগিণী জঙ্গলা, তাল আড়খেমটা।

বিবেক আয় রে করি কোলে;
মোহ বশে তোরে ছিলাম ভুলে॥
তুমি পুত্র, অতি পবিত্র,
এত দিনে জানিলাম তব মহত্ত্ব,
ভুলে পরম তত্ত্ব, হয়ে মত্ত,
আমি ছিলাম মুগ্ধ, মায়া জালে॥
মহামোহের অসৎ পরিবার,
অসৎ সঙ্গে, কু প্রসঙ্গে, গেছে দিন আমার.
হল্যো সে সব সংহার, বলে তোমার,
শান্তি রসে আমায় জুড়ালে॥

বিবেক আপন জনক মন কে আলিঙ্গন করিলেন, মনঃ কহিলেন হে বৎস তোমার আলিঙ্গনেতে আমার শোক নিবারণ হইল। তদনন্তর সরস্বতী আজ্ঞা করিলেন হে বৎস যদিচ তোমার অন্তঃকরণ বিবেকের দ্বারা নির্ম্মল হইয়াছে তথাপি গৃহাশ্রমি ব্যক্তির আশ্রম ব্যতিরেকে ক্ষণ মাত্র অবস্থান উচিত নহে অতএব অদ্যাবধি তুমি নিবৃত্তিদেবী সহ সদ্ভাবে সময় সম্বরণ কর, তিনি তোমার সধর্ম্মচারিণী পত্নী হইলেন; মনঃ সলজ্জ হইয়া নিবেদন করিলেন, আপনকার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য. এই নিবেদন

করিয়া মনঃ আনন্দের সহিত সরস্বতীর চরণ তলে পতিত হইলেন, এবং বলিলেন হে মাতঃ আমি স্থির হইলাম, আত্মা নিত্য সুখার্ণবে মগ্ন হউন, এক্ষণে আমরা মহামোহাদি জ্ঞাতিবর্গের তর্পণার্থে গমন করি; সরস্বতীর আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া তৎকর্ম্ম সমাধাপূর্ব্বক নিবৃত্তিতে রত হইয়া বিবেককে উপনিষদ্দেবীর সহিত যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন, এবং কাম, ক্রোধাদির বিনাশানন্তর ক্ষীণ মোহ হইয়া অবিদ্যা, মমতা, রাগ, দ্বেষ, ও বিষয়াভিনিবেশ, এই পঞ্চ ক্লেশ রহিত ও শান্তি রসে নিমগ্ন হইয়া জীবন মুক্ত হইলেন। এবং পরম ব্রহ্মের স্তব করিতে লাগিলেন॥

রাগিণী ভৈরব, তাল ঢিমা তেতালা।

জয় জয় পরমেশ্বর, পরম ব্রহ্ম পরাৎপর।
তুমি আদি তুমি অন্ত, সৃষ্টি স্থিতি লয় কর॥
অনন্ত তব মহিমা, বেদে নাহি পায় সীমা।
কভু শ্যাম কভু শ্যামা, জ্যোতিঃ রূপ দিবাকর॥
ত্বং হি ঈশ গণেশ, যোগেশ্বর জগদীশ;
নির্ব্বিকার নির্ব্বিশেষ, নিরঞ্জন নিরাকার॥
সগুণ নির্গুণ তুমি, নিগুণ কি কব আমি;
সর্ব্বভূত চিত্তগামী, জগৎ স্বামী মহেশ্বর,
পঞ্চানন পঞ্চাননে, অশক্ত গুণ বর্ণনে,
মা বলাও নিজগুণে, গুণাতীত গুণাকর॥

মনোযাত্রা গ্রন্থ সমাপ্তঃ।

উক্ত শ্রীযুত বাবু পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রণীত নিম্ন লিখিত কয়েকটি গান অস্মাদাদিকে সুশ্রাব্য বোধ হইবাতে পাঠক বর্গের চিত্ত বিনোদনে আমরা এই স্থানে মুদ্রাঙ্কিত করিলাম।

পূর্ব্ব রাগ

রাগিণী বিহাগ, তাল আড়া তেতালা

নটবর বেশে, কে সে, মৃদু মৃদু হাসে,
কদম্বেরি মূলে এসে।
হেরে সে পুরুষে, অবশ অঙ্গ আবেশে,
ধৈর্য্য ধরিব কিসে, সে উদয় হয় মানসে॥১॥
মরি মরি কি মাধুরি, কিবা ভঙ্গি আহা মরি,
চিত্ত করিল চুরি অনায়াসে॥২॥
ত্রিজগত মনাকর্ষি, বাজায় মোহন বাঁশি,
মনের তিমির নাশি, মনে প্রবেশে॥৩॥

শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের বস্ত্রহরণ করণানন্তর গোপীগণে বলিতেছেন।

রাগিণী আড়েনা বহার, তাল ঢিমা তেতালা।

হায় কি হইল, কে হরিল দুকূল।
বুঝি মজিল দুকূল॥

ভাবিয়া হলাম ব্যাকুল, হাসিবে গোকুল,
কেমনে এক্ষণে বল, পাইব গো কুল ॥ ১ ॥
কুটিলা অতি কুটিলা, সহজে দেয় জ্বালা,
পাইয়া এ ছলা, করিবে আকুল ॥ ২ ॥
প্রতিকূল প্রতিবাসী, নিজ দোষে করে দুষী,
এই হল্যো যমুনায় আসি, হারাইলাম কুল ॥ ৩ ॥
হরি হলে অনুকূল, রক্ষা পায় উভয় কুল,
নতুবা কুলের তরি, অকূলে ডুবিল ॥ ৪ ॥

(দানখণ্ড পাঁচালি হইতে গৃহীত।)

রাগ তাল ঐ।

কি কর কি কর, হে বংশি ধর।
পথ মাঝে পর নারী কি বল্যে ধর॥
হুদে হে লম্পট রাজ, নাহি তব ভয় লাজ,
হরিলে হে এবি কায দংশিলে অধর ॥ ১ ॥
নখাঘাত কুচযুগে, করেছ এমতি রাগে,
আরক্ত রুধিরে দেখ, হল্যো নব পয়ধর ॥ ২ ॥
অবলার প্রতি বল কেন কর ছল বল,
জানিহে তব কৌশল, তুমি ধরাধর ধর ॥ ৩ ॥
শুন হে মুরলী ধারী, কর্যো না হে ধরাধরি,
আমরা তোমার পায়ে ধরি, শ্যাম নব জলধর ॥ ৪ ॥

মানভঞ্জন পাঁচালি হইতে গৃহীত

দূতি উক্তি।

মুলতান বাহার, তাল আড়খেমটা।

কি বলিব বনমালি। মানে রাধার অঙ্গ হলো কালি
শিরের বেণী পড়েছে খসি,
মানেনী ধরেছেন মানময় অসি,
অধরে ক্ষরিছে সুধারাশি,
মুক্ত কেশী, যেন কালী ॥ ১।
দুর্জ্জয় মানে রাই করিছেন গর্জ্জন,
ক্রোধেতে চাপিয়া দশনে দশন;
আরক্ত লোচন, বিকট বদন,
কুসুম হারে, যেন মুণ্ডমালী ॥ ২ ॥
রসনা চালনা করেন, ঘন ঘন,
রাগেতে তাহাতে চাপিয়া দশন,
ভ্রূকুটি ভঙ্গিতে শোভে যেমন,
তিনটি নয়ন, ত্রিগুণ শালী ॥ ৩ ॥
ধীরা ছিলেন রাই হয়েছেন অধীরা
পদ ভরে রাধার কাঁপিছে ধরা,
অঞ্চল ধরা দৈত্য শিরা কারা;
ভয়ঙ্করা ভূপালী ॥ ৪ ॥
কটিতে কিঙ্কিণী, নরকর শ্রেণী,
রাগে উন্মত্তা যেন মত্ত মাতঙ্গিনী,

বিবসনী, উন্মাদিনী, গুণমণি,
সে কমল কলি । ৫ ॥
কক্ষে হাতপুরে, চন্দ্রা তুলে ধরে,
[illegible] হয় তায় যেন চারি করে,
বিরূপে একরূপ, অপরূপ রূপ,
[illegible] রসকূপ, স্বরূপ বলি ॥ ৬ ॥
[illegible] চরণ, করো উত্তোলন,
[illegible] পরে করে ধিক্কারে ঘাতন,
[illegible] সে চরণ, কহে পঞ্চানন,
হয় যে মোচন, মনের কালি ॥ ৭ ॥
সঙ্গিনী ডাকিনী যোগিনী সব
করিতেছে তার, হৈ হৈ রব,
বাড়াইয়া মানের গৌরব,
ওকে মাধব দেয় করতালি ॥ ৮ ॥
যদ্যপি এ মানে পাবে পরিত্রাণ,
তব করি বেশ হরোষ সমান,
পড়ু গিয়া পদে ওহে মতিমান,
হবে সমাধান এই মান প্রণালি ॥ ৯ ॥

মাথুর ।

রাগিণী মালকোস বাহার, তাল রূপক ।

ওহে রাধা মাধব, কি কব, তার, ব্রজেরি ভাব।
মনে একবার ভাব, সে শ্রীরাধার ভাবনা।

যার গুণ বাঁশির স্বরে, গাইতে হে পঞ্চস্বরে,
পঞ্চশরে প্রাণে মরে, সেই প্রেমাধিনী তব ॥ ১ ॥
হয়ে, যার প্রেমদাস, গলে দিয়ে পীতবাস,
সেধে ছিলে শ্রীনিবাস, ধরিয়ে পদ পল্লব ॥ ২ ॥
তুমি ত ভুলেছ সবি, তোমারে সে রূপের ভাবী,
দিবা নিশি ভাবি ভাবি, হল্যো নিরব ॥ ৩ ॥
বিরহে হয়ে অধীরা, সুধীরা হল্যো বধুরা,
ধিক্ তোমার প্রেমের ধারা, ওহে শ্রীরাধাবল্লভ ॥ ৪ ॥
নয়নে বহিছে ধারা, ধরায় না যায় ধরা;
হইয়া সহস্র ধারা, যমুনায় করিছে রব ॥ ৫ ॥
হারাইয়া নয়ন তারা, হয়েছে রাই শয্যা ধরা,
শয্যা হয়েছেন ধরা, ধরাসনে যেন শব ॥ ৬ ॥
আবার তাহে উৎপাত, শবোপরে অস্ত্রাঘাত,
করিতেছে অকস্মাৎ, বসন্ত সামন্ত সব ॥ ৭ ॥
কোকিল জানিয়া ভেদ, পঞ্চস্বরে করে ভেদ
অনঙ্গ করিছে ছেদ, শ্রীঅঙ্গ হে কেশব ॥ ৮ ॥
সুধীর সমীর তায়, তীর সম বিন্ধে গায়,
সে জ্বালা না বলা যায়, মনে কর অনুভব ॥ ৯ ॥

ইতি ।